



প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 30 January 2025, 8th Year, Issue 411, 40 Pages



বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৫, ১৬ মাঘ ১৪৩১, ৩০ রজব ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪১১, পৃষ্ঠা ৪০

আকাশে কপ্টার-বিমান সংঘর্ষ, নিহত ৩০

ওয়াশিংটন ডিসি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রিগ্যান জাতীয় বিমানবন্দরের কাছে মাঝ আকাশে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের সঙ্গে দেশটির একটি সামরিক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে দ্বিধাশ্রিত ওই বিমান এবং হেলিকপ্টারটি বিমানবন্দরের পাশের পোটোম্যাক

নদীতে বিধ্বস্ত হয়।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে সিবিএস নিউজকে নিশ্চিত করেছে পুলিশ কর্মকর্তা। তারা জানিয়েছে এখনও কোনো জীবিত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও হতাহতের সঠিক কোনো তথ্য অফিশিয়ালি জানানো হয়নি। বিমানটিতে ৬০ যাত্রী ও চারজন ক্রু ছিলেন আর হেলিকপ্টারে তিন মার্কিন সেনা ছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪



যুক্তরাষ্ট্রে মাঝ আকাশে দুর্ঘটনার পর বিধ্বস্ত হওয়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ। বুধবার ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক নদীতে।

ট্রাম্পের মন জয় করতে মরিয়া ভারত!

এমরান হোসাইন

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনীতিতে বিশ্বনীতি এখন শুধুই "আমেরিকা ফাস্ট"। অভিবাসন, অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতিতে নিজের দেশকে এগিয়ে রাখতে ট্রাম্প প্রশাসন আগ্রাসী অবস্থান নিচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিশেষ পরিকল্পনা আপাতত দৃশ্যমান নয়। তবে ভারত ইতোমধ্যে ট্রাম্পকে আপন করে নিতে নানা কৌশল নিচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

আইস বাসায় আসলে বা গ্রেফতার হলে যা করবেন

নিউজ ডেস্ক

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) হলো যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল সংস্থা, যা অভিবাসন ও গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রয়োগে কাজ করে। আইস সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

কঠোর অবস্থানে সরকার

আ.লীগের কর্মসূচি ঘোষণা

পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে নানা কর্মসূচির সঙ্গে আছে হরতালের ঘোষণাও।

ঢাকা ডেস্ক

গত বছর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগ আবারো আন্দোলনের নানা কর্মসূচি

ঘোষণা করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি। পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে নানা কর্মসূচির সঙ্গে আছে হরতালের ঘোষণাও। এর আগেও এমন কর্মসূচি ঘোষণা করে পালন করতে পারেনি দলটি। নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণা দেয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকেও কঠোর বার্তা দেয়া হয়েছে। গণহত্যার বিচার হওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নেতারা পলাতক, কীভাবে আন্দোলন করবে আ.লীগ?

বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশে গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা হারানোর প্রায় ছয় মাসের মাথায়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সরকারকে সঠিক পথে আনতে চায় বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সঠিক পথে আনতে রাস্তায় আন্দোলনে নামতে হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেছেন, “আমরা যদি সরকারকে সফল হতে দিতে চাই তাহলে

সরকারকে গাইড করার জন্য যথেষ্ট সমালোচনা করতে হবে। এমনকি আমাদের সড়কে আন্দোলনও করতে হতে পারে সরকারকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসার জন্য।” বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায়

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২



Taxes, Immigration, Bookkeeping & more

All Under One Roof!



Dynamic Tax & Accounting



(646) 295-3811
www.dynamicsrv.com



Abdul Wahab Chowdhury

Co-Founder / Managing Partner

আমরা দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি



আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি



এসেনসিয়াল হোম কেয়ার

ESSENTIAL HOME CARE

MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123,
917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Stirling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার স্বজন, স্বাক্ষরী স্বজন, বন্ধু, স্বজন, পালক-প্রতিদেয়িতা স্বজনকে পরিচালনা করে কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন

সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই

CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে

আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন



Presidential & National Healthcare Champion Awardee

Home Care Agency and run by CIP Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)

ALL COUNTY HOME CARE

CDPAP

HHA

PCA

✉ allcountyhc@gmail.com
🌐 www.allcountyhealthny.com

718-593-0932

📍 QUEENS • BRONX • BROOKLYN • SUFFOLK • NASSAU • MANHATTAN • STATEN ISLAND

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO



CHISHTI CPA PC

GROW YOUR BUSINESS WITH US

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- শুল্ক বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেফ এমগ্রুয়েন্স ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services

Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH

AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER



Our Other Services:

- PHOTOCOPIY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিন্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন ক্লিন ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



Tribune Training Academy

SECURITY GUARD & OSHA TRAINING

সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং

Get Your License Today!

Contact Us

Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com



PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleN Tech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
NYS American Bar Association

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সার্টিফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ





রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকোজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, চিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
- আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এডজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যাধি, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

WAHID MEDICAL PLLC

Gehil Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

ফ্রি কনসাল্টেশন

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME

CALL: 718-263-5999

***তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষমতা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ**

Do you want apply for a green card? **Are you being deported?**

Are you having credit card problems? **Are you unable to pay your debts?**

Has your bank account been sealed? **Are you getting harrassed by creditors?**



আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানো সেই যুবককে হত্যা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানো ইরাকি যুবক সালওয়ান মোমিকা গুলিতে নিহত



সুইডেনের গণমাধ্যম জানিয়েছে তিনি যে শহরে থাকতেন সেই শহরেই গুলিতে নিহত হয়েছেন তিনি। এদিকে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন বলছে, স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় স্টকহোমের একটি অ্যাপার্টমেন্টে ৩৮ বছর বয়সী ইরাকি শরণার্থী সালওয়ান মোমিকাকে হত্যা করা হয়।

সুইডিশ পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের পরই পাঁচ জনকে আটক করা হয়েছে। একজন প্রসিকিউটর তাদের আটকের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আটককৃতদের মধ্যে হামলাকারী আছে কি না, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি তারা। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ বিভাগ।

কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় আদালতের রায়ের কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে হত্যা করা হলো। স্টকহোম ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ওই মামলার রায়ের শুনানি হওয়ার কথা ছিল আজ। তবে, এ ঘটনার পর রায়ের শুনানি স্থগিত করা হয়েছে।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় মোমিকা চিকিৎসকে লাইভ স্ট্রিমিং করছিলেন। ২০২৩ সালে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দুই দফা পবিত্র কোরআন পোড়ান মোমিকা। প্রথম দফাটি হয় স্টকহোমের একটি মসজিদের বাইরে। দ্বিতীয়টি ইরাকি দূতাবাসের বাইরে। পরে ওই ঘটনা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিবাদ দেখা যায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

জানা যায়, ২০১৮ সালে ইরাক থেকে সুইডেনে আসেন মোমিকা। এরপর ২০১৯ সালে তিন বছরের জন্য সুইডেনে বসবাসের অনুমতি পান। ২০২৩ সালে মাইগ্রেশন এজেন্সি রেসিডেন্সি আবেদনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য মোমিকাকে দেশে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিল সুইডেন। কিন্তু ইরাকে নির্ধারিত ও অমানবিক আচরণের ঝুঁকি থাকায় এটি করতে পারেনি।

রাজনৈতিক দল গঠন করছে ছাত্ররা

সাক্ষাৎকারে ড. ইউনুস

ঢাকা ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক দল গঠন করছে বলে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস। এ লক্ষ্যে তারা দেশজুড়ে লোকজনকে সংগঠিত করছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের দাভোস সফর করেন প্রধান উপদেষ্টা। সে সময় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রধান বৈদেশিক বিষয়ক ভাষ্যকার গিভিওন র্যাচম্যানের উপস্থাপনায় একটি পডকাস্টে কথা বলেন তিনি। ‘র্যাচম্যান রিভিউ’ নামের ওই পডকাস্টে কথোপকথন লিখিত আকারে বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছে।

পডকাস্টে বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, তিনি নির্বাচনের সম্ভাব্য যে দুটি সময়ের কথা বলেছেন, তা ভালো সময়। কারণ, তিনি জাতীয় ঐক্য ধরে রাখছেন। তিনি এটা থেকে বিচ্যুত হতে চান না।

আলোচনার একপর্যায়ে অধ্যাপক ইউনুস বলেন, ‘একটি সম্ভাবনা হলো, ছাত্ররা নিজেরাই একটি দল গঠন করছে। শুরুতে যখন তারা উপদেষ্টা পরিষদ সভা গঠন করছে, তখন আমি তিনজন ছাত্রকে আমার উপদেষ্টা পরিষদে নিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, যদি তারা দেশের জন্য ‘জীবন’ দিতে পারে, তাহলে তারা উপদেষ্টা পরিষদে বসতে পারে। জীবন দেওয়ার জন্য কী করছে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারা ভালো কাজ করছে। এখন ছাত্ররা বলছে, কেন আপনি আপনার-আমাদের নিজস্ব দল গঠন করেন না, আমরা একটা সুযোগ নেব। তারা বলেছে, আপনার কোনো সুযোগ নেই, এমনকি সংসদে আপনার একটিও আসন থাকবে না। কেন? কারণ, কেউ আপনাকে চেনে না। আমি তাদের বললাম, পুরো জাতি তাদের চেনে। তারা যা করতে চায়, সে বিষয়ে তাদের একটা



ড. মুহাম্মদ ইউনুস

সুযোগ দিই। সুতরাং, তারা এটা করবে।’ বাংলাদেশের রাজনৈতিক চর্চা ও ছাত্রদের দল গঠন প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, ‘দল গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে হয়তো তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এটাও একটা বিপদ। কারণ, রাজনীতি শুরু করলে সব ধরনের রাজনীতিবিদ তাদের সঙ্গে মিশে যাবে। তাই আমরা জানি না তারা আমাদের দেশে যে রাজনীতি, তা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারবে কি না। এ ধরনের সুযোগ আছে, যা আমাদের নিতে হবে। তবে ছাত্ররা প্রস্তুত। তারা প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা দেশজুড়ে লোকজনকে সংগঠিত করছে।’

পডকাস্টে উপস্থাপক এ পর্যায়ে প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় ভাষ্যের একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাঁরা বলছে, বাংলাদেশের অবস্থা খুবই নাজুক। অধ্যাপক ইউনুস হয়তো না-ও ঠিক থাকতে পারেন। কিন্তু সেখানে ইসলামিষ্টরা রয়েছে, যারা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

তখন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, ‘আমরা এমন লক্ষণ দেখি না। অন্তত আমি এখন কোনো লক্ষণ দেখি না। তরুণেরা সত্যিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের খারাপ কোনো কিছুই সঙ্গে সংস্পর্শ নেই বা নিজেদের রাজনৈতিক আখের গোছানোর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নেই। তারা এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল গঠন করছে বা রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছে। এটা দরকার। কারণ রক্তের বিনিময়ে অর্জন তাঁদের রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় সেগুলো সেই সব ব্যক্তি নিয়ে যাবে, যারা বিগত প্রশাসন ও অন্যান্যের মতো সবকিছুর পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ খুঁজছে। এটাই বাংলাদেশে আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ।’




HAJJ REGISTRATION IS OPEN

FOR US PASSPORT AND GREENCARD HOLDERS

ZAM ZAM TRAVEL US in a Partnership with **ITHRAA ALKHAIR & RAWAF MINA**

Our Services

- Flight Ticket
- Visa Processing
- Hajj & Umrah Service Provider

আমরা সারা বছর আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী উমরাহ প্যাকেজ করে থাকি

zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com

+1 (718) 395-9697 | zamzamtravelus@gmail.com

37-15 73 Street (Suite-207), Jackson Heights, NY-11372



55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি



Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পবিত্রনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!



সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যিকতা।

**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

**বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা**

জনগণ বিএনপির সঙ্গে থাকলে দেশ চালাতে সমস্যা হবে না

ভার্চুয়াল বক্তব্যে তারেক

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আমরা জনবান্ধব ৩১ দফার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে চাই। জনগণ বিএনপির সঙ্গে থাকলে দেশ চালাতে সমস্যা হবে না। এ জন্য সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে এই কর্মসূচির কথা বলে তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, বর্তমানে যারা সংস্কার নিয়ে কথা বলছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ‘রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতে ৩১ দফা ও জনসম্পৃক্ত’—শীর্ষক কর্মশালায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন। কর্মশালায় কুষ্টিয়া, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা—কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আগুয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার দেশের ব্যাংকিং খাতসহ প্রত্যেকটি সেক্টরে অনিয়ম ও দুর্নীতি করেছে। কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে বোঝাতে হবে, দেশের জনগণ যদি বিএনপির সঙ্গে থাকে তাহলে দেশ চালাতে সমস্যা হবে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘গত ১৫ বছরে যারা অস্ত্রের জোরের ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল, যারা জনগণের অভ্যুত্থানের কারণে ৫ তারিখে পালায়ে গিয়েছে এই দেশ থেকে, তারা দেশটাকে ভেঙেচুরে দিয়েছে। আপনারা দেখছেন শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কৃষির কী অবস্থা। সব ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, নষ্ট করে দিয়েছে। এমন এগুলো আমাদের মেরামত করতে হবে।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘যারা বর্তমানে সংস্কারের কথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিএনপির বাইরে যারা সংস্কারের কথা বলেছেন, তাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এই সংস্কারের কথা আমরা দুই বছর আগে বলেছি। তারও আগে ২০১৭ সালে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভিশন ২০৩০-এ



তারেক রহমান

বলেছেন। অর্থাৎ, বিএনপি যে প্রকৃতভাবে দেশ ও দেশের মানুষকে নিয়ে ভাবে, প্রতিবার বিএনপি সেটা প্রমাণ করেছে।’

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধৈর্যচাচার হাসিনা সরকার ক্ষমতায় ছিল। যে কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে দেশের মানুষের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। বিএনপি নেতা-কর্মীদের কাজ ৩১ দফা কর্মসূচি পালনে কাজ করতে হবে।’

বিএনপি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল মন্তব্য করে তারেক রহমান বলেন, ‘এই দলের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়ে নিজে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। আবার দেশ পরিচালনায়ও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। মানুষকে সংগঠিত করে কীভাবে দেশ গঠন ও পরিচালনা করতে হয়, তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।’

এ সময় তারেক রহমান আরও বলেন, ‘দেশের বৃহৎ একটা অংশের মানুষ বিশ্বাস করে, যদি ভালো কিছু সম্ভব হয়, ইনশা আল্লাহ বিএনপিই এ দেশের জন্য ভালো করতে পারবে। জনগণের চাহিদাগুলো, জনগণের আশা, জনগণের প্রত্যাশা চাওয়াগুলো আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। যেকোনো মূল্যে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। আপনারা কৃষি নিয়ে কথা বলেছেন, আপনারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দ্রব্যমূল্য নিয়ে কথা বলেছেন। কেন বলেছেন? জনগণের দাবি এগুলো।’

সকাল ১০টার দিকে বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক কমিটির আয়োজনে এই কর্মশালা শুরু হয়। কর্মশালাটি সন্ধ্যা ৬টার দিকে শেষ হয়। এর আগে জেলার নেতা-কর্মীদের বক্তব্য শুনে জবাব দেন তারেক রহমান। পরে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুবুব উদ্দিন আহমেদের কথা শোনেন তিনি। এ ছাড়া মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা,

হাসিনার ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪০০ কোটি টাকার সেই পিয়ন জাহাঙ্গীর আলম ও তাঁর স্ত্রী কামরুন নাহারের দেশ ত্যাগে



নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এই নিষেধাজ্ঞা দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক মো. রাশেদুল ইসলামের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

আবেদনে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী মো. জাহাঙ্গীর আলম ঢাকায় তাঁর নিজ নামে ১৮ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার ৮৮২ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেন এবং তিনি তাঁর মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ৮ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৩টি হিসাবে মোট ৬২৬ কোটি ৬৫ লাখ ১৮ হাজার ১০৭ টাকা স্থানান্তর করেন। তাঁর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত হাইকোর্টে একটি রিট ও পিটিশন দায়ের করা রয়েছে। এ কারণে আদালতের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

এদিকে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে গত ১৭ ডিসেম্বর জাহাঙ্গীর আলম ও তাঁর স্ত্রীর কামরুন নাহারের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল অস্ত্রের টাকা অবৈধভাবে অর্জনের অভিযোগ রয়েছে বিধায় তাঁর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালে গত বছর ৭ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, ‘আমার বাসায় কাজ করে গেছে পিয়ন, সে এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। এটা বাস্তব কথা। কী করে বানাল এই টাকা। যখন আমি জেলেছি, তাকে বাদ দিয়ে কার্ড সিজ করে আমি ব্যবস্থা নিয়েছি। এটা তো হয়। ধরার পর এগুলো চোখে আসে। তা ছাড়া তো হয় না।’

নিউইয়র্কে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৮ বছর পূর্তি এবং টাইম টেলিভিশনের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়েছে। উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় এই মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্ষপূর্তী উপলক্ষে এস্তোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানোরে দু’দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ইউএস কংগ্রেস সদস্য, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর, অ্যাসেমবলীম্যান, সিটি কাউন্সিল সদস্যসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা অংশ নেন।

প্রথম দিন টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার দর্শক ও পাঠকদের জন্য উৎসর্গ করা হয়। দিনব্যাপী নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ছিল জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, থিম সং ও ডকুমেন্টারি উপস্থাপন, কেক কাটা, শুভেচ্ছা বক্তব্য, সম্মাননা প্রদান, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নৈশভোজ। অনুষ্ঠানে টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, ফ্লোরিডার কুইক মানি সার্ভিসেস ইনক’র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ দীনাজ খান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসওয়ান গ্রেস মেং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম



টেলিভিশনের সিইও আবু তাহেরকে সম্মাননা প্রদান করেন। পরে ‘টাইম এক্সক্লুসিভ’ অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সম্প্রচারিত হয়, যেখানে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় দিনে ছয় শতাধিক আসন বিশিষ্ট ভেন্যু পূর্ণ হয়ে যায়। এদিন রেড রিবন কেটে বর্ষপূর্তীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যবসায়ী মনির হোসেন। যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কট্টেজ, স্টেট সিনেটর জন সি লু, লুইস সেপুলভেদা ও

জেসিকা রামোস, স্টেট অ্যাসেমবলীম্যান জোহরান মামদানী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের কমিউনিটির প্রতি অবদান তুলে ধরে বক্তারা ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী লায়লা ও রেশমী মির্জা। দু’দিনের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন শারমিন সিরাজ সোনিয়া।

নিউইয়র্কে ভয়ে বাচ্চাদের স্কুল পাঠাচ্ছেন না অভিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউ ইয়র্ক সিটিতে ফেডারেল অভিযান কঠোর আইসিই’র অভিযান এবং গ্রেপ্তার বৃদ্ধির ভয়ে কিছু অভিবাসী পরিবার তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নির্দেশনার ফলে সংবেদনশীল স্থান যেমন স্কুল ও গির্জায় গ্রেপ্তারের অনুমতি দেওয়ার পর থেকে এই উদ্বেগ বাড়ছে।

ভেনিজুয়েলান এক মা জানান, তিনি তার বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চান, কিন্তু সেই মুহুর্তে তার মন ভেঙে যায়। কারণ তিনি জানেন না, সারা দিনে তাদের কী হতে পারে। তিনি বলেন, আমি চাই আমার বাচ্চারা

অভিবাসী সম্প্রদায় এখন সরকারের এই নীতি পরিবর্তনের কারণে নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগে রয়েছে এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছে।

স্বাভাবিক জীবন কাটাক। কিন্তু আইসিই’র ভয়ের কারণে আমি খুব চিন্তিত থাকি।

নিউ ইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা অভিবাসী ছাত্রদের উপস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখেননি। তবে তারা পরিস্থিতি

নজর রাখছে। এদিকে, অভিবাসী অধিকার সংগঠন সেফ প্যাসেজ প্রজেক্ট অভিবাসী পরিবারগুলোর উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করছে। তারা জানিয়েছে, আইসিই আদালতের আদেশ ছাড়া স্কুলে আসা সম্ভব নয়। জানা গেছে, আইসিই নিউ ইয়র্ক সিটির কোনো পাবলিক স্কুল পরিদর্শন করেনি। তবে শিকাগোতে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যেখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ আইসিই’র প্রবেশে বাধা দেয়।

এদিকে, অভিবাসী সম্প্রদায় এখন সরকারের এই নীতি পরিবর্তনের কারণে নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগে রয়েছে এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছে।

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation
fee pay by Credit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

সম্পাদকীয়

ইমিগ্রেশন সমস্যা ও সাম্প্রতিক উদ্র্গে

ইমিগ্রেশন দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে এর সঙ্গে উদ্র্গেণ ও আতঙ্কের মাত্রা বেড়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইমিগ্রেশন সমস্যার একটি বড় দিক হল এর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা। অনেক দেশেই ইমিগ্রেশন নিয়ে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে মানবিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার কথা বলা হলেও, অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কড়া নীতিমালা প্রয়োগ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে সীমান্ত সুরক্ষা কড়াকড়ি বৃদ্ধি এবং ইউরোপে শরণার্থীদের ঠাঁকাতে কর্তৃোর পদক্ষেপ ইমিগ্রেশন পরিস্থিতিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন নীতিতে কর্তৃোর পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। “জিরো টলারেন্স” নীতির আওতায় অভিবাসীদের প্রতি কর্তৃোর ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। অভিবাসন ও শুষ্ক প্রয়োগ বিভাগ (আইসিই) শহরে শহরে অভিযান চালিয়ে অভিবাসীদের গ্রেফতার করছে। এ ধরনের অভিযান স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নিরাপত্তার নামে নেওয়া এই উদ্যোগে অনেক বৈধ অভিবাসীও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এবং এমনকি হাসপাতালের মতো জায়গাগুলোতেও আইসিই-এর অভিযান চালাচ্ছে। পরিবার বিচ্ছিন্নকরণ নীতির ফলে অনেক শিশু তাদের বাবা-মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের আলোচনাকে তীব্র করে তুলেছে।

নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, এবং মিয়ামির মতো বড় শহরগুলোতে বহু অভিবাসী নিজেদের ঘরবন্দি করে রেখেছেন, কারণ রাস্তায় বেরোলেই গ্রেফতারের ঝুঁকি রয়েছে বলে তারা মনে করছেন। অনেক কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে। অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থা এবং সংগঠন আইনি সহায়তা প্রদান শুরু করলেও আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠা সহজ হচ্ছে না।

ইমিগ্রেশনের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রভাব একটি বিতর্কিত বিষয়। উন্নত দেশগুলিতে ইমিগ্র্যান্টরা শ্রমবাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, স্থানীয়দের মধ্যে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মানুষ তাদের জীবনের উন্নতির আশায় উন্নত দেশে পাড়ি জমাচ্ছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তারা শোষণের শিকার হচ্ছেন।

ইমিগ্রেশন নতুন সংস্কৃতি ও চিন্তার সেতুবন্ধন ঘটালেও এটি অনেক সময় স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর চাপ তৈরি করে। জাতিগত বৈষম্য ও সংস্কৃতি সংঘাতের ঘটনাগুলোও বেড়েছে। ইমিগ্র্যান্টদের প্রতি বৈষম্য এবং তাদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির অভাব একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ইমিগ্রেশন সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুহারাদের সংখ্যা বাড়ছে। যুদ্ধবিশ্লস্ত দেশগুলো থেকে শরণার্থীদের চল বিশ্বকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। উপরন্তু, অভিবাসীদের প্রতি কর্তৃোর মনোভাব এবং বিভেদমূলক রাজনীতির প্রসার উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

নতুন প্রশাসন ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা কর্তৃোর করলে লাখো অভিবাসীর জন্য জীবনযাত্রা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠবে। অভিবাসন আইনের আরও কর্তৃোর প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী, অস্থায়ী অভিবাসী ও গ্রীন কার্ড প্রত্যাশীদের জন্য নতুন বাধার সৃষ্টি হবে।

মাধ্যমে অর্থনীতিতে তাদের ইতিবাচক অবদান নিশ্চিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উদযাপন এবং স্থানীয় ও অভিবাসীদের মধ্যে বন্ধন গড়ে তোলাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানব পাচার রোধ এবং নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত অভিবাসন প্রক্রিয়া চালু করার মাধ্যমে অনেক কিছুই অর্জন করা সম্ভব হবে।

ইমিগ্রেশন সমস্যা একটি জটিল বাস্তবতা, যা মানবিকতা, অর্থনীতি, এবং রাজনীতির এক অদ্ভুত মিশ্রণ। এই সমস্যার সমাধানে আন্তরিক প্রচেষ্টা, বৈশ্বিক সহযোগিতা, এবং সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন। যদি আমরা এই বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিই, তবে আমরা একটি সমন্বিত ও হৃদিশীল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ২০১৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনি কর্তৃোর অভিবাসন নীতির জন্য পরিচিত ছিলেন, যার মধ্যে ছিল মুসলিম প্রধান দেশগুলোর ওপর অ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের প্রচেষ্টা, ও অবৈধ অভিবাসীদের আটক ও নির্বাসন। ২০২৪ সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হলে ইমিগ্রেশন নীতির ওপর নতুন করে কর্তৃোরতা আসবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে এর সম্ভাব্য পরিণাম কী হতে পারে?

নতুন প্রশাসন ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা কর্তৃোর করলে লাখো অভিবাসীর জন্য জীবনযাত্রা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠবে। অভিবাসন আইনের আরও কর্তৃোর প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী, অস্থায়ী অভিবাসী ও গ্রীন কার্ড প্রত্যাশীদের জন্য নতুন বাধার সৃষ্টি হবে। অভিবাসন আদালতগুলোর মামলার সংখ্যা বেড়ে যাবে, ফলে ন্যায়বিচার পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষিকাজ, নির্মাণ খাত, প্রযুক্তি, ও স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতগুলো অভিবাসীদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যদি ট্রাম্প প্রশাসন আরও কর্তৃোর নীতি গ্রহণ করে, তাহলে শ্রমক্ষতির ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যা সরাসরি উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

কর্তৃোর অভিবাসন নীতির ফলে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, নির্বাসন, এবং সীমান্তে আটকে পড়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি মানবিক সংকটের সৃষ্টি করবে, যা আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্ত্তিকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্য ও সামাজিক উত্তেজনাও বাড়তে পারে।

ট্রাম্পের কর্তৃোর অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংস্থা ও উদারনৈতিক রাজনীতিকরা সোচ্চার হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় সরকারগুলো হয়তো কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, যেমন ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউইয়র্ক অতীতে করেছে।

ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের পর ইমিগ্রেশন নীতির কড়াকড়ি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী সমাজ, অর্থনীতি এবং সামাজিক কাঠামোর ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। এটি একদিকে কিছু রক্ষণশীলদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়াতে পারে, কিন্তু অপরদিকে দেশটির বহুজাতিক পরিচয় ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়তে পারে। এখন দেখার বিষয়, জনগণ ভবিষ্যৎ নির্বাচনে কী বার্তা দেয় এবং যুক্তরাষ্ট্র কোন পথে এগিয়ে য়ায়।

ট্রাম্প প্রশাসনের দিকে চেয়ে আছে বিশ্ব

ড. আজিজুল আশ্বিয়া

সারা বিশ্বেকে যে দেশটি শাসন করে সেই দেশের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ সারা বিশ্বের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বাংলাদেশের জনগণ এই বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে দেখছেন এবং এই সরকার বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের জন্য আশীর্বাদ না পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে সেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তার শেষ হচ্ছেনা এ দেশের মানুষের। কেউ কেউ ভাবছেন সদ্য ক্ষমত্যাচূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুকূলে যেতেও পারে এ সরকার। কারণ হিসেবে অনেকে দেখছেন ড.ইয়্যুস সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের এই সরকারের বিরোধীদের নেতাদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কথিত জঙ্গিবাদ এর অপবাদের বাহিরে নয় তাই ।

এখন দেখার বিষয় দেশের পরবর্তী ভবিষ্যৎ কি হয়? যুক্তরাষ্ট্রের এই সরকার নিজেদের খরচ কমানোর স্বার্থে বিশ্বের অনেক সংস্থাকে এখন সহযোগিতা করতে চায় না । তাই সারা বিশ্ব ব্যাপী এর প্রভাব ফেলতে পারে বলে গুণীজন মনে করেন। সারা বিশ্বে যখন যুদ্ধের কারণে শিশু মরছে , মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, বিশ্ব জলবায়ু হুমকির মুখে ঠিক সেই সময়ে ২১ জানুয়ারি ২০২৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবারের এই শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিতীয় মেয়াদে দেশটির রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসলেন তিনি।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মি. ট্রাম্প যে ভাষণ দিয়েছেন, সেখানে তিনি বেশ কিছু বড় ধরনের ঘোষণা দিয়েছেন। তার মধ্যে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসেবে মেক্সিকো সীমান্তে জরুরি অবস্থা জারির কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে, পানামা খাল আবারও ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।এ দফায় ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমেরিকার স্বর্ণযুগে পা দিয়েছে বলেও ভাষণে উল্লেখ করেছেন মি. ট্রাম্প। ‘আমেরিকার স্বর্ণযুগ এখন থেকে শুরু হলো,’ বলেন নতুন প্রেসিডেন্ট।

তিনি আরও বলেন, ‘এখন থেকে সামনের দিনগুলোয় আমরা দেশ আনো সমৃদ্ধ আর সম্মানজনক অবস্থানে উঠে আসবে। আমার একমাত্র লক্ষ্য হবে, আমেরিকাকে প্রথমে রাখা।’ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেন ট্রাম্প। ’

আমাদের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা হবে, আমাদের নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করা হবে, পুনরায় ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনা হবে””আমরা একটি গর্বিত, সুসম্প্রদাশী ও স্বাধীন জাতি তৈরি করার লক্ষ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবে,” বলেন মি. ট্রাম্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও ধনী রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে বলেও ভাষণে উল্লেখ করেছেন নতুন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ছাড়াও সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ, বারাক ওবামা, ডেমোক্র্যাট নেতা হিলারি ক্লিনটন, সদ্য বিদায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত ছিলেন।এর মধ্যে মি. বাইডেন এবং মিজ হ্যারিসকে বেশ বিরাধ দেখাচ্ছিলো।অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, মেয়ে ইভান্কা, ছেলে এরিক ট্রাম্পসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন শপথ অনুষ্ঠানে। ছিলেন নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যাগ ও তার স্ত্রী উষা ভ্যাগও। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ অভিব্যক্ত অনুষ্ঠানে প্রভাবশালী অন্যান্য যারা উপস্থিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন: যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন,ইলন মাস্ক, মার্ক জাকারবার্গ, জেফ বেজোস এবং লরেন সানজেল।

সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টার কিছু পরে শপথ নেন ট্রাম্প। শপথে তিনি সংবিধানকে “সংরক্ষণ ও রক্ষা করার” প্রতিজ্ঞা করেন।শপথ গ্রহণকালে মি. ট্রাম্পের কাছে দু’টি বাইবেল দেখা গেছে।এর মধ্যে একটি তার মায়ের দেওয়া এবং অন্যটি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের ব্যবহৃত বাইবেল বলে জানা যাচ্ছে। মি. ট্রাম্পের কিছুক্ষণ আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন রিপাবলিকান নেতা জেডি ভাঙ্গ। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কর্তৃোর পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন মি. ট্রাম্প। অবৈধ অভিবাসীদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে “সবচেয়ে বড় বিতাড়িতকরণ কর্মসূচি” গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মেক্সিকো দিসি সীমান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবেন। সেই সঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্ত তথা মেক্সিকো সীমান্তের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সেনা বাহিনীকে সহযোগিতা করার নির্দেশনাও দেবেন।

এছাড়া অভিযান সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী নীতির অবসান ঘটাবেন বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প। এর ফলে দেশটির ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষ চাইলে গির্জা ও বিদ্যালয়গুলোতেও অবৈধ অভিবাসন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে পারবে। তবে মি. ট্রাম্প “সবচেয়ে বড় নির্বাসন কর্মসূচি” গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটি বাস্তবায়ন করতে হলে বিপুল অর্থ খরচ হবে। এর বাইরে



বেশকিছু কারিগরি ও আইনি চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হতে পারে ট্রাম্প প্রশাসনকে। ক্ষমতায় বসার পর প্রথম কর্মদিবসে ট্রাম্প তার “মেক্সিকোতেই থাকুন” নীতি ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন।

২০১৭ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তিনি অবৈধ অভিবাসন বিরোধী এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে তখন প্রায় ৭০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে মেক্সিকো সীমান্তে স্তনানির অপেক্ষায় রাখা হয়েছিল। যদিও ওইসব আশ্রয়প্রার্থীদের কেউই মেক্সিকোর নাগরিক ছিলেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, দেশটির মাটিতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকেই সেখানকার নাগরিক। কিন্তু ট্রাম্প মনে করেন যে, এটি একটি “হাস্যকর” আইন।আর সে কারণে এ দফায় হোয়াইট হাউজে ঢোকার পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের দেড়শ বছরের পুরনো আইনটি বাতিল করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।তবে আইনটি বাতিল করা তার জন্য সহজ হবে না।

কারণ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত।যুক্তরাষ্ট্রে ‘টাইটেল ৪২’ নামে একটি নীতি রয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী, নাগরিকদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি মনে করলে অভিবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে পারে মার্কিন সরকার।সবশেষ করোনা মহামারির সময়ে এই নীতি প্রয়োগ করে দেশটিতে নতুন করে অভিবাসী ঢোকানো বন্ধ করা হয়েছিল। মি. ট্রাম্প ক্ষমতা নিয়ে আবারও এই নীতি প্রয়োগ করতে চান বলে জানা যাচ্ছে।মার্কিন গণমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে যে, এই লক্ষ্যে পূরণে ট্রাম্প প্রশাসন নতুন এমন একটি রোগ খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে, যার মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়া মেনেই মেক্সিকো সীমান্ত বন্ধ করা সম্ভব হবে। ড্রাগ কার্টেল তথা মাদক ব্যবসায়ীদের সংগঠনকে “সন্ত্রাসী সংগঠন” ঘোষণা করার কথা জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক্ষেত্রে ড্রাগ কার্টেলকে “বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন” হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। ফলে ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্যগুলো এদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যবহার করতে পারবে। এর আগে, ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস, আল-কায়েদা এবং তথা কথিত ইসলামিক স্টেট (আইএস) কেও এই ক্যাটাগরিতেই সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রথম দফায় হোয়াইট হাউজে যাওয়ার পর সীমান্তে দেয়াল নির্মাণে আদেশ জারি করেছিলেন ট্রাম্প।এরপর দেয়াল তৈরির কাজ শুরু হলেও সেটি পুরোপুরি শেষ হয়নি। ফলে এ দফায় ক্ষমতা এসে নিজের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।নিজ দেশের পণ্য উৎপাদনকারীদের সুবিধা দিতে আমদানি করা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুষ্ক আরোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রিপাবলিকান দলের নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প।২০১৭ সালে ক্ষমতায় বসার পরেও একই কাজ করছিলেন ট্রাম্প। তখন চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর বাড়তি শুষ্ক আরোপ করা হয়েছিল, যা পরে বাইডেন প্রশাসনও অব্যাহত রেখেছিল।এবার হোয়াইট হাউজে ফিরেই শুষ্কহার আরও বাড়াতে চান ট্রাম্প।তিনি জানিয়েছেন যে, ক্ষমতা নিয়েই তিনি চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৬০ শতাংশ এবং মেক্সিকো ও কানাডার পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুষ্ক আরোপ করবেন। এর বাইরে অন্য দেশগুলো থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুষ্ক আরোপ করা হবে।প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমদিনেই এ সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশ জারি করতে পারেন ট্রাম্প। এ দফায় ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার ফলে ক্রিপ্টকারেন্সির ইতিহাসে নতুন এক যুগের সূচনা হবে বলে মনে করেন অনেকে।তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বিটকয়েনের মূল্য প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে।কেউ কেউ এটাও বিশ্বাস করেন যে, ক্ষমতা গ্রহণের পর মি. ট্রাম্প স্বর্ণ ও তেলের মজুদের মতো করে বিটকয়েন মজুদেও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এক্ষেত্রে একটি ‘বিটকয়েন স্টকপাইল’ করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় থাকাকালে পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।আইবেরে কড়াকড়ি বাড়ানোর পাশাপাশি জলবায়ুখাতে বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দও

দেওয়া হয়। তবে ট্রাম্প অবশ্য এখন বাইডেন প্রশাসনের নেওয়া অনেক সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চাচ্ছেন। বাইডেনের শাসনামলে পরিবেশের কথা মাথায় রেখে সরকারি ভূমি ও উপকূলে জ্বালানি সম্পদ অনুসন্ধান নতুন করে কূপ খনন বা ড্রিলিং নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। হোয়াইট হাউজে নিজের কর্মদিবসের নির্বাহী আদেশে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারেন ট্রাম্প। এছাড়া নতুন বায়ু প্রকল্প নিষিদ্ধ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এদিকে, এবার ক্ষমতা বসে পুনরায় প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন ট্রাম্প। এর আগে, ২০১৭ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে করা আন্তর্জাতিক ওই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন তিনি।

পরে ২০২১ সালে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম দিনেই চুক্তিতে পুনরায় যুক্ত হয়েছিলেন। ফলে এবার মি. ট্রাম্প আবারও ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।ওই ঘটনায় পরবর্তীতে যারা সাজা পেয়েছেন, তাদের বড় অংশই ট্রাম্পের সমর্থক। ফলে ক্ষমতায় বসার পরপরই তাদের অনেকে সাধারণ ক্ষমা পেতে পারেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

“আমি তাদের মধ্যে অনেককে ক্ষমা করতে আগ্রহী,” গত গ্রীষ্মে সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প।”তবে আমি সবার কথা বলতে পারি না, কারণ তাদের মধ্যে কয়েক জন সম্ভবত সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিল,” যোগ করেন তিনি।ক্যাপিটল হিল দাঙ্গার ঘটনায় দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ গ্রেফতার হয়েছিল।রোববার নিজের বিজয় সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, ক্ষমতায় বসে তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির হত্যার সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রেণিবদ্ধ বা গোপন নথিগুলো প্রকাশ করবেন।১৯৬৩ সালে ঘটা ওই হত্যাকাণ্ড ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্ব’ খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল, তা নিয়ে মানুষের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে।

একইভাবে সিনেটর রবার্ট কেনেডি এবং নাগরিক অধিকারের বিষয়ে আন্দোলন চালানো নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের হত্যাকাণ্ডের নথিগুলোও প্রকাশ করা হবে।নির্বাচনি প্রচারণার সময় বিভিন্ন বক্তব্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলেছেন যে, তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ‘একদিনের মধ্যে’ শেষ করতে পারবেন।পুরোপুরিভাবে যুদ্ধের ইতি টানতে ছয় মাস সময় লাগতে পারে বলে এরপর জানিয়েছিলেন তিনি।তবে শপথ গ্রহণের পর প্রথম দিনে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি-না, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়।এছাড়া ঠিক কীভাবে যুদ্ধ থামানো হবে, সে বিষয়টিও খোলাসা করা হয়নি।

তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে যে কোটি কোটি ডলার সেনা অনুদান দিয়েছে, মি. ট্রাম্প সবসময়ই সেটির কড়া সমালোচক ছিলেন। ইউক্রেন আর রাশিয়ার মি. ট্রাম্পের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ পেতে যাওয়া কিথ কেলেগোও সম্প্রতি ফ্লন্স নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, ২০০ দিনের মধ্যে এই যুদ্ধ থামানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এদিকে, মি. ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছেন যে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার সাথে দেখা করতে চান এবং ট্রাম্পের সহযোগীরা এ বৈঠকের ‘প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন’। সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকদের তালিকা থেকে সম্প্রতি কিউবার নাম বাদ দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। ক্ষমতা নিয়ে ট্রাম্প এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে কিউবার নাম পুনরায় তালিকায় যুক্ত করতে বলেন বলে ধারণা করছেন অনেকে। সেই সঙ্গে, ডোনেক্‌য়েরার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। এই দেশ দু’টি আগেও ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। স্থানীয় সময় সোমবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল রৌট্‌ন্ডায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণ করেন ট্রাম্প।

এরপর ওভাল অফিসে ফিরে শুরুতেই বাতিল করেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমলের ৭৮টি নির্বাহী আদেশ। এরমধ্যে আছে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাইলিদের ওপর দেয়া নিষেধাজ্ঞা। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণাসহ একাধিক আদেশেই সেই করেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও বর্তমান সরকার তাদের নিজস্ব ব্যয় কমানোর জন্য বিশ্বের অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে ফিরে আসতে চায় তবুও সারা বিশ্বের সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তাদের দিকে চেয়ে আছে এটা ভাবা উচিত বলে গুণীজন মনে করেন। যুদ্ধে জর্জরিত দেশদেরকে তাদের কূটনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে ফিরিয়ে আনা উচিত । সারা বিশ্ব হোক শান্তিময় এই কামনা হল সারা বিশ্বের মানুষের আর জঙ্গিবাদ মুক্ত হোক সারা বিশ্ব । এই স্লোগানকে এই সরকারকে বাস্তবায়ন করতে হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের সব চাওয়া পাওয়া পূর্ণতা পাক । নতুন সরকারের কাছে এই প্রত্যাশা বিশ্বের কোঠি কোঠি মানুষের ।

কলাম লেখক ও গবেষক

মেরাজের দর্শন ও হিকমাত

মিরাজ সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা মুমিনের কর্তব্য। তবে মিরাজকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিহীন আমল ও বেশ কিছু বানোয়াট কথা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। যেমন বলা হয়, নবী (সা.) এত দ্রুত সময়ে মিরাজ থেকে ফিরলেন যে বিছানার চাদর তখনো উষ্ণ ছিল, উপুড় করে রেখে যাওয়া পানির পাত্রটি থেকে তখনো মাটির ওপর ফোঁটা ফোঁটা পানি বরছিল, দরজার শিকল তখনো কাঁপছিল ইত্যাদি।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কোরআন-হাদিসে এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। মিরাজ-সম্পর্কিত হাদিসগুলোতে এসব কথার উল্লেখ নেই। তাই এমন কথা প্রচার অনুচিত।

চাদর বলতে আরবিতে মুলাআ শব্দটি বলা হয়েছে, যেটি একটি নতুন সংযোজিত শব্দ; মহানবী (সা.)-এর যুগে এর প্রচলন ছিল না। মুলাআ বলতে বিছানার চাদর বা লুঙ্গি বোঝানো হয়। (লিসানুল আরব : ১/১৬০; আল-নিহায়া :

৪/৩৫২) শাইখ শুকাইরি (রহ.) বলেন, ‘মহানবী (সা.)-এর রাতের বেলায় মিরাজে যাওয়া এবং ফিরে এসে বিছানা উষ্ণ পাওয়ার বিষয়টি সবাস্ত নয়; বরং এটি মানুষের বানানো মিথ্যা কথা।’ (আস-সুনান ওয়াল মুবতাদিআত: পৃ. ১৪৩)

একইভাবে মহানবী (সা.)-এর ঘরে দরজা বন্ধ রাখার জন্য শিকল ছিল—এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়। বরং ইসলামের প্রথম যুগে ঘরের দরজাই খাকত না। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা নূরের ৬১ নম্বর আয়াত ‘তোমাদের নিজদের জন্যও খাওয়াদাওয়া করতে দোষ নেই তোমাদের ঘরে...অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে’ এর ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইবনে যাইদ বলেন, ‘এটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগে। তখন তাদের ঘরের দরজা খাকত না; পর্দা টানিয়ে রাখা হতো।’ (তাফসিরে তাবারি : ১৯/২২১)

এ ছাড়া হাদিস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে মহানবী

(সা.)-কে ছাদ খুলেই মিরাজে নেওয়া হয়। দরজা দিয়ে নয়। আনাস (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, আবু জর বলতেন, ‘রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আমি তখন মক্কায় ছিলাম। আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং জিবরাইল এলেন। তিনি আমার বুক ফাঁড়লেন। এরপর সেটাকে জমজমের পানি দিয়ে ধুলেন। তারপর তিনি সোনার তৈরি পাত্র আনলেন। সেটি হেকমত ও ইমানে পরিপূর্ণ ছিল। সেগুলো আমার বুকে ভরে দিলেন। এরপর বুক লাগিয়ে দিলেন। এরপর হাত ধরে আমাকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকলেন।...’ এভাবেই মিরাজের পুরো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (বুখারি : ৩৩৪২; মুসলিম: ১৬৩)

বোকা গেল, জিবরাইল (আ.) সরাসরি ছাদের ছিদ্রপথ দিয়ে নবী (সা.)-কে নিয়ে মিরাজের ভ্রমণে বেরিয়েলেন; দরজা দিয়ে নয়। সুতরাং এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, দরজার শিকল নড়ার কথাটি বানোয়াট। সংগৃহীত



KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]



WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP



Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ \$৮০০ | আজই আসুন

Main Office

167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch

37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch

1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

📞 **347-621-6640**

📠 Fax: 347-338-6799

✉ karnafullyhc@gmail.com

✉ hasem@lovetocarehhc.com

✉ info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehhc.com

বাহাস বিভেদ-সংঘাতে না গড়ালেই বাঁচোয়া

আজাদুর রহমান চন্দন

‘শক্তি-সামর্থ্য’ কম বলেই বোধ করি শুরু থেকেই উপেক্ষার শিকার বামপন্থী রাজনৈতিক দল-সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবীরা। দিনে দিনে নানা বিষয়ে তাদের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও অন্তর্বর্তী সরকারের মতভেদও প্রকাশ পায়। ইদানীং দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপির সঙ্গেও মতভেদ বাড়ছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সরকারের। স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারপ্রত্যাশী নাগরিকদের বিষয়টি উদ্বিগ্ন করে তোলে। দলাদলি আর বিভেদের কারণে বারবার আন্দোলনের সূফল হাতছাড়া হওয়ার অভিজ্ঞতা থাকায় সিঁদুরে মেখেও অনেক ভয় তাদের।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবি ওঠার পর বিএনপি এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় গত অক্টোবরেই দুই পক্ষের মধ্যে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি ওঠার পরপরই বিএনপির কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দলীয় অবস্থান তুলে ধরে জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের মাধ্যমে দেশে কোনো সাংবিধানিক সংকট ও শূন্যতা তৈরি হলে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নিতে পারে বলে দলটির আশঙ্কা। অন্তর্বর্তী সরকারের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হলে সে-যাত্রায় সাধারণ মানুষ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। কিন্তু স্বস্তির সেই নিশ্বাস স্থায়ী হতে পারছে কি!

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের (কারও কারও ভাষায়) ঘোষণাপত্র প্রকাশ নিয়েও কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দেয়। যেকোনো বিপ্লবের ঘোষণা হয় বিপ্লবের আগে কিংবা সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। ৫ আগস্ট বা এর পরপর ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হলে সেটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকত না। কিন্তু পাঁচ মাস পরে এসে ‘বিপ্লবের ঘোষণাপত্র’ প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়ায় কেউ কেউ এটিকে জাতীয় নির্বাচন পেছানোর একধরনের প্রয়াস হিসেবে সন্দেহ করছেন। বিএনপির ভেতরে এমন বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের উসকানি কিংবা ভরসায়ই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত ডেকে ‘জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র’ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গত ২৮ ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একই ধরনের দুটি পোস্ট দিয়ে ৩১ ডিসেম্বর ‘বিপ্লবের ঘোষণাপত্র’ প্রকাশ করার কথা জানানো হয়েছিল। কাছাকাছি সময়ে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড



অ্যাকাউন্টে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ লিখেছিলেন, ‘কমরেডস, নাউ অর নেভার’। পরদিন এক সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ জানিয়েছিলেন, ৩১ ডিসেম্বর বেলা তিনটায় ‘জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র’ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ঘোষণাপত্রে ‘নাৎসিবাদী আওয়ামী লীগকে’ বাংলাদেশে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা করা হবে এবং ‘মুজিববাদী সংবিধান কবরস্থ’ করা হবে। যদিও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাহান্তরের সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত শাসনতন্ত্র।

বিএনপি কয়েক মাস আগে থেকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার তাগিদ দিয়ে আসছিল। সে নিয়েও কিছুটা অস্বস্তি দেখা যায় অন্তর্বর্তী সরকার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনা প্রকাশ করার পর বিএনপি ও তার মিত্ররা এর সমালোচনায় মুখর হয়। গত মাসের শেষ দিকে এক মতবিনিময় সভায় স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ বলেছিলেন, বেশির ভাগ মানুষ চান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই জাতীয় সংসদের আগে স্থানীয়

সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নেবেন তাঁরা। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনও বঙ্গবন্ধুর মতামতের পক্ষে সমর্থন দেয়। তখন থেকেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চলে রাজনৈতিক অঙ্গনে। এরপর ৮ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের এক বক্তব্যের পর আলোচনাটি জোরালো হয়ে ওঠে। ওই দিন ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের (ইআইবি) ভাইস প্রেসিডেন্ট নিকোলা বিয়ার সাক্ষাৎ করতে এলে প্রধান উপদেষ্টা তাঁকে জানান, অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে বিএনপি ও এর সমমনা বিভিন্ন দল। ওই দলগুলোর নেতারা বলেন, সরকার যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মতো বিষয় তুলে ধরে জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করার চেষ্টা করে, তাহলে তাঁরা দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে কর্মসূচি দেবেন।

এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইস্যুতে সরকারের পক্ষে অবস্থান জানান দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটি। ১১ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে

কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর স্থানীয় সরকারকাঠামো ‘ভেঙে পড়ায়’ নাগরিকেরা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে তারা জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করার ওপর গুরুত্ব দেন। এখানে বলা দরকার, জাতীয় নাগরিক কমিটি বেশ কিছুদিন ধরে সারা দেশে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলছে, যাকে নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখা হচ্ছে। নতুন এই রাজনৈতিক দল আগামী মাসের মধ্যে থেকে শেষ ভাগে আত্মপ্রকাশ করতে পারে বলে এরই মধ্যে সংবাদও বেরিয়েছে। এমনও বলা হচ্ছে, সংসদীয় আসন, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিএনপির দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নতুন দলে টানার চেষ্টা করা হবে। এই রাজনৈতিক দল গড়ার প্রক্রিয়া নিয়ে এখন রীতিমতো বাহাস চলছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপির সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের টানাপোড়েনের মাঝে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে বিএনপির ‘কথার টোন আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।’ তিনি ২৪ জানুয়ারি বিবিসি বাংলাকে বলেন, তিনি রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে সরকার থেকে বেরিয়ে যাবেন।

এর দুই দিন আগেই বিবিসি বাংলাকে দেওয়া

সাক্ষাৎকারে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্য নিয়ে এমন আলোচনার সূত্রপাত। মির্জা ফখরুল বলেছিলেন, ‘বর্তমান সরকার নিরপেক্ষ থাকতে না পারলে নির্বাচন করতে নিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজন হবে।’ তিনি আরও বলেছিলেন, ছাত্ররা রাজনৈতিক দল গঠন করলে সরকার থেকে ‘বেরিয়ে আসা উচিত’। অন্তর্বর্তী সরকারের দুই তরুণ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহর প্রতিক্রিয়ার পরও পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে।

কোনো বিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থান বা গণ-আন্দোলনের পর বিজয়ী বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যদিও গত জুলাই-আগস্টে যা ঘটেছে, তা বিপ্লব নাকি গণ-অভ্যুত্থান—সে নিয়ে বিতর্ক আছে শুরু থেকেই। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, শীর্ষ পর্যায়ের কোনো কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে কখনো বিপ্লব, কখনো গণ-অভ্যুত্থান আখ্যা দেওয়া। সে প্রসঙ্গে আর নাই-বা এগোলাম। গণ-অভ্যুত্থানে শামিল হওয়া নানা মত ও পথের ব্যক্তি-সংগঠনের মধ্যে ফুটে ওঠা বিভাজন এড়িয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে এগোতে পারাটাই দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু ‘জাতি’ শব্দটি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই যে আরেকটি বিভাজনের কথা সামনে এসে গেল। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যে কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য পূর্ব বাংলার মুসলমানরাই বেশি প্রাণপাত করেছিলেন, বছর না পেরোতেই তারা ই তো আবার ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্নে। এরপর ভাষা-সংস্কৃতি আর গণতন্ত্রের ধারাবাহিক লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়, সেটি তো জাতি-রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সেই জাতি পরিচয়টিও যে এখন হুমকির মুখে। এ প্রশ্নও না হয় তোলা থাকল অন্য কোনো দিনের জন্য। এ ছাড়া কাগজের লেখা মুছে দিলেও বাঙালি তো আর অন্য কোনো জাতিতে রূপান্তরিত হবে না; পঁচাত্তর-পরবর্তী দীর্ঘ সময়েও হয়নি।

এটা সবারই জানা যে, শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উদার ও মধ্যপন্থীরা ছাড়াও শরিক ছিল চরম ডান ও চরম বামপন্থীরা। পরস্পরবিরোধী পক্ষগুলো বিভেদ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে পারলেই কেবল জনমনে জেগে ওঠা ভয় দূর হবে। এ ক্ষেত্রে উদার গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়যোগী জোরালো ভূমিকা দরকার। সেই ভূমিকা তারা রাখতে পারবে কি না, সেটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

GLOBAL

Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT WITH OUR OTA

www.globaltravelbd.com

“We provide 24/7 customer support”



FLIGHT



VISA



HOTEL

\$300 OFF

CALL NOW

718-406-9745

718-200-2655

* Minimum \$10000 cash purchase required

Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদের সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত



Timothy Bompert, Esq.
Attorney at Law



গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন

৯১৭-২৮২-৯২৫৬

কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এন্ট্রেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompert

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompert is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্রাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +1 ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

‘সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তায় সাহিত্যের ভূমিকা’ শীর্ষক উনবাঙালের সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

উনবাঙালের ৪৭ তম সভার বিষয়বস্তু ছিল ‘সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তায় সাহিত্যের ভূমিকা’। গত ২৬ জানুয়ারি জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত সভায় এই বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, কমুনিটি লিডার ফখরুল আলম এবং লেখক, রাজনীতি-চিন্তক আবু জাফর মাহমুদ।

বক্তরা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গণতন্ত্রকে সুসংহত করার ওপর গুরুত্ব দেন এবং কখন কীভাবে ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন রাজনীতি, ভিন্ন অর্থনীতি আমাদের ওপর ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার করে তা বোঝার জন্য লেখকদের সজাগ থাকতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

তারা বলেন, লেখকেরা সমাজের সবচেয়ে সচেতন মানুষ। তাইই সকলের আগে সার্বভৌমত্বের হুমকিগুলো টের পান, এটি লিখে জনগণকে জানাতে হবে, দেশের মানুষকে সজাগ রাখতে হবে।

প্রথা অনুযায়ী এ মাসের নির্বাচিত কবি দেওয়ান নাসের রাজা ৪টি কবিতা পড়ে শোনান। এ-মাসের নির্বাচিত আবৃত্তি শিল্পী ছিলেন মুন্না চৌধুরী, ফরিদা ইয়াসমিন এবং হারুনুর রশীদ তানভীর। তার প্রত্যেকে ৩টি করে কবিতা আবৃত্তি করেন।

এছাড়া উপস্থিত কবি, লেখক, আবৃত্তি শিল্পীরা তাদের নিজের লেখা



কবিতা, বই-আলোচনা পাঠ করেন এবং বিখ্যাত কবিদের কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন। এ পর্যায়ে অংশ নেন আহসান হাবিব, জিএম ফারুক খান, সুমন শামসুদ্দিন, সোহেল হামিদ, রওশক হক, ইমাম চৌধুরী, এস এম মোজাম্মেল হক, সোহানা নাজনীন, মিজানুর রহমান, জেসমিন আখতার আখি, সায়েব খালিসদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে গান

পরিবেশন করেন নজরুল ইসলাম ও টুটুল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সভাপতি মুক্তি জহির এবং সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইমাম চৌধুরী।

এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে উনবাঙাল একটি বইমেলায় আয়োজন করবে, যার উদ্বোধন করা হবে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে, চলবে ২৩ তারিখ পর্যন্ত। মেলা আয়োজনের জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সরকারকে সঠিক পথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ মন্তব্য করেন তিনি।

বিএনপি নেতা মি. আহমেদ বলেন, “সরকার মাত্রই সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল করতে পারে। তারা যে সব সিদ্ধান্ত নির্ভুলভাবে নেবে এটা তো সঠিক নয়। ভুল তাদেরও হতে পারে। কিন্তু সেটা সঠিকভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব এদেশের সাংবাদিক সমাজেরও আছে। রাজনৈতিক দলগুলোরও রয়েছে।”

তিনি বলেন, “আমরা সামনের দিনে কী কী সংস্কার চাই, কীভাবে নির্বাচন চাই, কখন নির্বাচন চাই, এই সরকারের

সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এগুলো নিয়ে এখন প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে।”

মি. আহমেদ বলেন, “সেই জায়গা থেকে আমরা এখন দলের পক্ষ থেকে চিন্তা করছি সরকারের কিছু ভুল শুধরিয়ে সঠিক রাস্তায় এনে গণতান্ত্রিক রাস্তা বিনির্মাণের জন্য এবং একটি নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের পথ পরিষ্কার করার জন্য আমরা কিছু পদক্ষেপ নেবো।”

“সেটাকে সরকার আন্দোলনও বলতে পারে, সমালোচনা বলতে পারে”, যোগ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য।

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ায় এবার বাঁশের বাতা বিএসএফের

ঢাকা ডেস্ক

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম সীমান্তের শূন্যরেখায় নির্মাণ করা সেই কাঁটাতারে এবার বাঁশের বেড়া লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) পাহারায় ভারতীয় নাগরিকেরা এ কাজ করেন। এ সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্য বাধা দেন। কিন্তু বাধা উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যান তাঁরা। গত মঙ্গলবার দুপুরে দহগ্রাম ইউনিয়নের হাড়িপাড়া ও সরকারপাড়া সীমান্তের শূন্যরেখায় এ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের

গত মঙ্গলবার দুপুরে দহগ্রামে বিএসএফের পাহারায় ভারতীয় নাগরিকেরা এ কাজ করেন। এ সময় বিজিবি বাধা দেয়। কিন্তু বাধা উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যান তাঁরা।

পানবাড়ি কোম্পানির কমান্ডার সুবেদার জামিল হোসেন।

এর আগে ১০ জানুয়ারি সকাল থেকে লালমনিরহাটের পাটগ্রামের দহগ্রাম ইউনিয়নের সরকারপাড়া সীমান্তে বাংলাদেশ-ভারতের প্রধান পিলার ডিএমপি ৮ নম্বরের সাব-পিলার ৩৭

থেকে ৪৬ নম্বরের শূন্যরেখার শেষ অংশে প্রায় এক কিলোমিটারজুড়ে বিএসএফ ভারতীয় নির্মাণশ্রমিকদের নিয়ে লোহার অ্যান্কেল দিয়ে তৈরি খুঁটির মধ্যে সাড়ে ৩ থেকে ৪ ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন করে। বেড়া দেওয়ার ছয় দিনের মাথায় ১৫ জানুয়ারি দুপুরে বেড়ার চার থেকে পাঁচ গজ পরপর একটি খালি করে কাচের বোতল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এর ১২ দিন পর ওই বেড়ায় বাঁশের বাতা বেঁধে দিল বিএসএফ।

পানবাড়ি কোম্পানির কমান্ডার সুবেদার জামিল বলেন, ‘বাঁশের বাতা তিন দিন আগে দিয়েছে। আমরা প্রতিবাদ করেছি ও নিষেধ করেছি। বর্তমানে বাতা আর বাধা নেই।’

ট্রাম্পের মন জয় করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের দুই গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত অগ্রাধিকার ‘অর্থনীতি ও অভিবাসন’— নিয়ে ভারত ইতোমধ্যেই ছোট-বড় ছাড় দিতে প্রস্তুত। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারত চাইছে ট্রাম্প প্রশাসনের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে, বিশেষত চীন ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বজায় রাখার জন্য।

অভিবাসন ইস্যুতে ভারতের সমর্থন ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির কঠোর অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভারত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, আমরা অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে। ভারত তার অনথিভুক্ত নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে সবসময় প্রস্তুত। পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের মধ্যে ভারতীয়রা তৃতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী।

এদিকে, কানাডা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী ভারতীয় অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়ছে, যা ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ট্রাম্প ইতোমধ্যেই কানাডার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ না করলে অটোয়ার বিরুদ্ধে শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন।

বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে ভারতের তৎপরতা

ট্রাম্পের প্রশাসন ভারতের সুরক্ষাবাদী নীতির সমালোচনা করলেও, বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নয়নে ভারত নানা কৌশল নিচ্ছে। ২০২০ সালে ভারতে ট্রাম্পের সফরের সময়, মোদি প্রশাসন একটি ব্যাপক বাণিজ্য চুক্তির প্রত্যাশা করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সাম্প্রতিক মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ভারসাম্য আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, ট্রাম্প দক্ষিণ এশিয়াকে তার অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখছেন না, তবে ভারত কৌশলগত সুবিধা নিতে চাইবে। ভারতের কিছু ছোট ছাড় ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

চীনের সঙ্গে উত্তেজনা ও ট্রাম্পের ভূমিকা

চীন-ভারত সম্পর্কেও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। চীনের নেতা শি জিনপিং সম্প্রতি বলেছেন, চীন ও তাইওয়ান পুনরায় একীভূত হবে। এরই মধ্যে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তার সম্প্রসারণ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ভারত-চীন সীমান্তেও উত্তেজনা

বাড়ছে। চীন হিমালয়ে একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে, যা ভারতের জন্য পরিবেশগত ও কৌশলগত হুমকি হয়ে উঠতে পারে। মোদি প্রশাসন এই প্রকল্প বন্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন পেতে তৎপর।

বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। শেখ হাসিনার সরকার ভারত-মার্কিন কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারত আগেও যুক্তরাষ্ট্রের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেছে যাতে বাংলাদেশ নিয়ে তাদের অবস্থান নমনীয় হয়। বিশ্লেষকদের মতে, ভারত বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে চাইবে এবং ট্রাম্প প্রশাসনকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে উৎসাহিত করবে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের নিরপেক্ষ অবস্থান ভারতীয় কূটনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ হলেও, ভারত তার কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ট্রাম্পের মন জয় করতে মরিয়া। অর্থনীতি, অভিবাসন ও ভূরাজনীতির জটিল সমীকরণে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কেমন হবে, তা নির্ভর করছে আসন্ন কূটনৈতিক অগ্রগতির ওপর।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২



গোলাপগঞ্জের বাঘায় শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন প্রবাসীরা

বিশেষ প্রতিনিধি

গোলাপগঞ্জের বাঘা ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইউকে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘা ইউনিয়নের উন্নয়নে একটি আধুনিক কারিগরি ও ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বোরহান উদ্দিন রোড সংলগ্ন ২০.১৫ ডিসিমেল জমি ক্রয়ের বায়না দলিল ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য ১ কোটি টাকার অনুদানের প্রতিশ্রুতি সংগৃহীত হয়েছে, যা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বড় ধাপে অগ্রগতি হিসাবে বিবেচিত।

গত ১৩ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনে একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে সংগঠনের কার্যকরী ও উপদেষ্টা কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুজিবুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সভায় জানানো হয়, এই শিক্ষা কেন্দ্রটি বাঘা ইউনিয়নের যুবসমাজের জন্য আধুনিক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জনের পথ উন্মুক্ত করবে। একইসঙ্গে এটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সভায় সংগঠনের সদস্য ফি ১০০

পাউন্ডে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোর জন্য আরও শক্তিশালী অর্থনৈতিক সহায়তা নিশ্চিত করবে। নেতৃত্ব সর্কলকে আহ্বান জানান, এই মহৎ উদ্যোগ সফল করতে তারা যেন একযোগে এগিয়ে আসেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, উপদেষ্টা আতিক উদ্দিন, উপদেষ্টা নুরুল হক শাহ বাবুল, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল আহাদ, সহ-সভাপতি ইসলাম উদ্দিন, সহ-সভাপতি হাফেজ সহির উদ্দিন, সহ-সভাপতি জামাল উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রশিদ সোহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ তাজ উদ্দিন, সহ-কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ হাসান আহমেদ, ফান্ডরাইজিং সেক্রেটারি নুরুল আলম, সদস্য বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা জাফর ইকবাল, ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জুয়েলসহ অন্যান্য নির্বাহী সদস্যরা।

সংগঠনের নেতারা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ বাঘা ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে। এটি শুধু শিক্ষার প্রসারেই নয়, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তারা বলেন, "এই প্রকল্প বাঘা ইউনিয়নের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে দাঁড়াবে। এটি আমাদের তরুণদের ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে।"

আগামী নির্বাচনে আনুপাতিক আসন বণ্টন চান চরমোনাই পীর

ঢাকা ডেস্ক

দুনীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আগামী নির্বাচনে আনুপাতিক (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর) পদ্ধতিতে আসন বণ্টন চান বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বালকাঠি প্রেসক্লাব চত্বরে ইসলামী আন্দোলনের বালকাঠি শাখার জেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ দাবি জানান তিনি।

মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, "যারা নৌকার নির্বাচন করে তারা নৌকা চালাতে পারে না, যারা ধানের শীষে নির্বাচন করে তারা ধান কাটতে পারে না, যারা লাঙলে নির্বাচন করে লাঙল চালাতে পারে না, যারা কাস্তে-কুঠার নিয়ে নির্বাচন করে তারা নিজের লাকড়ি কাটতে পারে না। কিন্তু হাতপাখা এমন একটি প্রতীক, যে নির্বাচন করে সেও চালাতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে অর্ধশতাব্দী এ দেশের মানুষ ক্ষমতার পালাবদল দেখেছে। তারা সামরিক শাসন দেখেছে, নির্বাচিত সরকারের শাসনও দেখেছে। কিন্তু প্রত্যেক শাসকই ক্ষমতায় গিয়ে ধোঁরাচারে পরিণত হয়েছে। এ দেশের মানুষ রক্ত ও জীবনের মایা তুচ্ছ করে বারবার শাসক পরিবর্তন করেছে, কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।"

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER

Lic. Real Estate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532



**Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary**

INCOME TAX

Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES

Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE

For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583

Email: piertax@gmail.com



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit

• Tax Preparation:

Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.

• Accounting:

Payroll, Sales Tax, etc.

• Business Licenses

■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: **naea** **NYSSEA**

**Tel: 718-440-6712
718-205-3460**

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

গ্রন্থাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন
করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার
অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,

Hospice & Palliative

Care Medicine

Attending Physician,

NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue

LIC, NY 11106

Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue

Jamaica Estates, NY- 11432

www.drmrahman.com

জামিনে মুক্তির পর কারা ফটকেই আটক সাবেক এমপি কালাম

ঢাকা ডেস্ক

জামিনে মুক্তির পর কারা ফটকে ফের আটক হয়েছেন রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আবুল কালাম আজাদ। বুধবার রাত ৮টার দিকে তিনি রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। এরপর কারা ফটকেই জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা তাঁকে আটক করেন।

রাজশাহী জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক আরিফ আলী এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বিকেল থেকেই সাবেক এমপি কালামের জামিনে মুক্তি পাওয়ার খবর জানাজানি হয়। বাইরে পুলিশের সদস্যরা সতর্ক অবস্থায় ছিলেন। রাত ৮টার দিকে কারাগারের ভেতরের প্রধান ফটক থেকে বের হন কালাম। পরে ডিবি পুলিশের সঙ্গে হেঁটে কারাগারের বাইরের প্রধান ফটকের কাছে আসেন তিনি। এ সময় বাইরে অপেক্ষমাণ ডিবি পুলিশের একটি জিপে তাকে তুলে নেওয়া হয়। বাগমারা থানার দুটি মামলায় কারাগারে বন্দী ছিলেন আবুল কালাম আজাদ।

আমেরিকা বাংলাদেশ মানব হিতৈষী মহিলা সমিতির সহায়তা পেলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নারীরা

আমেরিকা বাংলাদেশ মানব হিতৈষী মহিলা সমিতির (আভা) উদ্যোগে দরিদ্রতা বিমোচনে ও দারিদ্র নারীদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমাইলকান্দি বড়বাড়িতে অনুদানের অর্থ বিতরণ করেন মানবহিতৈষী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বি মেহের চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি আল আমীন শাহীন, কার্যকরী সদস্য আশেক মাসান হিমেল, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলী শিকদার, আফসানা সুলতানা, ফাতেমা কবির, ডলি হাসান, নাগিসা আক্তার, দিতি আক্তার প্রমুখ।

বি মেহের চৌধুরী জানান, প্রবাসে থাকলেও দেশের মানুষের জন্য মন পড়ে

বের হয়েছে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আব্দুল আজিজের ‘গানের ডালি’

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

বের হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক প্রবাসী হবিগঞ্জের লেখক, ছড়াকার ও গীতিকার মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের নতুন বই ‘গানের ডালি’র প্রথম খন্ড।

বইটি প্রকাশ করেছে ঢাকার লেখচিত্র প্রকাশনী। এ বইটিসহ লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত বই পাওয়া যাবে আসন্ন বাংলা একাডেমির বই মেলায় লেখচিত্র প্রকাশনির ৮০২ নম্বর স্টলে।

৮০ পৃষ্ঠার এ বইটিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের স্বরচিত ৭২টি বাছাইকৃত ভিন্ন ভিন্ন গান লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে প্রেম, বিরহ, রোমান্স, বিয়েসাদী, দেশপ্রেম, সমাজ, পরিবেশ-প্রকৃতি, গ্রামবাংলা, স্বপ্নের স্ততি ইত্যাদি নিয়ে যেমন রয়েছে বড়দের গান, তেমনি ছোটদের নিয়েও লিপিবদ্ধ হয়েছে বেশকিছু ছড়াগান।

এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিটি গানের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এক বা একাধিক রসাত্মক ‘মধুছন্দ’ যা পাঠককে অতিরিক্ত আনন্দ দেবে। বইটির গায়ের



মূল্য ২৫০ টাকা।

উল্লেখ্য, ‘গানের ডালি’ শিরোনামের এ গ্রন্থটি তার দ্বিতীয় গীতিকাব্য গ্রন্থ। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আমার মায়ের হাসি (ছড়াগ্রন্থ), ছড়ার ঘড়া উপড় করা (ছড়াগ্রন্থ), সুরের তরী (গীতি কাব্যগ্রন্থ) ও শ্রেষ্ঠ ছড়ার বই (ছড়াগ্রন্থ) নাম উল্লেখযোগ্য।

বলাবাহুল্য, আব্দুল আজিজ বাংলাদেশ বেতার সিলেট ও বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকার একজন তালিকাভুক্ত গীতিকার।



থাকে। মাতৃভূমি এবং দেশের আপনজনের টানে ছুঁতে আসি। এটা মনের একটা প্রশান্তি দেয়। আভার উদ্যোগে

২০১০ সাল থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবে এ সেবা চালিয়ে যাবে।

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

জেজি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office 71-24 35th Avenue Jackson Hts, NY 11372 Ph: 718-775-7852 Fax: 917-396-4115	Bronx Office 831 Burke Avenue Bronx, NY 10467 Ph: 347-449-5983 Fax: 347-275-9834	Yonkers Office 558 E Kimball Ave Yonkers, NY 10704 Ph: 718-844-4092 Fax: 917-396-4115	Jamaica Ave. Office 180-15 Jamaica Ave Jamaica, NY 11432 Ph: 718-785-6883 Fax: 917-396-4115
--	---	--	--

www.goldenagehomecare.com

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & \$1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সার্টিফিন ব্রুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস-সালাম ফার্মেসি

(সার্টিফিন ব্রুবার্ড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up

DMV/TLC, School Physical

Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine

Blood, Urine Test, EKG

Immigration Physical

Podiatric Surgery

COVID Test & COVID Vaccine

All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএর কার্যকরী পরিষদের অভিষেক

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

জমকালো আয়োজন আর উৎসবমুখর পরিবেশে নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএর ২০২৫-২৬ সালের নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের শপথ গ্রহণ ও অভিষেক হয়েছে।

রোববার (১৯ জানুয়ারি) নিউইয়র্কের উডসাইডে গুলশান টেরেসের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চার পর্বের অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মো. ফিরুজ আহমেদ। প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন। বাকি তিন পর্বে সভাপতিত্ব করেন নতুন সভাপতি শামীম গফুর। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালমান জাহিদ জুয়েল নতুন কমিটির নেতৃত্বদকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

বিদায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ নতুন সভাপতি শামীম গফুর ও সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক বাবুল কমিটির প্রতি আস্থা প্রকাশ করে

দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তারা নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বদকে নরসিংদীবাসীর কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নরসিংদী জেলা সমিতি ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব। গেষ্ট অব অনার ছিলেন ল অফিস অফ লি এন্ড অ্যাসোসিয়েটসের লিগ্যাল কনসালটেন্ট মোহাম্মদ এ খালেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. গোলাম রব্বানী ও আজহার ইসহাক খোকা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বিএম মুরাদ, মোশাররফ হোসেন, মো. আব্দুল মিজান, কাজল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী, জসিম খন্দকার, সাবেক নির্বাচন কমিশনার জাকির খান, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব হিউম্যান রাইটসের সভাপতি মামুন খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুর রহমান, কলামিস্ট আমিনুল খান, সাবেক ছাত্রনেতা শাহীনুল হাসান।

আওয়ামী লীগের শান্তির অপেক্ষা করছে মানুষ: রিজভী

ঢাকা অফিস

আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ডাকা হরতাল কর্মসূচি প্রসঙ্গে দলটির নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘হরতালের ডাক দিলেন আর মানুষ লাফ দিয়ে পড়বে, এমনটা হবে না। মানুষ আপনাদের (আওয়ামী লীগ) শান্তির জন্য অপেক্ষা করছে। জুলাই বিপ্লবে নিহত-আহতেরা বিচার চায়।’

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবেদী রিকশাচালককে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করে রিজভী বলেন, ‘তাদের (আওয়ামী লীগ) আত্ম রক্তপিপাসু নেকড়েের আত্মা। শেখ হাসিনার কাছে নারী, শিশুর কোনো মূল্য নেই। একটাই মূল্য সিংহাসন। তিনি কতজনকে সন্তানহারা করেছেন হৃদিস নেই। গুলি ছিল শেখ হাসিনার কাছে একটা খেলা, ক্রসফায়ার ছিল আনন্দের বিষয়। বিরোধী পক্ষের লাশ দেখলে খুশি হতেন হাসিনা। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ এক নারী।’

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে ১৪ এপ্রিলকে ‘বাংলা নববর্ষ’ ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলা সনের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক সিনেটে ১৪ এপ্রিলকে ‘বাংলা নববর্ষ’ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য সিনেট।

২০৪ নম্বরের এই রেজুলেশন বুধবার সর্বসম্মতভাবে সেনেটে পাশ হয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভেদা এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর মধ্য দিয়ে প্রতি বছর ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশিদের ‘বাংলা নববর্ষ’ উদ্দেশ্যে এবং এ উপলক্ষে কর্মসূচি নিতে আইনি কোন বাধা থাকলো না।

পাশ হওয়া রেজুলেশনে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন একটি রেজুলেশনের জন্য স্টেট সেনেটর লুইস সেপুলভেদার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন নিউইয়র্ক মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যনির্বাহী বিশ্বজিৎ সাহা। স্টেট সেনেট সূত্র জানায়, শীঘ্রই এ ধরনের একটি ঘোষণাপত্র বিতরণ করবেন স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোলু। বাংলা নতুন বছরকে ঘটা করে বরণ করতে নিউইয়র্ক স্টেট সেনেটের এ রেজুলেশনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

তারা জানান, সর্বশেষ গত বছরও নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে শতকর্মে পয়লা বৈশাখ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান হয় রাজধানী ঢাকার রমনার আদলে। কলকাতা, ঢাকা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার শিল্পীরা এতে অংশ নিয়েছিলেন। পর দিন জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বৈশাখী মেলায় উল্লেখ করেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। এরও দুই দশক আগে থেকে মুক্তধারাসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে স্টেটের বিভিন্ন স্থানে পয়লা বৈশাখ বরণের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। পান্তা-ইলিশের আয়োজন ছাড়াও বাঙালি পোশাকে জড়ো হওয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশিত হয় এসব অনুষ্ঠানে।



বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ তপন, ডাইরেক্টর পিন্টু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ পদে মাসুদ রানা তপন ও ডাইরেক্টর পদে মাদিনুদ্দিন উদ্দীন পিন্টু নির্বাচিত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্তোরাঁর পার্টি হলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের মাসিক সভায় আলোচনা সাপেক্ষে তাদের নির্বাচিত করা হয়।

রকি আলিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এ সভায় অংশ নেন ডিষ্ট্রিক্ট গভর্নর টেরি পালাডিয়া, ফার্স্ট ডিষ্ট্রিক্ট ভাইস গভর্নর আসেফ বারী টুটুল, রিজোন চেয়ার ও সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, জোন চেয়ার মোহাম্মদ

সাইদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আমেনা নেওয়াজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মুনমুন হাসিনা বারি, এস আলম, এফ এম ডি রকি, এম এন হায়দার মুকুট, শাহ শহিদুল হক, হাসান জিলানী ও আহমেদ সোহেল।

সভায় অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে সাবেক কোষাধ্যক্ষ এফইএমডি রকির স্থলে নতুন কোষাধ্যক্ষ মাসুদ রানা তপন এবং মাসুদ রানা তপনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে নতুন ডাইরেক্টর হন এএসএম মাদিনুদ্দিন পিন্টু। এসময় নতুন কোষাধ্যক্ষ ও ডিরেক্টরকে ডিষ্ট্রিক্ট গভর্নর ট্যারি পালাডি শপথ বাক্য পাঠ করান।

এ সময় সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিজোন চেয়ার শাহ নেওয়াজকে ডিষ্ট্রিক্ট ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রার্থীতা ঘোষণা করা হয়।

আড়াই লাখ নিউইয়র্কবাসী ডিপোর্টেশন তালিকায়

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনের অধীনে গণ—ডিপোর্টেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইমিগ্র্যান্ট সমর্থকরা আশঙ্কা করছেন চার বছর আগে ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন যেভাবে অভিযান চালানো হয়েছিল, সেভাবে ভোরের অভিযান বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় আবারও শুরু হবে।

নিউইয়র্ক সিটিতে অভয়ারণ্য আইন থাকলেও নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, তিনি অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অভিবাসীদের ধরতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে কাজ করবেন।

ইমিগ্র্যান্ট আদালতের তথ্যানুসারে আড়াই লাখ নিউইয়র্ক বাসীর বিরুদ্ধে ডিপোর্টেশন অর্ডার (বহিষ্কারের আদেশ) রয়েছে। ২০০০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নিউইয়র্ক স্টেটের আড়াই লাখ অবৈধ অভিবাসীর বাসায় এই অর্ডার পাঠানো হয়েছে। তা এখন আইস পুলিশের হাতে।

নিউইয়র্কে আসছে নতুন ‘এরিয়া কোড’

ফোন নম্বর সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাড়তি গ্রহণের কারণে নিউইয়র্কে দেখা দিয়েছে ফোন নম্বরের সংকট। আর এই সংকট মোকাবেলায় টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষ শিগগিরই একটি নতুন এলাকা কোড চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই এলাকা কোড শুধুমাত্র নতুন ফোন নম্বরের জন্য বরাদ্দ করা হবে। তবে বিদ্যমান ফোন নম্বরগুলোতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন পাঁচটি বরোর জন্য এই নতুন এলাকা কোড অনুমোদন করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিদ্যমান ৩৪৭, ৭৮, ৯৭ এবং ৯২৯—কোডগুলো সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়ে গেলে নতুন এলাকা কোড কার্যকর হবে।

স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ররি এম ক্রিশ্চিয়ান বলেন, নিউইয়র্ক সিটির মেট্রো অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কার্যকলাপের ফলে টেলিফোন নম্বরের চাহিদা বেড়েছে।

নতুন এলাকা কোড এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ টেলিযোগাযোগ চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, নতুন এলাকা কোড ব্রক্স, ব্রুকলিন, কুইন্স, স্টেটেন আইল্যান্ড এবং ম্যানহাটনের মার্বেল হিল পাড়াকে কভার করবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন এলাকা কোডটি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে। বর্তমান ১০ অংকের ফোন নম্বরগুলো ব্যবহারকারীরা আগের মতোই ব্যবহার করতে পারবেন। নতুন কোড কার্যকর হওয়ার পর থেকে নতুনভাবে নিবন্ধিত ফোন নম্বরগুলোতে এটি প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন এলাকা কোড চালুর ফলে টেলিযোগাযোগ খাতে নম্বর ঘাটতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে এটি স্থানীয় ব্যবসা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে গ্রাহকদের আশ্বস্ত করে জানিয়ে, নতুন কোড চালুর প্রক্রিয়ায় ব্যবহারকারীদের কোনো ভোগান্তি হবে না। প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও দিকনির্দেশনা সময়মতো জানানো হবে।

MITU DISABILITY CENTER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপি দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপি দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, কিনবিন করা, মাথা ঘরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

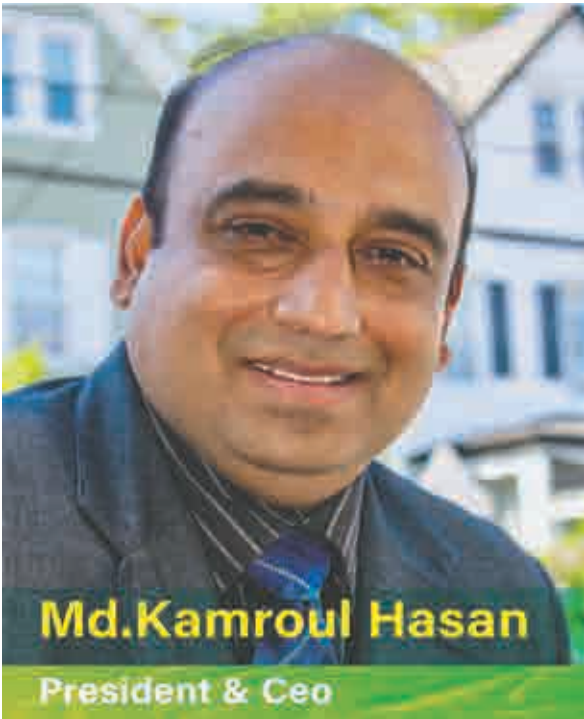
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

আপনার মা-বাবা, স্বতন্ত্র-শ্রমজী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md. Kamroul Hasan
President & Ceo

YOUR HOME SOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা ফেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলএল ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN TAXI SERVICES INC





এসডিজি নিয়ে জর্জ গারল্যান্ডের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আলোচনা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ অ্যাসোসিয়েশন-ইউএসএ সাউদার্ন নিউ ইয়র্ক ডিভিশনের সভাপতি ড. জর্জ এ. গারল্যান্ডের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নিয়ে একটি প্রাণবন্ত ও অনুপ্রেরণামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৩ জানুয়ারি এলহাম একাডেমির আয়োজনে জামাইকার ১৬৫তম স্ট্রিট এলাকায় এই বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় ড. জর্জ এ. গারল্যান্ড শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এসডিজি নিয়ে একটি প্রাণবন্ত ও অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা করেন।

ড. গারল্যান্ড তার বক্তব্যে এসডিজির গুরুত্ব ও তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য উপায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটি টেকসই ও সমতাভিত্তিক ভবিষ্যৎ

গড়ে তুলতে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ এবং পরিবেশ রক্ষা—এই সবগুলো ক্ষেত্রেই তরুণদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিশ্বকে এগিয়ে নিতে পারে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে নিজেদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ তুলে ধরেন। বৃক্ষরোপণ, পুনর্ব্যবহার প্রচারণা এবং শিক্ষা উন্নয়নের মতো প্রকল্পের পরিকল্পনা করেন তারা। ড. গারল্যান্ড শিক্ষার্থীদের প্রকল্পগুলোতে দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের আরও উৎসাহিত করেন।

আলোচনার শেষে শিক্ষার্থীরা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিজেদের ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন। আয়োজকরা ড. গারল্যান্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে সহায়তা কার্যক্রম বন্ধ করছে সুইজারল্যান্ড

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশসহ তিন দেশে উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে সুইজারল্যান্ড সরকার। ওই তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে আলবেনিয়া এবং জাম্বিয়া। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম সুইসইনফো ডট সিএইচের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুইজারল্যান্ডের সরকারের অনুরোধে দেশটির পার্লামেন্ট ডিসেম্বরে বিদেশি সহায়তা তহবিলে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেয়। বুধবার সুইজারল্যান্ডের কার্যনির্বাহী সংস্থা ফেডারেল কাউন্সিল আন্তর্জাতিক সহায়তায় কাউন্সিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। এরপরেই ওই তিনদেশে সহায়তা বন্ধের এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে দেশটির সরকার।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সুইজারল্যান্ডের পার্লামেন্ট আন্তর্জাতিক সহায়তা তহবিলে ২০২৫ সালে প্রায় ১২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কমিয়েছে। এই কমানোর পরিমাণ আগামী ২০২৬ সালে আরও বাড়ানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে দেশটি।

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ারেন্ট ছাড়া গণশ্রেফতার অবৈধ

এইচ বি রিতা

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসেন অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে প্রচারাভিযান চালিয়ে। তারই প্রেক্ষিতে রোববার (২৬ জানুয়ারি) একটি জাতীয় অভিবাসন অভিযান চালিয়ে ৯৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে আসার পর সর্বাধিক-এমনটি জানিয়েছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)। একাধিক ফেডারেল এজেন্সি এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল। এই অভিযান শিকাগো, নিউয়র্ক এবং মায়ামিতে পরিচালিত হয়েছিল। এর আগে জো বাইডেন প্রতিদিন গড়ে ৩১১ জন অপরাধী অভিবাসীকে বহিষ্কার করেছিলেন।

ট্রাম্পের সীমান্ত প্রধান টম হোম্যান শিকাগোতে অভিযানটি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার অভিযান ডেমোক্র্যাট নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন বলেন, শিকাগো পুলিশ এই অভিযানে অংশ নেয়নি এবং নাগরিকদের তাদের অধিকার জানার পরামর্শ দেন। মায়ামিতে রোববার ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলি অভিবাসন কার্যক্রম চালায়, যেখানে আইসিই অবৈধ অভিবাসীদের বিভিন্ন অপরাধে আটক করে।

ভুক্তভোগী এক ব্যক্তি বলেন, মায়ামির অভিযানে তাঁর স্ত্রীকে আইসিই আটক করেছে, যা তাকে খুব লজ্জিত

করেছে। তাঁর স্ত্রী নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন। তাঁর মতে, 'তারা এসে তাকে ছিনতাই করে নিয়ে গেল।'

গত সপ্তাহে নিউয়র্কের মেয়র রাস বারাকা বলেছেন, স্থানীয় ব্যবসায় আইসিই রেইডের সময় অবৈধ বাসিন্দা এবং নাগরিকদের আটক করেন। যাদের মধ্যে একজন সামরিক প্রবীণও ছিলেন। কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাকে আটক করা হয়েছিল। বারাকা বলেন, 'নিউয়র্কের মানুষ চূপ করে বসে থাকবে না, মানুষ অবৈধভাবে ভয় পাচ্ছে।'

অভিবাসন বিষয়ক সমর্থকরা সতর্ক করেছেন যে, আইসিই রেইডের সময় অন্যান্য লোকও, যাদের মধ্যে নাগরিকরাও থাকতে পারে, এ ঘটনার মধ্যে পড়তে পারে। এদিকে হোম্যান বারবার বলেছেন যে, অপরাধী হিসেবে পরিচিত অবৈধ অভিবাসীদের যারা রেইডের সময় ধরা পড়বে, তাদেরও দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

রোববার এক সাক্ষাৎকারে হোম্যান বলেন, তিনি আশা করছেন যে শ্রেফতার ও ডিপোর্টেশনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানে পাবলিক সেফটি হুমকি, জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে শনিবার ২৮৬, শুক্রবার ৫৯৩ এবং বৃহস্পতিবার ৫০৮ জন শ্রেফতার হয়েছিল। জো বাইডেনের চার বছর মেয়াদে ১.৫ মিলিয়ন ডিপোর্টেশন করা হয়েছিল, যা মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সঙ্গে মেলে।

‘আয়নাঘরের বন্দী ছিলাম, আমাকে ভয় দেখাবেন না’

ঢাকা ডেস্ক

নতুনধারা বাংলাদেশের (এনডিবি) চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেছেন, ‘আয়নাঘরের বন্দী ছিলাম, আমাকে ভয় দেখাবেন না।’

বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে ‘মব বন্ধ করুন-দ্রব্যমূল্য কমান’ শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সভায় বক্তব্য দেন দলের প্রেসিডিয়াম মেম্বর ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শাহা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান নুরজাহান নীরা, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রী, যুগ্ম মহাসচিব মনির জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, সদস্য মনোয়ারা বেগম।

সভায় মোমিন মেহেদী আরো বলেন, ‘ইদানিং সত্য বলায় অনেকে হুমকি দিচ্ছেন। মনে রাখবেন নতুনধারার রাজনীতিকরা ভয় পায় না। তারা দেশ আর দেশের মানুষকে নিয়ে সবার আগে ভাবে। ভারত-পাকিস্তান বা কোনো পরাশক্তির সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সময় এখন নয় বলেই মনে করে রাজনীতি-কূটনৈতিক ও অর্থনীতি সচেতন নতুনধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তারা চায়, বাংলাদেশ সবার আগে স্বাধীন হোক। আর তাই, চাই টাকার পাচার রোধ, দুর্নীতি রোধ, দারিদ্র নিরসন, বেকারত্ব দূরিকরণ ও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি।’



LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ট্রিনিশিয়া/এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাব্দিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫, ৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

**LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.**




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- জুল দাবাবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেন্ড পয়জনিং
- কুপ্তর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperetzlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার



ডাঃ মোঃ আব্দুল বাহিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center



সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রসাব পরীক্ষা ও ইকিজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্জসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- স্ট্রোক প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

**Same Day Appointment
Walk-in Welcome**

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ৯ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ৯ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময়:
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ৯ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ৯ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাহিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

Thinking of
**BUYING
SELLING
INVEST, RENT**

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent

917-631-5050

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME

Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

**বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়**

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.

917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr. Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

Masoom Medical Clinic

OUR MEDICAL SERVICE














We accept most insurances

Dr. M. A. Iqbal, M.D.

M.B.B.S Dhaka Medical College, Bangladesh
 Board Certified Physical Medicine & Rehab
 Certified Geriatric Care Professional
 Board-Certified Interventional Pain (American
 Academy of Procedural Medicine)
 Fellowship in Spinal Cord Injury Medicine
 (Mount Sinai School of Medicine, Manhattan NY)
 Certified Acupuncturist
 Certified NADA (EAR acupuncture)

168-32/36 Highland Ave,
 Jamaica, NY 11432
 Call us
929-307-8868




Foot Specialist ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave. Jackson Heights, NY 11372
 166-05 Highland Ave. Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toenails
Fracture Management

Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Available

We Accept all Major insurance Plan

Dr. Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন





CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের
 অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেস্তুরেন্ট ও পার্টি হল।



- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরি
হ্যালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য
আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

**INDOOR & OUTDOOR
CATERING AVAILABLE**



বুকিং ও কিস্তিরিত জানতে
যোগাযোগ করুন

Agra Palace

Restaurant & Party Hall




ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880



Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার



ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না



Giash Ahmed

Chairman/CEO

917-744-7308

giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFICE

87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:

1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:

2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:

175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:

859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেট করে থাকি



YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব স্কেল-এর
(CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন
হ্যাঁড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা,
স্বতন্ত্র-পার্বত্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও পরিজনদের সেবা
দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা
প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।



M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA



প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও
ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office

37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office: 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718) 874-0047	Sutphin Branch Mohammad Khair(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	Ozone Park Office 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718) 874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	Fulton Office: 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	Buffalo Office: 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446
		Albany Office 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কোল্ডে

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

**আমরা যেসব বিষয়ে
পরামর্শ দিয়ে থাকি**

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসআইল্যাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে স্ট্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g)
- ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA, LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529



KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice
Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

বিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748





- ✓ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ✓ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ✓ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ✓ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির
মালিকগণ আমরা
নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ
অনুদানে (৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে
অত্যাধুনিক হিটিং ও
এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে
চাই

**নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের
অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও
এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?**

**১০
হাজার
ডলারের
রিভেট**

লংআইল্যান্ডের
ব্যবসার মালিকগণ
এ সুযোগ গ্রহণ
করতে পারেন



নতুন বছর
উপলক্ষে
৫০%
সেল

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম
সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল
প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে



তোফায়েল চৌধুরী



GREE MECHANICAL
YONKERS

আমাদের কল করুন

914-222-9477 or 914-989-0089

Gree Mechanical Yonkers

1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।



Bestcare
Home care, your care.

CDPAP অভিজ্ঞ কিছু লোক নিয়োগ দেওয়া হবে।
যোগাযোগ - (516) 731-7808



সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত আমরা আপনার CDPAP সার্ভিস দিতে পারবো।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনসুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের
মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন।

এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না।

আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন
অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Bestcare
Corporate

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756

Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

দাবানলের সময় বাড়িতে আটকে পড়েছিলেন মেরিল স্ট্রিপ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে সাম্প্রতিক ভয়াবহ দাবানলে বড় ধরনের বিপদের মুখে পড়েছিলেন হলিউড অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপ। ভয়াবহ সেই সময়টিতে তিনি বাড়ির ভেতরে আটকে পড়েছিলেন। যদিও পরে নিজের বুদ্ধিতেই সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন।

দাবানলের সময় মেরিল স্ট্রিপের রুদ্ধশ্বাস সেই ঘটনাটি প্রকাশ করেছেন তাঁর ভাগনে অ্যাব স্ট্রিপ। নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে অ্যাব লিখেছেন, তিনবারের অস্কারজয়ী এই তারকা গত ৮ জানুয়ারি প্যালিসেডস ও ইটন দাবানলের কারণে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ পান।

কিন্তু অভিনেত্রী যখন বাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেন, তখন দেখতে পান তাঁর বাড়ির প্রধানপথে একটি বিশাল গাছ পড়ে আছে। এ অবস্থায় বাড়িটি থেকে বের হওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না তাঁর জন্য।

তবে এমন বিপদের মুহুর্তেও নিরাশ হননি স্ট্রিপ। তিনি খুব দ্রুত একটি সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন এবং পালাতে উদ্যত প্রতিবেশীর সঙ্গে



মেরিল স্ট্রিপ

যোগাযোগ করতে সক্ষম হন।

প্রতিবেশীর কাছ থেকে তাঁর করাতটি ধার নেন অভিনেত্রী। পরে এটির সাহায্যে ওই প্রতিবেশীর সঙ্গে শেয়ার করা একটি বেড়ার অংশ কেটে ফেলেন এবং একটি গাড়ি যাওয়ার মতো ফাঁকা পথ তৈরি করেন। এভাবে প্রতিবেশীর উঠোন দিয়েই তিনি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।

প্যালিসেডস ও ইটন দাবানলকে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইতিহাসের সবচেয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বলে ধরা হচ্ছে।

বইমেলায় আসছে প্রেম ও দ্রোহের কবি মনসুর আহমেদের ‘বুকপকেটে ভালোবাসা’

"যে ফুল থেকে রক্ত ঝরে, সেই ফুলে আর ঘ্রাণ থাকে না। যে হৃদয়ে অশ্রু ঝরে, সেই হৃদয়ে আগুন জ্বলে না।"

প্রেম, দ্রোহ এবং জীবনের নানা রূপকে কেন্দ্র করে সাজানো কবি মনসুর আহমেদ এর কাব্যগ্রন্থ 'বুকপকেটে ভালোবাসা' ভিন্ন দুটি আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে প্রকাশ করেছে শব্দকথা প্রকাশন। বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বইমেলায় বইটি পাওয়া যাবে শব্দকথা প্রকাশনের ১৭১ নং স্টলে। ৮০ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য মূল্য ২০০৮। অর্কিড ও গোলাপ ফুলের সাথে দুঃখিন্দন পকেটে আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ একেছেন চারু পিন্টু ও আখতার উজ্জমান সূমন।

যেখানে জমে থাকে অসীম দুঃখ প্রাচীর, সেখানেই কবিতাগুলো ফুল হয়ে ফোটে। ঘ্রাণে মিশে থাকে বেদনার সুর, যা স্পর্শ করে পাঠকের হৃদয়। কবিতা শুধু শব্দের সাজানো মালা নয়, এটি হলো মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অনুভূতির এক নীরব ভাষা। এই ভাষা সেইসব



হৃদয়ের কথা বলে, যেগুলো হয়তো কখনো কাউকে বলা হয়নি। এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা জীবনের রূপকথা ও বাস্তবতার মিশেলে এক নতুন পৃথিবী তৈরি করে।

কবিতা—একটি প্রতিবিম্ব। এটি সেই আয়না, যেখানে মানুষ তার নিজস্ব মুখছবি খুঁজে পায়। বাবার অপ্রকাশিত দুঃখ, মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, অথবা প্রিয়জনের নীরব চাহনি—সবই কবিতার

শব্দরূপে জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ যেন পাঠকের তার নিজের অনুভূতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

"বুকপকেটে ভালোবাসা" কাব্যগ্রন্থটি তেমনি এক আবেগঘন যাত্রার গল্প। প্রেম, দ্রোহ এবং জীবনের নানা রূপকে কেন্দ্র করে সাজানো এই বইটি পাঠককে তার নিজস্ব অনুভূতির গভীরে নিয়ে যাবে। এখানে প্রেম রয়েছে, যা উষ্ণতা

জোপাবে। দ্রোহ রয়েছে, যা নতুন ভাবনার পথ দেখাবে।

এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলা কবিতার রাজপুত্র কবি হেলাল হাফিজকে। তাঁর কবিতা কবি মনসুর আহমেদের সৃষ্টির প্রেরণা। তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন উষ্ণ আলিঙ্গনের মতো কবি মনসুর আহমেদের কবিতার ভাঁজে ভাঁজে রয়ে গেছে। তাঁর সেই বিদ্রোহী চেতনা ও সূক্ষ্ম প্রেমের ছোঁয়া "বুকপকেটে ভালোবাসা"য় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তুমি বলো, "দেনমোহর চাই," আমি বলি, "আমার হৃদয়, নিঃস্ব

হোক তবু, তোমার চোখে থাকো চিরকাল অলংকার হয়ে।"

হাত ধরা আমাদের আকাশ, প্রতিশ্রুতির কোনো বুনন নেই তাতে—

কেবল বিশুদ্ধ ভালোবাসার একটি ছায়া, যেন হাওয়ার দোলায় খুঁজে পাওয়া নীরবতা।



কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগার

৩০ হাজার অভিবাসীকে কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে পাঠাচ্ছেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক ৩০ হাজার অভিবাসীকে বন্দীদের নিপীড়নের জন্য কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কারাগারটিকে প্রস্তুত করতে এরই মধ্যে তিনি পেন্টাগন ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এতথ্য জানা গেছে।



ডোনাল্ড ট্রাম্প

কিউবায় অবস্থিত গুয়ানতানামো বে একটি মার্কিন নৌ ঘাঁটি। এখানে সন্দেহভাজন বিদেশি সন্ত্রাসীদের জন্য উচ্চ নিরাপত্তার কারাগার স্থাপন করা হয়েছে। দশকের বেশি সময় ধরে কারাগারটি হাইতি ও কিউবার সমুদ্র থেকে উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের রাখার জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে।

গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউসে এক ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'মার্কিন জনগণের জন্য বিপজ্জনক অভিবাসীদের রাখার জন্য এই কারাগার ব্যবহার করা হবে। কিছু অভিবাসী এতই বিপজ্জনক যে, তাঁদেরকে নিজ দেশে রাখাও আমরা নিরাপদ মনে করি না। তাই তাঁদের গুয়ানতানামো বে কারাগারে রাখব।'

ট্রাম্প প্রশাসনের সীমান্ত নীতির প্রধান কর্মকর্তা টম হোয়ান জানান, বিদ্যমান আটক কারাগারটিকে সম্প্রসারণ করা হবে এবং এটি অভিযান ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই) পরিচালনা করবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কত অর্থের প্রয়োজন হবে এবং কীভাবে এটি কার্যকর করা হবে, তা নিয়ে এখনো পরিকল্পনা কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন, শরণার্থী অধিকার গোষ্ঠী এবং বিদেশি নেতারা। কিউবার প্রেসিডেন্ট মিশুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল ট্রাম্পের এই পরিকল্পনাকে 'বর্বরতা' বলে অভিহিত করেছেন।

ইন্টারন্যাশনাল রিফিউজি অ্যাসিস্টেন্স প্রজেক্টের ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুয়ানতানামো বে কারাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিশুদের শিক্ষার অভাব এবং ফোন কল সুবিধার অভাব রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের কর্তার অভিযান নীতি ঘোষণার ধারাবাহিকতায় এ সিদ্ধান্ত এল। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথের দিনই তিনি এই নীতি ঘোষণা করেন। গত সপ্তাহে অভিবাসী আগমন রুটকাতে জরুরি অবস্থা জারি করে মেক্সিকো সীমান্তে ১ হাজার ৬০০ সেনা মোতায়েন করেন। সেসঙ্গে সামরিক ফ্লাইটে অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা কলোরাডোর বাকলি স্পেস ফোর্স ঘাঁটিতে অভিবাসীদের আটক রাখার অনুমতি দিয়েছে।

পূর্বসূরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও জো বাইডেনের বিপরীত নীতি গ্রহণ করেছেন রিপাবলিকান ট্রাম্প। সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট গুয়ানতানামো বে কারাগার বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।



ফাস্ট এইড হোম কেয়ার

WE PAY HIGHEST RATE

CDPAP Service

HHA/PCA Service

Skilled NURSING

We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.





Dr. Gee Cee Pat
Vice President



Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President

Earn Money by Taking Care of Senior

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।

917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254

Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372



LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001



ATTORNEY CHANDA THAPA

INJURED

CALL

929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম
আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই



Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্টোরাঁয়
কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা
আমাদের কল করুন



Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**



লুও ফুলি

ডিপসিকের মূল কারিগর চীনের এআই কন্যা লুও ফুলি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চীনের নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মডেল ডিপসিক বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটি ওপেনএআই-এর চ্যাটজিপিটি, গুগলের জেমিনি ও ক্লডের মতো শক্তিশালী এআই প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে গেছে। ডিপসিকের এই অসাধারণ সাফল্যের পেছনে রয়েছে চীনের তরুণ কিছু উদ্ভাবকের মেধা ও শ্রম। যারা চীনের সীমিত সম্পদ ও পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নিজেদের মেধা দিয়ে অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তি তৈরি করেছেন।

চীনের এই মেধাবী উদ্ভাবকদের একজন লুও ফুলি। ২৯ বছর বয়সী এই এআই গবেষক ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (এনএলপি)-এ অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

লুও ফুলি প্রথমে বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। ফুলির কাছে শুরুতে এই বিষয়টি কঠিন মনে হলেও ধীরে ধীরে তিনি এ বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে পিকিং ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্সে পড়ার সুযোগ পান।

২০১৯ সালে অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স কনফারেন্সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উপস্থাপন করেন লুও ফুলি। তখনই তিনি প্রযুক্তি জগতের বড় বড় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নজর কাড়েন।

ফুলি আলিবাবার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ড্যামো (ডিএমও) একাডেমিতে গবেষক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তিনি ভেকো (ভিইসিও) নামে একটি মাল্টিমডিয়াল প্রি-ট্রেনিং মডেল তৈরি করেন এবং আলিবাবার ওপেনসোর্স এলিস-মাইন্ড প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০২২ সালে ফুলি ডিপসিকে যোগ দেন এবং ডিপসিক (ডি-২) মডেল তৈরিতে মূল ভূমিকা রাখেন।

সাপ্তাহিক চায়না মনিং পোস্টের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ডিপসিকে কাজ করার সময় লুও ফুলির কাজের দক্ষতায় মুগ্ধ হন শাওমির প্রতিষ্ঠাতা লেই জুন। তিনি ফুলিকে বার্ষিক ১০ মিলিয়ন ইউয়ান বেতনে শাওমিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তবে এই প্রস্তাবে সাড়া দেননি ফুলি। তিনি ২০২২ সাল থেকে ডিপসিকের সঙ্গেই কাজ করছেন।

২০২৩ সালে চীনের হাংজুতে ডিপসিক প্রতিষ্ঠা করেন ৪০ বছর বয়সী লিয়াং ওয়েনফেং। স্বল্প খরচে তৈরি চীনা এআই চ্যাটবটটি বর্তমানে উন্নত লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) নিয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সবার চেয়ে এগিয়ে গেছে।



Sarah Care USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

- ✓ CDPAP/PCA/HHA
- ✓ No Certificate Required
- ✓ Highest pay with Benefit

We Speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole



Dr. Gee Cee Pat
Vice President



Dr. Shajadi Parvin
CEO/President

Need Job?

Call Us: 917-745-0949

- With Best Income Up to \$85,000 Annually
- LAN/RN OT/PT/DIETICIAN Medical Supply
- Work at Home

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

Free Service: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office
37-18-73rd Street, Suit # 301
Jackson Heights, NY 11372

Jamaica Office
170-05 & 185-08 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11432

Brooklyn Office
2033 Bath Ave,
Brooklyn, NY 11214

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482

Buffalo Office
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

Email: sarah@sarahcareusa.com | Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

মর্টগেজ

নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem



MEADOWBROOK

FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ
দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ইনভেস্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাস্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

আমাদের প্রতিটি শাখায় **PCA, HHA** সার্টিফিকেট
সংগ্রহকারীদের রেজিস্ট্রেশন চলছে

নিজস্ব স্কুল থেকে
সার্টিফিকেট প্রদান

পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে
লেব্রা LHCSA সার্ভিস

এডাল্ট ডে কেয়ার
চালু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আরো ৫টি নতুন সেবা আসছে



অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার
বাঙলা সিডিপ্র্যাপ সার্ভিসেস



Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-8249
netlake111@gmail.com

LOCATIONS

Corporate Office

72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966 888 487 0928

Jackson Heights Office

72-28 Broadway (1st Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Ozone Park Office

1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Buffalo Office

Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Jamaica Office

15338 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
888 228 5803 646 769 0966

Brooklyn Office

544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718- 500-2388, 646-769-0966

Bronx Office

1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Albany Office

Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

দরদী মানব সেবার অঙ্গীকার

ইমিগ্র্যান্টদের জীবন কঠিন হয়ে উঠেছে: শাহানা হানিফ

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সদস্য শাহানা হানিফের সাথে সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে ইমিগ্রেশন ও আমেরিকার রাজনীতির নানা জটিল বিষয়। তিনি প্রথম বাংলাদেশি ও মুসলিম নারী হিসেবে নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর নেতৃত্বে ইমিগ্রেশন কমিটির মেম্বর হিসেবে তিনি ইমিগ্র্যান্টদের অধিকারের পক্ষে কাজ করছেন। পাশাপাশি ইমিগ্রেশন বিরোধী মতামতগুলোর বিরুদ্ধেও সোচ্চার রয়েছে।

শাহানা হানিফের মতে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের সময় ইমিগ্রেশন নীতির কড়া কড়াকড়ি কারণে অনেক ইমিগ্র্যান্টের জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে। ট্রাম্পের অ্যান্টি ইমিগ্র্যান্ট নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্নভাবে আওয়াজ তুলেছেন এবং ইমিগ্র্যান্টদের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর লক্ষ্য হলো ইমিগ্র্যান্টদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।

ডেমোক্রেটিক পার্টির নীতির দিকে নজর দিয়ে শাহানা বলেন, কিছু ডেমোক্রেটিক নেতা তাদের নীতির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। এর ফলে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো ঠিকভাবে সমাধান করতে পারেননি। এই কারণে কিছু ক্ষেত্রে ডেমোক্রেটিকদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে।

শাহানা হানিফের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ইমিগ্র্যান্টদের নিয়ে অনেক ভুল ধারণা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। বিরুদ্ধে কিছু মানুষ মনে করেন যে, ইমিগ্র্যান্টরা তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু শাহানা এই ভুল ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে জোরালোভাবে দাঁড়িয়েছেন এবং ইমিগ্র্যান্টদের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা



করছেন।

শাহানা হানিফের কাজের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইমিগ্রেশন একটি জটিল ও সংবেদনশীল বিষয়; যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব ফেলে। তাঁর নেতৃত্বে নিউইয়র্ক সিটিতে ইমিগ্র্যান্টদের অধিকার রক্ষায় যে প্রচেষ্টা চলছে, তা অন্যান্য অঞ্চলের জন্য উদাহরণ হতে পারে। ইমিগ্র্যান্টদের জন্য একটি সহানুভূতিশীল এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। ইমিগ্রেশন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বেড়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

ফিলিস্তিন-মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে ডেমোক্রেটিকরা সমস্যা মোকাবেলায় দুর্বল ছিল। ডেমোক্রেটিকরা বুকিং নেয়নি এবং নীতিগত ভাবে অটল ছিল। এছাড়া কোভিড পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো চ্যালেঞ্জিং ছিল। ইমিগ্রেশন কমিটির চেয়ার হিসাবে শাহানা হানিফ রিফিউজি ইস্যুতে সক্রিয় ছিলেন। মেয়র অ্যাডামসের ইমিগ্রেশন নীতির সমালোচনা করেছেন তিনি। ইমিগ্রেশনদের বিরুদ্ধে কিছু মানুষ মনে করেন যে, ইমিগ্র্যান্টরা তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু শাহানা এই ভুল ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে জোরালোভাবে দাঁড়িয়েছেন এবং ইমিগ্র্যান্টদের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা

শীত, মায়া, উষ্ণতা আর স্মৃতির মেলবন্ধন

তামামা হাসনাত চৌধুরী

আমার সোনার বাংলায় শীত যাপনে এক অদ্ভুত মায়া থাকে। শীত মানেই উষ্ণতা, সান্নিধ্য, আর অপার সৌন্দর্যের অনুপম সমারোহ। শীত আমাদের জন্য পিঠাপুলি, রঙিন ফুল, রকমারি শাকসবজি আর সুস্বাদু ফলের এক উৎসব। দেশের শীতকালীন উৎসবের আবেশ থাকে একেবারে ভিন্ন মাত্রায়। দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে আনন্দে ভরপুর সময় কাটানোর জন্য শীতকালের কোন জুড়ি নেই।

আজকের দিনের শুরুটা ভীষণ প্রাণবন্ত এক অনুভূতিতে। গোটা বাড়িঝুড়ে মিশ্র রোদুরে মাত, এক মিষ্টি শীতের সকাল। লাল, হলুদ, সাদা, গোলাপি বিভিন্ন রঙের বোগেনভেলিয়ায় মোড়া আমাদের প্রাঙ্গণ, তার সাথে আছে হালকা শীতের আরামদায়ক পরশ। মিঠে রোদের সোনালি আভা আর নীল আকাশের নীলিমা, এ যেন এক অপূরণ দৃশ্যপট! তার মাঝে আমি, আমরা আর আমাদের পরিবারের সকলে একত্রিত হয়েছি মামা, মামী, খালা, আর মামাতো ও খালাতো ভাইবোনদের সাথে নিয়ে।

বাতাসে ভাসছে মৃদু পিঠার গন্ধ। আর চারপাশে আমাদের হাসি খুশি আর আনন্দমুখর আড্ডা। বোগেনভেলিয়ার রঙিন সৌন্দর্যের মতোই আমাদের উঠোন আজ রঙিন। ভিন্ন শহর ও দেশ থেকে এসে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি। ভার্জিনিয়া, নিউইয়র্ক, স্যান অ্যান্টোনিও, মিল্টন কেইনস, সিডনি থেকে শুরু করে ঢাকা ও সিলেটের প্রিয়জনরা।

আজকের আনন্দ আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ হলো শীতের পিঠার ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন। মাটির চুলায় ধোয়া উঠছে, গরম তাওয়ার উপর তৈরি হচ্ছে নানা



স্বাদের নানা পিঠা। চালের গুঁড়োর নকশি পিঠা, নারকেলের পুর দেওয়া ভাপা পিঠা, মিষ্টি গুড়ের চিতই পিঠা, এসবের সঙ্গে রয়েছে ছিটারুটি, চুংগা পিঠা, চালের রুটি, কষা মাংস, হরেক পদের শুঁটকি ভর্তা, মুড়ির মোয়া, মৌসুমি ফল এবং আরও কত কি! টেবিলের সাজসজ্জা যেমন নান্দনিক, তেমন বেচিপ্রিয়।

আমাদের বাড়ির রান্নার দায়িত্বে থাকা শফিক ভাই আমাদের পরিবারের জন্য সত্যিই অনন্য। আমার মায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর কর্মদক্ষতা আর নিষ্ঠা সবসময় প্রশংসার দাবি রাখে।

বাড়ির প্রতিটি কোণ আজ ভরে উঠেছে হাসি, আড্ডা, কুশল বিনিময়, ভোজন বিলাস আর স্মৃতিচারণায়। এ যেন এক রূপকথার গল্পরাজ্য। রোদুরের সোনালি আভায় আজ সবার চোখে মুখে

ফুটে উঠেছে এক অনিন্দ্য সুন্দর উজ্জ্বলতা।

এমন মুহূর্তগুলোই তো আমাদের জীবনের সেরা গল্প। আমাদের এ আনন্দ আয়োজনের মূল কৃতিত্ব আমাদের বাবা-মায়ের। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের বাবা, মাকে সুস্থ, সুন্দর আর দীর্ঘায়ু দান করুন। আর এমন রঙিন ও আনন্দমুখর দিন যেন প্রতি বছর আমাদের সবার জীবনে ফিরে আসে।

শীতের সকালে, পিঠাপুলির ঘ্রাণে, আর প্রিয়জনের উষ্ণতায় মিশে থাকা এই মায়ারী দিনটি স্মৃতির পাতায়। আমাদের পরিবারের সকলের কাছে এক সোনালি অধ্যায় হয়ে থাকবে....

তামামা হাসনাত চৌধুরী, ভার্জিনিয়া

মন্ট্রিয়লে উদীচীর নতুন কমিটি গঠিত

গোপেন দেব

কানাডার মন্ট্রিয়লে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর শাখা প্রতিষ্ঠার প্রায় এক যুগ পর নতুন কমিটি গঠন করা হল।

শনিবার (২০ জানুয়ারি) স্থানীয় ক্যাফে রয়াল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনকে সভাপতি ও কর্তৃ শিল্পী শর্মিলা ধরকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি বাবলা দেব শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর সবার সম্মতিক্রমে উপদেষ্টা ও কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন। নবগঠিত কমিটির শপথ বাক্য পাঠ করান বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক তাজুল মোহাম্মদ।

সম্মেলনের শুরুতে সম্মিলিত কর্তৃ স্থানীয় শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত করেন। বাবলা দেব ছাড়াও নতুন সভাপতি সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ও তাজুল মোহাম্মদ উদীচীর কর্মকাণ্ড নিয়ে বক্তব্য দেন। তারা বলেন, 'উদীচী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যে লক্ষ্য নিয়ে তা' এখনও সুদূর পরাহত। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সক্রিয় চর্চার মাধ্যমে জনমনে জাগরণ সৃষ্টি করে শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ উদীচী করে যাচ্ছে নিরন্তর।'

তারা বাংলাদেশে মৌলবাদমুক্ত একটি শোষণ বঞ্চনামহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রবাসে থেকেও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

নতুন কমিটির সাংগঠনিক কার্যক্রমে সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধও করেন তারা।



মেডিকেল অফিস

We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine & Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.০০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

আমাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেল্প গ্রান্স পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
বন্ডা টেস্ট, টিকা এবং হৃদযন্ত্রের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultrap h20 T-Mobile UNIVISION mobile Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE

NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

৮ জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস, ইসরায়েল ছাড়বে ১১০ ফিলিস্তিনিকে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির তৃতীয় ধাপে বৃহস্পতিবার ৮ জিম্মিকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে হামাস। এরমধ্যে পাঁচজন থাইল্যান্ডের এবং তিন জন ইসরায়েলি নাগরিক। বিপরীতে কারাগার থেকে ১১০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে ৩২ খাই শ্রমিককে আটক করে হামাস। এর আগের জিম্মি মুক্তির সময় এরমধ্যে থেকে ২৩ জনকে মুক্তি দেয়া হয়। আজ মুক্তি পাচ্ছেন পাঁচজন।

গত ১৯ জানুয়ারি জিম্মি মুক্তির প্রথম ধাপে তিন ইসরায়েলির বদলে ৯০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেয় ইসরায়েল। ২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় দফা চার ইসরায়েলি জিম্মির বিপরীতে মুক্তি পায় ২০০ ফিলিস্তিনি।

এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যেই অধিকৃত পশ্চিমতীরে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। সেখানে প্রাণ গেছে ১০ জনের।

সবশেষ গাজায় ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও ৫৯ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় শুরু হওয়া ইসরায়েলি অভিযানে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে এক লাখ ১১ হাজারের বেশি মানুষ। ইসরায়েলের হামলা থেকে বাদ যায়নি উপত্যকার স্কুল, হাসপাতাল, আবাসিক ভবন, এমনকি শরণার্থী শিবিরও।

গত ১৫ মাসের হামলায় গাজায় ৮০ হাজারের বেশি ভবন ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসরায়েলি আগ্রাসনে ২০ লাখের বেশি বাসিন্দা তাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

আটলান্টিক সিটিতে কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত

আটলান্টিক সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে ধর্মসভা সোমবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির ১৪১১ পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে অনুষ্ঠিত সভায় ছিল হরিনাম সংকীর্তন, মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

সভায় পশ্চিম ভার্সিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রহ্মচারি শুভানন্দ দাস কৃষ্ণভক্তদের কৃতার্থ করেন। তিনি বলেন, ‘ভগবানকে লাভ করতে হলে চাই আপন চিত্তশুদ্ধি। ভগবান ভজনেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কখনও ভগবৎ দর্শন হয় না।’

অন্য আলোচকরা বলেন, ‘ধর্মচর্চা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এবং অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। তাছাড়া ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন



মানুষ তৈরি করতে সহায়তা করে।’

কৃষ্ণভক্ত সুমন মজুমদার, তৃপ্তি সরকার, দীপংকর মিত্র, গঙ্গা সাহা, সুপ্রীতি দে, প্রদীপ দে, বিউটি দাশ, মেরি দে, দীপা দে জয়া, সুনীল দাশ, ক্ষমা সরকার, ধীমান পাল, মিনু নন্দী, সেন্টু

সরকার ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন। ধর্মসভায় অংশগ্রহণকারী ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কোরাসে হরিনাম সংকীর্তনের সুললিত সুর, ‘হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম’ এ আবৃত্ত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সবার মনপ্রাণ।

মতাহীর আলি মারা গেছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস



নিউইয়র্কের উডসাইড বাইতুল জামাহ জামে মসজিদের সাবেক সভাপতি হাজী মো. মতাহীর আলি মারা গেছেন। (ইম্মা লিল্লাহে ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন)।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোরে নিউইয়র্কের নিজ বাসভবনে বার্ষিক্য জনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হাজী মো. মতাহীর আলি যুক্তরাষ্ট্রের বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি বিয়ানীবাজার উপজেলা ১০ নং মুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.

পদ: Registered Nurse (RN)

অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর

স্থান: Paterson, New Jersey.

Please send your resume at info@captorusacorp.com

Or call us at +1 (973) 553-2690

আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills. Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পরীক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমে ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবী এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজুমে পাঠানোর অনুরোধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দৃষ্টি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেট ওয়েটিং রুমসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন
জ্যাকসন হাইটস-এ এআর
ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন
ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য

৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন

অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী

ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী

শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।

যোগাযোগ:

rbprinceton@yahoo.com

(732) 841- 2452

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATH-EMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

কান্টাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell : 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email : jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ’র নতুন কমিটি গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ’র ২০২৫-২০২৬ সালের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ জানুয়ারি) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে সংগঠনের এক বর্ধিত সভায় প্রকৌশলী প্রদোষ চক্রবর্তীকে সভাপতি ও মোঃ ছামেদুল হক বন্টিকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়। এর আগে রোববার (১১ জানুয়ারী) ব্রহ্মসের আল-আকসা পার্টি হলে বিদায়ী কমিটির সভাপতি নাহিদ রায়হান লিখনের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেমের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এক বিশেষ নতুন সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কমিটির অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যবৃন্দরা হলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আভারুজ্জামান, সিনিয়র-সহসভাপতি সাবেরা জামান চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোঃ আল আমিন, সহ-সভাপতি এস এম আসাদুজ্জামান সেলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নতুন চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক লিটন জামান, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রাকিবুল ইসলাম (রোলে), সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার মেহেদী হাসান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ সফিউল আলম (সোহাগ), সমাজকল্যাণ



সম্পাদক মোহাঃ সাবানা ইয়াসামিন, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক শিহাব কিবরিয়া (শ্রাবণ) এবং কার্যকরী সদস্যবৃন্দ - নাহিদ রায়হান লিখন, মোঃ মাসুদ পারভেজ মুক্তা, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোস্তফা সাদী, মোঃ সাহিদুল আলম (শাহীন), রেখা জামান চৌধুরী, গৌতম চক্রবর্তী মিন্টু, মোঃ শাহিনুর আলম শাহীন, মোস্তারীন আভার লিমু, ও মোঃ শহিজুদ্দিন মিয়া (শিমুল)।

একই বর্ধিত সভায়, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেমকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং মোঃ রাকিবুল ইসলাম রাসেলকে আহবায়ক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট অভিযেক উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। উদযাপন কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা হলেন, যুগ্ম আহ্বায়ক গৌতম চক্রবর্তী মিন্টু, সদস্য সচিব নাইস চৌধুরী, সদস্য লিটন জামান ও খন্দকার মেহেদী হাসান।

সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম জানান, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারী জ্যামাইকার আল-আকসা পার্টি হলে নতুন কমিটির বর্ণাঢ্য অভিযেক সম্পন্ন করা হবে।

ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের ফেরত পাঠাবে ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনিদের গাজার ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্দোলন হয়। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, কম-বেশি সবাই গাজার ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বিশেষ করে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়।

আল জাজিরা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে যেসব বিদেশি শিক্ষার্থী ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাবে ট্রাম্প প্রশাসন। এ বিষয়ে বুধবার একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নির্বাহী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হুমকি, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও সহিংসতাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে পারবে ফেডারেল সরকার। এরই মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে বিচার বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, এ সংক্রান্ত ফাস্ট শিটে ট্রাম্প প্রবাসী ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আপনারা যারা জিয়াহুদা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, আমরা আপনাদের নজরদারিতে রেখেছি। আমরা আপনাদের খুঁজে বের করব এবং নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাব।’

ফিলিস্তিনিদের মিশর-জর্ডানে স্থানান্তরের প্রস্তাব ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি গাজার ফিলিস্তিনিদের মিশর এবং জর্ডানে স্থানান্তরের একটি বিতর্কিত প্রস্তাব দিয়েছেন, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে তিনি গাজা অঞ্চলের মানবিক সংকট সমাধানের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তার মতে, গাজার ফিলিস্তিনিরা যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক শিকার, তাদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য মিশর এবং জর্ডান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গত শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ট্রাম্প জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহর সঙ্গে একটি ফোনলাপে বলেন, গাজার মানুষগুলো মারাত্মক মানবিক সংকটের মুখোমুখি। তাদের একমাত্র বিকল্প হলো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া। আমি চাই আরব দেশগুলো তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক। তিনি আরও বলেন, এ পদক্ষেপটি স্বল্পমেয়াদি অথবা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে এবং এটি ফিলিস্তিনিদের জন্য একধরনের নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে।

তবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাস। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাজার মানুষের জন্য তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। তারা তাদের মাটি ও ঘরবাড়ি হারালেও, তারা কখনোই অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে রাজি নয়। হামাসের এ ধরনের কঠোর অবস্থান, ট্রাম্পের প্রস্তাবের বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

এছাড়াও, মিশর এবং জর্ডানও ট্রাম্পের প্রস্তাব নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত। মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতহ আল-সিসি স্পষ্টভাবে বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে শান্তিতে বাস করার অধিকারী। গাজার সমস্যা সমাধানে একমাত্র পথ হলো একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি



প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাস। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাজার মানুষের জন্য তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

রাষ্ট্র গঠন করা, এবং সেটা পুরোপুরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে।” তিনি আরো বলেন, মিশর কোনোভাবেই গাজার শরণার্থী সংকটের সমাধানে অন্তর্ভুক্ত হতে চায় না, এবং তারা কোনো নতুন শরণার্থী গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়।

এদিকে, জর্ডানের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, দেশটি গাজার শরণার্থীদের গ্রহণ করতে সক্ষম নয়, কারণ এর ফলে দেশটির নিজস্ব অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুতর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। জর্ডান সরকারের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, গাজা থেকে নতুন শরণার্থীদের প্রত্যাহার আমাদের দেশের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেবে, যা আমরা সামলাতে পারব না।

গাজার মানুষের জন্য জীবন এখনো দুর্বিষহ। ১৫ মাসের যুদ্ধের পর গাজা

অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার ৬০ শতাংশ অবকাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে, এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা কয়েক দশক সময় নিবে। এই সংকটের কারণে সেখানে লাখ লাখ মানুষ মানবিক দুর্দশায় ভুগছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থাও অবিলম্বে একটি বৃহত্তর মানবিক সাহায্য প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

তবে ট্রাম্পের প্রস্তাবকে আন্তর্জাতিক মহলে কিছুটা সর্মথনও মিলেছে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, গাজার পরিস্থিতি যদি তীব্রতর হয়, তবে আরব দেশগুলোকে শরণার্থী গ্রহণের বিষয়টি পুনরায় ভাবতে হতে পারে। তবে, এ ধরনের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হলে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং স্থানীয় জনগণের অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

এখনও পর্যন্ত, গাজা সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং এ ধরনের বিতর্কিত প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় পদক্ষেপ এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি টেকসই সমাধান বের করা সম্ভব হতে পারে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল। জ্যাকসন হাইটসের সবচেয়ে পরিচিত ভবনগুলোর মধ্যে একটি, ‘ব্রসন ভবন’, এখন থেকে পরিচিত হবে ‘বারী টাওয়ার’ নামে। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ এটি শুধু ভবনের নাম বা মালিকানার পরিবর্তন নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়ন এবং স্বপ্ন পূরণের এক উদাহরণ।

বাংলাদেশি ও মূলধারার ব্যবসায়ীদের অফিসে ঠাসা জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র ৩৭তম এডিনিউ, ৭৩ ও ৭৪ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত ৭৪-০৯ ঠিকানার বিখ্যাত ‘ব্রসন বিল্ডিং’টি ছিলো একটি আধুনিক অফিস ভবন, যা দীর্ঘ ইতিহাস এবং পুনর্জাগরণের প্রতীক হিসেবে আজও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৪৯ সালে নির্মিত এই ভবনটি ২০১৬ সালে আধুনিক রূপে পুনর্গঠন করা হয়। এই বিশাল ভবনটি সম্প্রতি কিনে নিয়েছেন আসেফ বারী ও তাঁর সহধর্মিণী মুনমুন হাসিনা বারী। ২০২৫ সালের ২৪ জানুয়ারি ভবনটির ক্রয় ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ উপলক্ষ্যে বারী পরিবার আয়োজন করে এক দোয়া মাহফিলের। এতে উপস্থিত ছিলেন বারী গ্রুপের কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ থেকে আগত মুনমুন হাসিনা বারীর বাবা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, এবং মা সালেহা কবির চৌধুরী।

জ্যাকসন হাইটস একটি বৈচিত্র্যময় ও সংস্কৃতিমণ্ডিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। ব্রসন বিল্ডিংয়ের এই এলাকায় অবস্থানই তার অন্যতম বড় সম্পদ।



আশেপাশে রয়েছে অসংখ্য রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, দোকান, এবং সাংস্কৃতিক আকর্ষণ। যা শুধু অফিস কর্মচারী নয়, ক্লায়েন্টদের জন্যও এক বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। ভবনটি ৭৪ স্ট্রিট-ব্রডওয়ে স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত, যা ৭ ট্রেনের মাধ্যমে ম্যানহাটনসহ কুইন্সের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সহজ যোগাযোগ নিশ্চিত করে। এই সুবিধাটি ব্যবসার জন্য চমৎকার এক সংযোগ স্থাপন করেছে।

এই বিল্ডিংয়ের নতুন সংস্করণটি আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত, যা আধুনিক অফিস ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভবনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন অত্যাধুনিক, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য একদম উপযোগী। ভবনটি বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের জন্য আদর্শ এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক হাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভবনটি শুধু একটি ইমারত নয়, এটি জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্যও একটি পরিচিত নাম। এটি একটি পেশাদারদের ব্যবসায়িক হাব, যেখানে অনেক বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এবং মূলধারার বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছে আস্থা ও গৌরবের প্রতীক ছিল। এই ভবনের মালিকানা পরিবর্তনের খবরে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

আসেফ বারী টুটুল, যিনি বারী গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা, নিশ্চিত করেছেন যে, “বারী টাওয়ারের চতুর্থ তলা হবে বারী হোম কেয়ার এবং প্রবাসের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা “বাংলা পোস্ট” এর নতুন অফিস। তিনি বলেন, “দু-এক মাসের মধ্যেই আমরা বারী গ্রুপের সকল কার্যক্রম নতুনভাবে এই ভবন থেকে পরিচালনা শুরু করবো। আমার এবং আমার পরিবারের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যাতে আমরা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারি।”

নিউইয়র্কের মতো প্রতিযোগিতাপূর্ণ শহরে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করা এক বিরল অর্জন। রংপুরের সন্তান আসেফ বারী টুটুল সেই বিরল উদাহরণগুলোর মধ্যে অন্যতম। কেবল ব্যবসায়ী হিসেবেই নয়, তিনি তাঁর কর্মনিষ্ঠা, মানবিক মূল্যবোধ, এবং নেতৃত্বগুণ দিয়ে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে নিজেকে এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁর সাফল্যকে সবসময় কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেন, “এটি শুধু আমার বা আমার পরিবারের জন্য নয়, বরং পুরো কমিউনিটির জন্য একটি অর্জন। আমাদের সবার জন্য এটি গর্বের বিষয়।” বারী গ্রুপ ভবিষ্যতে তাদের কার্যক্রম প্রসারের জন্য বারী টাওয়ারকে একটি ব্যবসায়িক এবং সামাজিক হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে।

টরন্টোতে বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার নিয়ে মুক্ত আলোচনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

টরন্টোর হোপ চার্চে পিডিআই কানাডা উদ্যোগে বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে মুক্ত আলোচনা সভা রোববার (২৬ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে মূল আলোচনা উত্থাপন করেন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৈকত রুশদী।

পিডিআই কানাডার সভাপতি আজফর সৈয়দ ফেরদৌস সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক

মনির জামান রাজু।

সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আইনজীবী নুসরাত স্বাতী, সাবেক ছাত্রনেতা নাসির উদ দুজা, সাংস্কৃতিক সংগঠক আহমেদ হোসেন, শ্রমিকনেতা শাহীন হাসান, কমিউনিটি নেতা ফকরুল ইসলাম চৌধুরী, তরুন সংগঠক ফাতিম ইশরাক, মাহির আসহাব, সংগঠনের নেতা বিদ্যুৎ রঞ্জন দে, সৌমেন সাহা।

সভায় আলোচকরা বলেন, ‘বাংলাদেশের সংবিধান ১৭ বার

সংশোধিত হয়েছে প্রধানত শাসকের প্রয়োজনে।’

বক্তারা আশা করেন, এবার যদি সংশোধন করতে হয়, তা যেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য হয় এবং নিশ্চিতভাবেই একটি নির্বাচিত সরকারকেই এই দ্বায়িত্ব পালন করতে হবে।

‘সংবিধান সংস্কার নিয়ে এই আলোচনা অব্যাহত থাকুক, মানুষের সূচিষ্ঠিত মতামত নিয়েই সময় এবং দেশের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধিত হবে।’

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই ।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপায়ার , সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি ।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনারদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাহাড়া প্রফেশনাল রিক্রুটিং, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য ভেরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিয়ালস সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাস্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসাল্টিং ফর্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার প্লান টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সার্টিফিকেট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইপ

মিশিগানে পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের বিভিন্নস্থানে পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন, মন্দির ও প্রতিষ্ঠানে পূজা, কীর্তন, নগর পরিক্রমা, পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

দুর্গা টেম্পল: ডেট্রয়েট সিটির দুর্গা মন্দিরে রোববার (২৬ জানুয়ারি) পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মন্দিরে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে পূজা, গীতপাঠ, কীর্তন, নগর পরিক্রমা করা হয়। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দরা পিঠা নিয়ে মন্দিরে আসেন। বিশেষ করে নারীরা পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য মিশিগানের ডেট্রয়েট, হ্যাড্রাম্যাক, ওয়ারেন, স্টার্লিং হাইটস, ট্রয়, মেডিসন হাইটস থেকে মন্দিরে আসেন। মন্দিরের হলরুমে পিঠা প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নারীরা রকমারি স্বাদের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধরনের পিঠা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ৫০'-এর অধিক প্রতিযোগি শতাধিক দ্বৈ নিয়ে বিভিন্ন রকমের পিঠা নিয়ে এতে অংশ নেন। উপস্থিত সবাই পিঠার স্বাদ নেন। বিচারকেরা পিঠার স্বাদ, পরিমাণ, মানের উপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেন। বিচারক ছিলেন হারান সেন, মিঠু পাল, বিশ্বেশ্বর চন্দ, ডলি দেব ও রুবি ধর। প্রথম পুরস্কার পান লাভলী দাশ, দ্বিতীয় পুরস্কার তৃষিতা ধর ও তৃতীয় পুরস্কার পান কৃষ্ণা শুল্লা। পিঠার পরিমাণ ও সৌন্দর্যের (দ্বৈ ডেকোরেশন) উপর পুরস্কার পান মিনাক্ষী ধর ও বৈশালী দেব।

এছাড়া, পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে একটি করে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। মন্দিরের পক্ষ থেকে পুরস্কারগুলো বিতরণ করেন নিতেশ সূত্রধর, প্রদীপ চৌধুরী, মৃগাঙ্ক রায়, দীপালী মিত্র, দীপালী চক্রবর্তী। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক ভক্ত বিশেষ করে নারীরা যে রকমারি পিঠা নিয়ে মন্দিরে আসেন, এ জন্য মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেশ সূত্রধর সবাইকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।



অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল সূত্রধর এবং মন্দিরের মিডিয়া ও পাবলিকেশন ডাইরেক্টর পাথ দেব।

শিব মন্দির: ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে গত ১৯ জানুয়ারি পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে পূজা, কীর্তন ও পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্দিরের ভক্তরা অংশ নেন।

প্রতিযোগিতার পর অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে স্থানীয় শিল্পীরা গান করেন।

১৯ জানুয়ারি ওয়ারেন সিটির কালী মন্দিরেও মকর সংক্রান্তি ও পিঠা উৎসব হয়েছে। এছাড়া, মিশিগানের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গত শনি ও রোববার হ্যামড্রাম্যাক ও ওয়ারেনের বিভিন্ন রেস্তোরাঁতে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।



CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন



ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পেরোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ



Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution



Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com



Save Yourself This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)





Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate

- Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
- Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of




184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন



Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেয়ে
পাবার জন্য আজই কল করুন



PROHEALTH HOMECARE

(Ordinary People, Extra Ordinary Care)

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

নিউইয়র্কে কিশোরের ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে তর্কাতর্কির জেরে ১৬ বছরের কিশোরের ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন ২৪ বছরের এক যুবক। এ ঘটনায় কুইন্সের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা অভিযুক্ত কিশোরকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। অভিযোগ অনুযায়ী তিনি রোববার সকালে নিহত যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রোববার (২৬ জানুয়ারি) সকাল ৬টার পর ১১৫তম প্রিন্সিপ্‌স্টের অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে কোরেনার ৩৫তম অ্যাভিনিউ এবং ১০২তম স্ট্রিটের কোনে একটি বাড়িতে অভিযুক্তকে তাকে নেন। এ সময় ২৪ বছর বয়সী বায়রন লেমা-নাউলাকে ৩৫তম অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির ভেতরে আচেনন অবস্থায় উদ্ধার করেন। তার গলায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। লেমা-নাউলাকে দ্রুত এলমহাস্ট্র হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। ১৬ বছর বয়সী এক পুরুষ সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। তদন্তের পর অভিযোগ আনার প্রক্রিয়া চলছে। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, লেমা-নাউলা ওই বাড়িতে সন্দেহভাজনের পরিবারের কাছ থেকে একটি কফ ভাড়া নিয়েছিলেন। ঘটনার ঠিক আগে নিহত ব্যক্তি এবং সন্দেহভাজন ওই কিশোর একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।

স্থানীয় লোকজন আমনিউইয়র্ক মেট্রোকে বলেন, তারা লেমা-নাউলাকে খুব একটা দেখতেন না। তবে যারা তাকে চিনতেন। তারা তাকে ভালো ছেলে বলে বর্ণনা করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা লুইস তিনি কালিকাজি একটি স্থানে কাজ করেন। তিনি জানান, তাকে তিনি ভালোভাবে চিনতেন না। তবে প্রায়শই তাকে সকালে কাজে যেতে দেখতেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। লুইস বলেন, তিনি মনে করেন, নিহত ব্যক্তি ইকুয়েডর থেকে এসেছিলেন।

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বাড়িটির নতুন মালিক সম্প্রতি বাসাটি কিনে তরুণ ভাড়াটেকদের কাছে ঘর ভাড়া দিচ্ছিলেন। তবে বাড়িটি একটি ‘ঘূর্ণায়মান পরজার মতো’ হয়ে উঠেছিল যেখানে বারবার নতুন মুখ দেখা যেত।

অর্থ পাচারে এনু-রুপনের ৭ বছর সাজা

ঢাকা ডেস্ক

অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় গেভারিয়া থানা আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা পুরান ঢাকার প্রতাপশালী দুই ভাই এনামুল হক ভূঁইয়া ওরফে এনু ও তার ভাই রুপন ভূঁইয়াকে ৭ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এই মামলায় আরও ৭ জনকে ৪ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক মাসুদ পারভেজ এই রায় দেন। দণ্ডের পাশাপাশি ঘটনাজল থেকে উদ্ধার ১৭ লাখ ১৬ হাজার ৩০০ টাকার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৪ লাখ ২৬ হাজার ৬০০ টাকা তাদের অর্থপণ্ড করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদালতের উচ্চমান বেষ্ধ সহকারী মিয়া জাহিদুল ইসলাম এসব তথ্য জানান।

দণ্ডিত অন্যরা হলো—শহিদুল হক ভূঁইয়া, রশিদুল হক ভূঁইয়া, মিরাজুল হক ভূঁইয়া শিপলু, তুহিন মুন্সি, নবীর হোসেন সিকদার, সাইফুল ইসলাম ও জয় গোপাল সরকার।

শাহজালালে প্রবাসী নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউজার্সিতে বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নরওয়ে প্রবাসী সামাদ উদ্দিনকে নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউজার্সিতে প্রবাসী বাঙ্গালী কল্যাণ সমিতির (প্রবাকস) বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারি আয়োজিত এই বিক্ষোভে দেশীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও হেলডন নিউজার্সির কমিশনার দেওয়ান বজলু চৌধুরীর পরিচালনায় সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পেটারসন সিটির কাউন্সিল এট লার্জ ফরিদ উদ্দিন, প্রসপেক্ট পার্কের বোর্ড অব এডুকেশন কমিশনার জবেদ খান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন নিউজার্সির সভাপতি হোসেন পাঠান বাচ্চু, সুনামগঞ্জ সমিতির সভাপতি ও প্রবাকসের সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম চৌধুরী, প্রবাকসের সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন গজনবী, জালালাবাদ



এসোসিয়েশন নিউজার্সির সেক্রেটারি ও প্রবাকসের কার্যকরী সদস্য আনোয়ার চৌধুরী পারেক, সাহাব উদ্দিন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সুজন আহম্মদ সাজু, সাংবাদিক এনাম চৌধুরী, সাংবাদিক বিশ্বজিত দে বাবলু, আব্দুল হামিদ, জামাল চৌধুরী,

মূল হোতা হাসিনা, অর্থদাতা সালমান

কিবরিয়া হত্যা নিয়ে রেজা

ঢাকা ডেস্ক

হবিগঞ্জের বৈদ্যেরবাজারে ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি গ্রেনেড হামলায় নিহত হন সাবেক অর্থমন্ত্রী ড. এ এম এস কিবরিয়াসহ পাঁচজন। এই হত্যাকাণ্ডের ২০ বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বিচারের কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দল ক্ষমতায় থাকাকালীন তদন্তে অতিযুক্তের তালিকা বদল হয়েছে মাত্র।

২৭ জানুয়ারি পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে এক ভিডিও বার্তায় ৬ জনকে রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবি করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সভাপতি ড. রেজা কিবরিয়া। এ সময় বাবার খুনীদের রক্ষা করার জন্য তিনি সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করেছেন। পাশাপাশি সালমান এফ রহমানকে হত্যাকাণ্ডে অর্থের যোগানদাতা হিসেবে দাবি করেছেন কিবরিয়া পুত্র।

ভিডিওতে ড. রেজা কিবরিয়া বলেন, ‘১৯ বছরে ঠিকমত তদন্ত করা হয়নি। আমি আশা করছিলাম এতদিন পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, পুনঃতদন্তের ব্যাপারে। কিন্তু তাঁরা করেনি। এটা খুব দুঃখজনক। আমি জানি এমন কেস অনেক পড়ে আছে। যেমন সাগর-রুনি, মুনিয়া, তারপর বিডিআর হত্যা, অনেক কেস আছে। শত শত কেস আছে বাংলাদেশে। কিন্তু আমার

প্রথম বাংলাদেশি

শেষ পৃষ্ঠার পর

এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিটি অগ্রযাত্রার পেছনে পরিশ্রমী পরিবার ও কমিউনিটির অবদান রয়েছে। পদোন্নতির প্রাক্কালে খন্দকার আব্দুল্লাহ নিজের বৃহত্তর পরিবার ও বাংলাদেশি কমিউনিটি তার প্রতি যে ভালোবাসা জানিয়ে আসছেন, তা উল্লেখ করে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশের

অ্যাসোসিয়েশন- বাপা খন্দকার আব্দুল্লাহর পদোন্নতির আগাম সংবাদ জানিয়ে তাকে ব্যাপকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। অভিনন্দন জানিয়ে বাপার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। খন্দকার আব্দুল্লাহ অগ্রযাত্রাকে অনুসরণ করে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে কর্মরত আরও অনেকেই অনুপ্রাণিত হবেন। তারা আরও বলেছেন, আমেরিকায় বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন ইসপেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ।

আমার কাজ। বন্দুক উদ্ধার, চোরাচালানের পথ বন্ধ করা এবং গুলির ঘটনা ঘটার আগেই সেগুলো প্রতিরোধ করতে নিউইয়র্ক পুলিশ কর্তার পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে।' অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে পুলিশ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে এবং যুবকদের জন্য নিরাপদ ও অর্থপূর্ণ সুযোগ তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে প্রশাসনটি।

এই মাসের শুরুতে ‘স্টেট অফ দ্য সিটি’ বক্তৃতায় অ্যাডামস্ বলেছিলেন, নিউইয়র্ক সিটিকে বিশ্বের সেরা পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি মনে করেন, এবং এটি শুরু হয় পরিবারগুলোর জন্য নিরাপদ সড়ক, চলাচলে নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা এবং খেলার জন্য নিরাপদ পাক দিয়ে।

অ্যাডামস্ বলেন, ‘আমাদের সড়ক থেকে অস্ত্রগুলো সরিয়ে নেওয়া সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি প্রতিদিন কাজ করে যাব আমাদের শহর থেকে বন্দুক সহিংসতা নির্মূল করার জন্য।’

আফতাব উদ্দিন, আবু তাহের প্রমুখ।

এর আগে, গত গত ৮ জানুয়ারি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নরওয়ে প্রবাসী সামাদ উদ্দিনকে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন করা হয় বলে জানা গেছে।

সম্পৃক্ততা নিয়ে তিনি বলেন, ‘সে ওই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকায় ছিল না। যদিও সে জানতো হয়তো, কিন্তু সে প্ল্যানিংয়ে বা এক্সিকিউশনে, আমি যতদূর জানি, তার কোনো ভূমিকা ছিল না।

বিএনপি কিছু লোকজনকে ঢুকিয়েছে, যারা কিছুই জানত না। তাদেরকে জাস্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে কেইসে।’ রেজা কিবরিয়া আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সিস্টেম হলো কোনো ক্রাইম হলে, কোন অপরাধ হলে বিএনপির কাছাকাছি কোনো শত্রুকে তাঁরা ঢুকিয়ে দেয়। এটা তাদের সিস্টেম। আমরা সত্যটা চাই। যেই দলেরই হোক না কেন, কারা জড়িত ছিল, ওই ছয়জনকে রিমাণ্ডে নিয়ে সিরিয়াস জিজ্ঞাসাবাদ করলে, আসল তথ্যটা আমরা পাব। আমরা ২০ বছর পরে আসল বিচারের যে একটা রেজাল্ট, তা আমরা দেখতে পাব বাংলাদেশে।’

উল্লেখ্য, সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া ২০০১ সালে হবিগঞ্জ-৩ আসন থেকে সংসদ বিদ্যায় নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা

বিএনপির সিলেট বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জের সাবেক মেয়র জি কে গউছকেও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তিনি বলেন, ‘হবিগঞ্জের বিএনপি নেতা আওয়ামী লীগের এমপি আবু জাহিরের ব্যবসায়িক পার্টনার। তাঁরা একসময় মাদক ব্যবসা করত। রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।’

এ ছাড়া তিনি হবিগঞ্জে তৎকালীন জেলা প্রশাসক এমদাদুল হককেও উল্লিখিত রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি বলে মনে করেন রেজা কিবরিয়া। মামলার পুনঃতদন্তের দাবি জানিয়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের

শেষ পৃষ্ঠার পর

পক্ষকে এক মাসের মধ্যে মামলার জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে মামলাটি দায়ের করার এক মাস পার হলেও সভাপতি আবু তাহের এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য সাংবাদিক সাহাব উদ্দীন সাগর জানিয়েছেন, তারা এখনো মামলার কোনো কাগজ পাননি। কাগজ পেলে তারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অপরদিকে মাকসুদুল হক চৌধুরী জানান, আমাদের আইনজীবী জানিয়েছেন, তারা মামলার কাগজ সার্চ করেছেন।

এই মামলার বাদীরা হলেন- মাকসুদুল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ মাসুদ এইচ সিরাজি, মোহাম্মদ সুমন উদ্দীন, তমাল কান্তি চৌধুরী, শিমুল বড়ুয়া, মোহাম্মদ জে. আবেদীন, সুশান্ত দত্ত, এডি এ ওয়াদুদ, মোহাম্মদ জাহিদুল আলম, মোহাম্মদ এ হাবিব এবং মোহাম্মদ এম চৌধুরী।

বিবাদীরা হলেন- ইলেকশন কমিশন অব চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ

নিউইয়র্কে সারা’র নিউ ইয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

রিয়েলটর এবং নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ অনুষ্ঠানের কনভেনর সারোয়ার খান বাবু। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানান মেম্বার সেক্রেটারী মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন। এছাড়াও আকর্ষণীয় এ অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে নিজেদের ভালো লাগার কথাও জানান স্পন্সররা।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট কনভেনর শামীম আহমেদ, আসিফ চৌধুরী, মাসুদ সিরাজি,

ট্রাম্পের নীতির প্রভাব

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলো কীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ভাবছেন বিশেষজ্ঞরা। ট্রাম্প ইতোমধ্যেই অভিবাসন সীমিত করা এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আমদানির উপর শুল্ক বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়ে ফেডারেলের কাজকে জটিল করে তুলেছেন। তবে তাঁর প্রথম মর্যাদে ফেডারেলের উপর এ ধরনের চাপ প্রয়োগের চেষ্টা সত্ত্বেও এর সামান্যই প্রভাব দেখা গিয়েছিল। ফেডারেল চেয়ার জেরোম পাওয়েল এবং তাঁর দলকে এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। তাদের ঠিক করতে হবে, এই অনিশ্চয়তাগুলো মুদ্রানীতির সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে জনগণকে কতটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়া উচিত।

ফেডারেলের প্রাক্তন শীর্ষ কর্মী এবং বর্তমানে বিএনওয়াই ইনভেস্টমেন্টের প্রধান অর্থনীতিবিদ ভিনসেন্ট রেইনহার্ট বলেছেন, ‘ফেডারেল যদি খুব বেশি এগিয়ে যায়, তবে তা রাজনৈতিক বলে মনে হতে পারে। আবার খুব বেশি সংযত থাকলে জনগণ বিভ্রান্ত হতে পারে, বিশেষত যখন আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়তে পারে বা শ্রমবাজারে কর্মীর সংখ্যা কমতে পারে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ফেডারেলের নির্দেশনা মূলত ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসের উপর নির্ভর করে, আর বর্তমানে প্রতিটি পূর্বাভাস রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। একটি স্বাধীন সংস্থার জন্য এটি কঠিন কাজ। আপনি মুদ্রানীতি এই ধারণার উপর নির্ভর করে চালাতে পারবেন না যে বছরের শেষ নাগাদ শুল্ক বা কর আইন প্রণয়ন হবে। বর্তমানে অনেক কিছুই অনিশ্চিত।’

আবারও মামলার কবলে

আমেরিকা ইনক, ইনটার্ম এক্সিকিউটিভিভ অব চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা, এক্সিকিউটিভ কমিটি অব চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা, মোহাম্মদ এন আনোয়ার, মনির আহমেদ, ইলেকশন সার্ভিস ইউনাইটেড করপোরেশন, সান্দরা টোভিন, মোহাম্মদ আবু তাহের, শেখ এম খালেদ, সাহাব উদ্দীন সাগর, মোহাম্মদ এ হাদান চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম ও রুহুল আমিন।

এই সংগঠনে দীর্ঘদিন থেকেই অচলাবস্থা চলছে। কয়েক বছর আগে মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত এ সংগঠনকে উদ্ধারে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি করা হয়। অবশেষে সেই কমিটি প্রচেষ্টায় ভোটার তালিকা এবং নির্বাচন কমিশন করে একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই নির্বাচন দুটি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। একটি প্যানেলে ছিলেন আবু তাহের এবং আরিফ। অন্য প্যানেলের নেতৃত্বে ছিলেন মাকুসুদুল হক চৌধুরী এবং মাসুদ সিরাজী। অনেকটা উৎসবমুখর পরিবেশে সেই নির্বাচন

অ্যাবারনির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রহমান শাহীন ও শাকিল আহমেদ, সারার জয়েন্ট কেনভেনর মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, জয়েন্ট কনভেনর আজিজুল হক মুন্না, আবু এস চৌধুরী, মোহাম্মদ করিম, সেলিম রেজা, জসিম চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ চৌধুরী, এডহক কমিটির মোহাম্মদ মারুফ মিয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারী মোহাম্মদ মাসুদ প্রামানিক, নুরুজ্জামান সরদার, শামীম নাসের, মিজাঁ মোহাম্মদ হোসাইন সহ ইভান স্মিথ, কেভিন লেদারম্যান, ড্যানিয়েলা ডায়াজের মত প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবীরা।

আগামী কয়েক মাসে ট্রাম্পের নীতিমালা কত দ্রুত এবং কোন দিক থেকে কার্যকর হবে, তা ফেডারেলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ফেড বর্তমানে আশা করছে, এটি হবে ২০২২ সালে ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের শেষ ধাপ।

ফেডারেলের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণকে যথাযথ দিকনির্দেশনা দেওয়া। আগামী কয়েক মাসে ট্রাম্পের নীতিমালা কত দ্রুত এবং কোন দিক থেকে কার্যকর হবে, তা ফেডারেলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ফেড বর্তমানে আশা করছে, এটি হবে ২০২২ সালে ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের শেষ ধাপ।

গত বছর ফেড সুদের হার এক শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে। এবার ফেডের নীতিনির্ধারণকরা মঙ্গলবার ও বুধবার (জানুয়ারি ২৮ ও ২৯) বৈঠকে বসতে চলেছেন, যেখানে সুদের হার ৪.২৫%-৪.৫০% এর মধ্যে রাখার সম্ভাবনা বেশি। গত ১৭-১৮ ডিসেম্বরের বৈঠকের পর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ফেডারেল কর্মকর্তাদের মতে, মুদ্রাস্ফীতি ধীরগতিতে হলেও স্থিরভাবে ২ শতাংশ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে। একইসঙ্গে বেকারত্বের হার নিম্ন থাকবে এবং কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠিত হয় গত ২০ অক্টোবর। নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং কানেকটিকাটের ৪ কক্ষে দিনব্যাপী ভোটগ্রহণ করা হয়। ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোটের কারণে ভোট গণনা শেষেও নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে পারেননি। তবে তারা অন্তর্বর্তী ফলাফল ঘোষণা করেছেন। কয়েকদিন অপেক্ষার পর নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির দেওয়া ফলাফলে সভাপতি হিসাবে আবু তাহেরকে ঘোষণা করা হয়। আরো কয়েকটি পদে ফলাফলের পরিবর্তন হয়। শেষ পর্যন্ত মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন গত ৩ নভেম্বর তাহের-আরিফ প্যানেলের প্রার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এ নিয়ে উত্তেজনাও ছিলো। ছিলো পুলিশি উপস্থিতি। তাদেরকে চটগ্রাম সমিতির ভবনের বাইরে শপথ পাঠ করানো হয়। অন্যদিকে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের প্রার্থীরা ৫ নভেম্বর শপথ বাক্য পাঠ করেন।

ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 166TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশনের পর্যদ সভা অনুষ্ঠিত

নিউজ ডেস্ক

নিউ জার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশনের পর্যদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে সিটির আটলান্টিক এডিনিউজ সিটি সেন্টার ভবনের সভা কক্ষে এই পর্যদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পর্যদ সদস্যরা আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুচিন্তিত মতামত দেন এবং তারই আলোকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার শুরুতে আটলান্টিক সিটি পাবলিক স্কুলের সুপারইন্টেনডেন্ট ড. লা কোয়েটা

স্মল তাঁর প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন।

পর্যদ সভায় পর্যদ সভাপতি শে স্টিল, সহ-সভাপতি ওয়ালটার জনসন, সুব্রত চৌধুরী, টেরেস মেফিল্ড, হলিশা ব্রিজারস, জেফ ডরসি, রন বেইলি, আটলান্টিক সিটি হাই স্কুলের ছাত্র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজনও পর্যদ সভায় বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া পর্যদ সভায় নিউ জার্সি স্টেটের পক্ষে তদারককারী মিসেস কেরল মরিস, বোর্ড অব এডুকেশনের সলিসিটর, ব্যবসা প্রশাসকবৃন্দসহ বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক সাংসদ হাফেজা আসমা খাতুনের ইন্তেকাল

বাংলাদেশের সাবেক সংসদ সদস্য হাফেজা আসমা খাতুন ইন্তেকাল করেছেন (ইমালিল্লাহে ওয়া ইমালিলাইহি রাজিউন)। তিনি বার্ষিকজন্মিত নানা রোগে ভুগছিলেন। বাংলাদেশ সময় গত ২০ জানুয়ারি ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য এবং বাফেলো থেকে প্রকাশিত 'বাফেলো বাংলা' সম্পাদক নিয়াজ মাখদুমের মা। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

মরহুমা হাফেজা খাতুন বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ছিলেন।

তার মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সভায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বিশেষ দোয়া করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলার পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন পরিবারের পক্ষ থেকে আবু তাহের ও সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার, প্রেসক্লাবের সাবেক সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ এবং মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

ট্রাম্পের আদেশ স্থগিত আদালতের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সব ধরনের ফেডারেল সহায়তা ও ঋণ বন্ধ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া আদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। আদেশটি কার্যকর হওয়ার ঠিক কয়েক মিনিট আগে মঙ্গলবার এই স্থগিতাদেশ দেন বিচারক লরেন আলীখান। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

বিচারক আলীখান বলেন, ট্রাম্পের আদেশ পরবর্তী সোমবার বিকেল ৫টা (মার্কিন পূর্বাঞ্চলীয় সময়) বা রাত ১০টা (গ্রিনিচ মান সময়) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিচারক বলেন, তিনি একটি স্বল্পমেয়াদি স্থগিতাদেশ দিচ্ছেন, যা বজায় থাকবে যতক্ষণ না তিনি মৌখিক শুনানি নিতে পারেন।

বিচারক বলেন, নতুন প্রশাসনকে সময় দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা মূল্যায়ন করতে পারে কোন অনুদান ও ঋণ তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীনকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamtravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিউইয়র্ক স্টেটের হোমস্টেড ডিপার্টমেন্টের সিটিজেনশীপ/হোম কেয়ার সেবার মাধ্যমে অসহযোগীতার পরেও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

যেই বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি

নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স

E2

EB3

L1A

EB5

SIJS

VAWA

POLITICAL ASYLUM

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।

আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

Old Club Man Corporation

www.oldclubman.com



(212) 814-4068

16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

জেনারেশন জেড এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান

ড. মতিউর রহমান

বর্তমান বিশ্বে যখন প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সমাজের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে, তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রজন্ম তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত প্রজন্ম হল জেনারেশন জেড (Gen Z)। জেনারেশন জেড বলতে সাধারণত ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের বোঝানো হয়। এই প্রজন্মের সদস্যরা বিশ্বে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল যুগে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বড় হয়েছে, যার কারণে তারা প্রযুক্তির প্রতি বিশেষভাবে উদাসীন নয় বরং অত্যন্ত আগ্রহী এবং দক্ষ। তারা তথ্যপ্রযুক্তির গতি, সামাজিক মিডিয়ার প্রভাব, এবং বিশ্বায়নের ধারণাগুলির মধ্যে বেড়ে উঠেছে, যা তাদের চিন্তাভাবনা, কর্মসংস্থান পদ্ধতি এবং জীবনধারার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

জেনারেশন জেড-এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের ডিজিটাল দক্ষতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার সক্ষমতা। তারা সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোন, এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীজুড়ে সংযুক্ত থাকার সুযোগ পায় এবং এই প্রযুক্তি তাদের জীবনধারা এবং পেশাগত বিকাশে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তবে, এই প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে কিছু বিষয়ও পরিলক্ষিত হয়, যেমন তাদের অধিকাংশই সৃজনশীল, উদ্যোক্তা মনোভাবাপন্ন এবং টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি সচেতন।

বাংলাদেশে জেনারেশন জেড-এর উপস্থিতি ও প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দেশের শ্রমবাজারে প্রযুক্তির সংযোজন এবং শিল্পখাতের আধুনিকায়ন চলমান। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, কর্মসংস্থান সুযোগ এবং সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় এই প্রজন্মের চাহিদা ও অবদান ত্বরান্বিত হতে চলেছে। ডিজিটাল অর্থনীতি, অনলাইন কর্মসংস্থান, এবং নতুন ধরনের কাজের সুযোগের দিকে তরুণ প্রজন্মের মনোযোগ বেশি। ফলে, জেনারেশন জেড বাংলাদেশে একটি নতুন কর্মসংস্থান সম্ভাবনার সূচনা করছে, যেখানে প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী ধারণা এবং সৃজনশীলতা প্রাধান্য পাচ্ছে।

জেনারেশন জেড এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের অত্যধুনিক ডিজিটাল দক্ষতা এবং প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ। এই প্রজন্মটি এমন একটি যুগে বড় হয়েছে যেখানে প্রযুক্তি প্রতিদিনই নতুন নতুন মাত্রা যোগ করছে। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তারা পৃথিবীকে খুব সহজেই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে সক্ষম। ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র ব্যবহারিক নয়, বরং তারা প্রযুক্তির বিভিন্ন দিকের প্রতি গভীর আগ্রহী এবং এর উন্নয়নে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়। ফলে, তারা দ্রুত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের জীবনধারাকে এই প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করতে শিখে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে, তারা প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন ধরনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা পূর্ববর্তী প্রজন্মের জন্য ছিল অজ্ঞাত।

এছাড়া, জেনারেশন জেড-এর মধ্যে সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তা মানসিকতা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে এসেছে। এই প্রজন্মটি প্রথাগত চাকরি ও দাপ্তরিক পরিবেশের বাইরে নতুন ধরনের কাজের সুযোগ খোঁজে। তারা নিজের উদ্যোগে কিছু তৈরি করতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা করা বা স্বাধীনভাবে কাজ করা তাদের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ তৈরি করেছে। তাদের উদ্যোক্তা মানসিকতা সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ব্যবসায়ের নতুন ধারণার দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, যা একদিকে যেমন তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটাবে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

টেকসই উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি জেনারেশন জেড-এর মনোভাবও তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তারা পরিবেশ সংরক্ষণ, সমতা, মানবাধিকার এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতি গভীর মনোযোগী। এমনকি তারা যে কোনও বাণিজ্যিক উদ্যোগে সামাজিক মূল্য এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতা সমান গুরুত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা যেসব পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করে, তা পরিবেশের ওপর তাদের প্রভাবের বিষয়ে সচেতন থাকে এবং তাদের ক্রয় সিদ্ধান্তে এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেয়। সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকভাবে সঠিক কাজ করার ইচ্ছা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন এবং চিন্তাভাবনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রজন্মের সদস্যরা কর্মক্ষেত্রে নতুন ধরনের চিন্তা ও পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। তারা প্রথাগত অফিস পরিবেশের চেয়ে অধিকতর নমনীয় ও ফ্লেক্সিবল কাজের পরিবেশ চায়। হাইব্রিড বা দূরবর্তী কাজ, সৃজনশীলতা ভিত্তিক প্রকল্প এবং কর্মক্ষেত্রে সংযোগিতা তাদের দিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পৃথিবী এবং প্রযুক্তির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তারা সর্বদা খোলামেলা এবং অভিযোজনযোগ্য মনোভাব পোষণ করে। এই পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কর্মস্থলে নতুন ধারণা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতার প্রতি খোলামেলা মনোভাব তৈরি করে, যা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার বর্তমান সময়ে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যেখানে প্রযুক্তির অগ্রগতি, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আঙ্গিক পরিবর্তন করছে।

প্রযুক্তির ভূমিকা শ্রমবাজারের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে দেখা যাচ্ছে। অটোমেশন এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর সাহায্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, কাজের ধরনেও বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। অটোমেশন পদ্ধতিগুলি যেসব ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, সেসব ক্ষেত্রে এখন কম সময়, কম খরচে আরও উন্নত কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। উৎপাদন, পরিসেবা এবং অন্যান্য শিল্পের বিভিন্ন খাতে অটোমেশন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের কাজের ধরণও পাল্টে যাচ্ছে। পাশাপাশি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর ব্যবহারও বিশ্বব্যাপী শিল্পখাতগুলোর উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এই প্রযুক্তিগুলির মাধ্যমে ডিজিটাল কর্মসংস্থান বাড়ছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হচ্ছে যেমন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, কাস্টমার



সাপোর্ট ইত্যাদি। তাই প্রযুক্তিগত দক্ষতার দিকে জোর দেয়া হচ্ছে, যাতে শ্রমিকরা নতুন ধরনের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

বাংলাদেশে কৃষি থেকে শিল্পখাতে স্থানান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন। যেখানে একসময় কৃষি ছিল প্রধান কর্মসংস্থান ক্ষেত্র, এখন শিল্পখাতের বিকাশ এই ধারাকে পরিবর্তন করছে। শ্রমিকরা কৃষি থেকে শিল্পখাতে স্থানান্তরিত হচ্ছেন, বিশেষত তৈরি পোশাক, নির্মাণ, ইলেকট্রনিক্স, ওয়ার্কফোর্স আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য শিল্প খাতে। এছাড়াও, সেবা খাতের বৃদ্ধি বাংলাদেশের শ্রমবাজারের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ব্যাংকিং, হোটেল ও পর্যটন সেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। সেবা খাতের এই সমপ্রসারণ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করছে এবং নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে নতুন উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উত্থানও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তা মানসিকতার বৃদ্ধি, তাদের স্টার্টআপ শুরু করার ইচ্ছা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবসায়কে উদ্যোগ গ্রহণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এই প্রবণতাকে সমর্থন দিচ্ছে, যেমন বিভিন্ন উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক প্রদান করা হচ্ছে। তরুণ উদ্যোক্তারা যেমন নতুন প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী, তেমনি তারা সামাজিক দায়বদ্ধতা ও টেকসই উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে, যা বাংলাদেশের শ্রমবাজারে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে।

বিশ্বায়নের প্রভাবও বাংলাদেশের শ্রমবাজারের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে আরও গ্লোবাল করে তুলছে। বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে যেমন তৈরি পোশাক শিল্পের সমপ্রসারণ ঘটেছে, তেমনি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ লাভ করছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশি বাজারে কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন ফ্রিল্যান্সিং, দূরবর্তী কাজ, ডিজিটাল মার্কেটিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি। এই আন্তর্জাতিক সংযোগ বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে আরও বৈশ্বিক ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলছে, যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের সাথে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরি হচ্ছে।

বর্তমানে জেনারেশন জেড বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, ডিজিটাল মার্কেটিং, স্টার্টআপ ব্যবসা এবং দক্ষতা ভিত্তিক কাজের মাধ্যমে। বাংলাদেশেও এই প্রজন্মের সদস্যরা তাদের দক্ষতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে নতুন ধরনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে, যা দেশের শ্রমবাজারের উন্নয়ন ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি, সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল মার্কেটিং হলো জেনারেশন জেড-এর জন্য অন্যতম প্রধান কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। এই প্রজন্মের সদস্যরা ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে অত্যন্ত দক্ষ, এবং তারা সহজেই নতুন প্রযুক্তি শিখতে এবং ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ডিজিটাল সেবার চাহিদা বাড়ছে, বিশেষ করে ই-কমার্স, অনলাইন মার্কেটিং, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণরা এই ক্ষেত্রগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং নিজেদের ডিজিটাল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে, যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তা ব্যবসাও জেনারেশন জেড-এর জন্য নতুন কর্মসংস্থানের একটি উৎস হয়ে উঠেছে। তারা নিজের উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করার দিকে আগ্রহী এবং ব্যবসায়িক ধারণা, প্রযুক্তি ব্যবহার, নতুন পণ্য বা সেবা তৈরি করতে সক্ষম। স্টার্টআপ সংস্কৃতি এবং উদ্যোক্তা মনোভাব বাংলাদেশে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, যেখানে তরুণরা বিপণন, প্রযুক্তি, আর্থিক পরামর্শ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এই উদ্যোগগুলিকে সহায়তা প্রদান করছে, যেমন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ফান্ডিং এবং সঠিক পরামর্শের মাধ্যমে। এর ফলে, জেনারেশন জেড একটি শক্তিশালী উদ্যোক্তা শক্তিতে পরিণত

হচ্ছে, যা শ্রমবাজারে বিপ্লব ঘটাতে সহায়তা করছে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক উদ্যোগগুলোর প্রতি জেনারেশন জেড-এর আগ্রহও বাড়ছে, যেখানে তারা টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে চায়। তরুণরা এখন শুধু অর্থনৈতিক লাভের জন্যই কাজ করছে না, বরং তারা এমন উদ্যোগে অংশ নিতে চায় যা সমাজের কল্যাণে কাজে আসে। এই প্রজন্মের সদস্যরা বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ, সামাজিক কার্যক্রম এবং নৈতিক ব্যবসায় মনোযোগ দিচ্ছে। তারা আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চাইছে এবং নিজেদের কাজে সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলে, সামাজিক উদ্যোগ এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবসায় নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে।

দক্ষতাভিত্তিক কাজ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজের সুযোগও জেনারেশন জেড-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীজুড়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দূরবর্তী কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণরা তাদের দক্ষতা ব্যবহার করে ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক ডিজাইন, কন্টেন্ট রাইটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অনলাইন টিউটরিং এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেমন Upwork, Fiverr, Freelancer, Toptal ইত্যাদি তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যেখানে তারা বৈশ্বিক গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে পারছে। দক্ষতা ভিত্তিক কাজের এই সুযোগ জেনারেশন জেড-এর সদস্যদের তাদের আগ্রহ এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে, যা শুধু স্থানীয় নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও তাদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে।

জেনারেশন জেড দেশের শ্রমবাজারে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করলেও, তাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা তাদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এই চ্যালেঞ্জগুলি শুধুমাত্র জেনারেশন জেড নয়, বরং পুরো দেশের শ্রমবাজারের সামগ্রিক উন্নয়নকেও প্রভাবিত করছে।

দক্ষতার ঘাটতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন প্রয়োজন অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা। যদিও জেনারেশন জেড প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল দক্ষতায় যথেষ্ট আগ্রহী, তবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত পরিকাঠামো এখনও পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠেনি। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে পুরনো এবং ফেকলে, যা তাদের আধুনিক চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, তথ্য প্রযুক্তি, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং কোর্সের অভাব রয়েছে। এই কারণে জেনারেশন জেড-এর সদস্যরা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারছে না, যা তাদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে।

কর্মসংস্থান ব্যবস্থায় বৈষম্য এবং অস্থিরতা বাংলাদেশের শ্রমবাজারে একটি বড় সমস্যা। পুরনো ব্যবস্থা এবং চাকরি পাওয়ার প্রথাগত উপায়গুলির মাধ্যমে অনেক তরুণই তাদের কাক্ষিত চাকরি পাচ্ছে না। তাছাড়া, চাকরির ক্ষেত্রে লিঙ্গ, জাতিগত এবং আঞ্চলিক বৈষম্যও প্রকট হয়ে উঠছে। পুরনো নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলি এখনও প্রচলিত, যেখানে ব্যক্তিগত সংযোগ এবং সিস্টেমের মাধ্যমে চাকরি পাওয়া যায়। এই অবস্থায়, জেনারেশন জেড যাদের দক্ষতা ও নতুন চিন্তা থাকতে পারে, তারা অনেক সময়ই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

উপরন্তু, কর্মসংস্থান ব্যবস্থা এখনো অস্থির এবং অপ্রত্যাশিত, যা অনেক তরুণকে ভয়ভীতি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়।

পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং দেশীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আরও কিছু সমস্যা তৈরি করছে। দেশে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি অর্থনৈতিক মন্দা, মুলায়্ক্ষীতি, এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এসব কারণে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে বাধা পাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলিতে কর্মী নিয়োগের পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, যেমন যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আইটি সেবার পর্যাপ্ত উন্নতি না হওয়া, কাজের সুযোগ এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে, জেনারেশন জেড-কে তাদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সাফল্য লাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বর্তমানে জেনারেশন জেড-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য আরও বেশি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সিং এবং ডিজিটাল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ থেকে আসে কঠোর প্রতিযোগিতা। ভারতের মতো দেশ যেখানে প্রযুক্তিগত দক্ষতার স্তর উন্নত এবং শ্রমবাজার আরও বড়, সেখানে বাংলাদেশের তরুণদের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। অভ্যন্তরীণ বাজারেও, অনেক সময় চাকরির জন্য অপ্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা দেখা যায়, যেখানে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রের কাজের জন্য অনেক বেশি আবেদন জমা পড়ে, কিন্তু সুযোগের পরিমাণ কম থাকে। এই ধরনের প্রতিযোগিতা জেনারেশন জেড-এর সদস্যদের পেশাগত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

জেনারেশন জেডের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ এবং তাদের দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রজন্মের সদস্যরা যাতে তাদের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে, সে জন্য প্রয়োজন শিক্ষার উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সংস্কৃতির বিকাশ, ডিজিটাল সংযোগ এবং সরকারের কার্যকর নীতির বাস্তবায়ন।

কর্মসংস্থান বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে শিক্ষার মান এবং সিলেবাসে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। নতুন প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা এবং উদ্যোগের প্রতি আগ্রহী তরুণদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রযুক্তিগত, ডিজিটাল এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জেনারেশন জেডকে বিভিন্ন শিল্পখাতে দক্ষ ও প্রস্তুত করা যেতে পারে। এটি শুধু তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে, বরং বাংলাদেশকে একটি দক্ষ কর্মী বাহিনীর দিকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে, যা বিশ্বের যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

উদ্যোক্তা মনোভাব এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের উচিত উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে তারা সহজে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারবে। উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ফান্ডিং এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। উদ্যোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর সুবিধা, সহজলভ্য ঋণ এবং আইনি সহায়তা প্রদান করলে, জেনারেশন জেড তাদের উদ্যোগে সফল হতে পারবে। এর পাশাপাশি, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উদ্যোক্তা শিক্ষা এবং ব্যবসা পরিচালনার প্রশিক্ষণও আরও বাড়ানো উচিত।

ডিজিটাল সংযোগের মাধ্যমে তরুণরা শুধু স্থানীয় নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে পারে। সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। জেনারেশন জেড তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করতে পারবে। দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করতে সরকারি উদ্যোগ এবং সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে, বাংলাদেশের তরুণরা বিশ্বের যেকোনো বাজারে তাদের শ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শ্রমবাজারের আধুনিকায়নে সরকারের নানা ধরনের নীতি এবং সংস্কার আনা জরুরি। প্রথমত, সরকারকে দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে তরুণরা প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে তাদের কর্মজীবনের নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। তৃতীয়ত, সরকারের উচিত নতুন শিল্প এবং উদ্যোক্তা খাতে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রণোদনা দেওয়া, যাতে তরুণরা নতুন নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারে। অবশেষে, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করাও গুরুত্বপূর্ণ, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পখাতের প্রসারে সহায়ক হবে। এইভাবে, বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট নীতিগত সংস্কার তরুণদের জন্য একটি উন্নত এবং সুষ্ঠু শ্রমবাজার গড়তে সাহায্য করবে, যেখানে তারা তাদের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

জেনারেশন জেড এর দক্ষতা এবং মানসিকতা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান খাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এই প্রজন্ম ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং নতুন ধারণায় পারদর্শী, তাদের উদ্যোক্তা মানসিকতা এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি দেশীয় শ্রমবাজারকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে। তাদের প্রযুক্তি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, এবং সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে নয়া বিপ্লব আসতে পারে। তবে, তাদের এই সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষার মান এবং প্রশিক্ষণের উন্নয়নের মাধ্যমে।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে বিদ্যমান। যেখানে প্রযুক্তির উদ্ভাবন, নতুন শিল্পের বৃদ্ধি, এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, সেখানে দক্ষতার ঘাটতি, বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা কিছু চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা মোকাবেলা করতে সরকারের দায়িত্ব আরও বড় হয়ে উঠেছে।

তবে, সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। যদি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সংস্কৃতির বিকাশ, এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজের সুযোগ তৈরি করে, তবে জেনারেশন জেড তাদের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি, দেশের অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নত করলে, বাংলাদেশের শ্রমবাজার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে এবং এই প্রজন্মের জন্য বহুমাত্রিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

সুতরাং, জেনারেশন জেড-কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ প্রদান এবং সরকারের নীতি সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করতে পারবে।

তৌফিকুল ইসলাম পিয়াসের বই বদলে যাবার সুযোগ-ওয়েক আপ বাংলাদেশ

ফরিদ কবির

১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর গত ৫৩ বছরেও বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটিতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, তার মূলে নানাবিধ ফ্যাক্টর জড়িত বলে আমার নিজের ধারণা।

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব ছাড়াও রাজনীতিবিদসহ এ দেশের মানুষের সুশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবকেও আমি এদেশে ফ্যাসিবাদ জন্ম নেয়ার পেছনে দায়ী বলে মনে করি। এদেশের মানুষের মধ্যে যেভাবে দুর্নীতি ও এনার্কিজম জায়গা করে নিয়েছে, তাতে এদেশকে কেবল সংবিধান বদলের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যকার দুর্নীতি ও এনার্কিস্ট মানসিকতার অবসান ঘটবে- তা মনে হয় না।

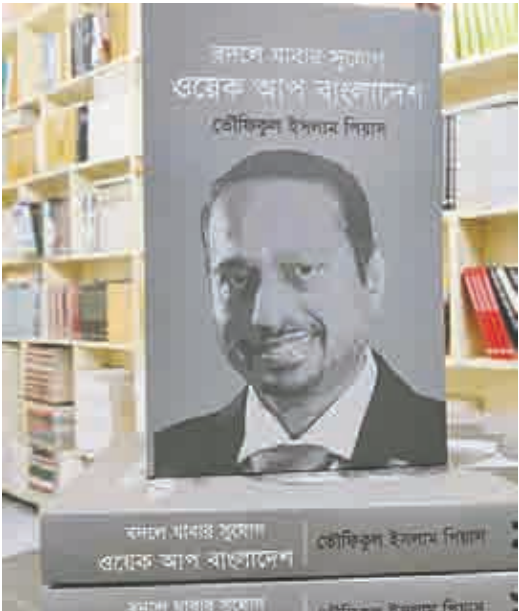
৫০ বছর ধরে যে বিভক্তির রাজনীতি আমরা করে এসেছি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের ভিন্নতাকে পুঁজি করে একদল অপর দলের মধ্যে যে হিংসার বীজ আমরা বুনেছি তা কেবল নতুন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে রাতারাতি তিরোহিত হবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষক নই, সক্রিয়ভাবে কখনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িতও ছিলাম না। তবে, সাদা চোখে এমনটাই মনে হয় আমার।

সাহিত্যের বাইরে ইতিহাসের একজন পাঠক হিসেবে এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এ দেশটিকে আমিও আরো অনেক নাগরিকের মতোই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই দেখতে চেয়েছি। কিন্তু গণতন্ত্র আমাদের কাছে আজও অধরাই থেকে গেছে। এদেশের অন্তত ৮০ শতাংশ মানুষ ধর্ম প্র্যাকটিস করলেও সং মানুষের সংখ্যা কিছুতেই ৫ শতাংশের বেশি নয়। অর্থাৎ ধর্মও আমাদেরকে নৈতিকভাবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের প্রায় সর্বত্র ঘৃণ, দুর্নীতি, কমিশনবাণিজ্য, ভেজাল- এসব ছেয়ে গেছে।

এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ও উন্নত একটি দেশ হিসেবে দেখতে চান সকল দেশপ্রেমিক মানুষই। এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন যারা দেখেন এবং এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে হলে কী করণীয় সেসব নিয়েও যারা ভাবেন তাদের একজন আমেরিকা-প্রবাসী তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস।

বাংলাদেশকে তিনি একটি উন্নত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে কেবল দেখতে চান তা নয়, বরং তা করতে হলে আমাদের কী করণীয় সে সম্পর্কে তিনি সময়ে সময়ে বেশ কিছু ভাবনাজাগানিয়া নিবন্ধও লিখেছেন। সেসব নিবন্ধ নিয়েই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'বদলে যাবার সুযোগ: ওয়েক আপ বাংলাদেশ'।

এ বইয়ে তার দেয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সংক্রান্ত বেশকিছু তথ্য ও মতের সঙ্গে আমি



একমত নই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটিকে এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই বলে মনে করি। এ বইয়ের বেশকিছু নিবন্ধ আমাদের নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদেরও পড়া দরকার বলেই মনে হয়।

তার অনেক প্রস্তাবনাকেই প্রাথমিকভাবে ইউটোপিয়ান মনে হতে পারে এবং তারপরও তার বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাঠকের মনে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার রচনায় যথেষ্ট সারবত্তা আছে বলেও একইসঙ্গে আমার মনে হয়েছে।

তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে এবং একই সঙ্গে আমেরিকার মতো প্রেসিডেন্টশাসিত একটি সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে। বর্তমান সংবিধানটিকে তার কাছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরাণের জন্য উপযোগী নয় বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

যদিও বর্তমান সংবিধানের আওতায় কেন প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারব্যবস্থায় যাওয়া এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়ম সম্ভব নয় সে বিষয়ে যৌক্তিক কোনো বিশ্লেষণ তিনি হাজির করেননি। আমার ধারণা, আমেরিকার সরকারব্যবস্থাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় তার কাছে বেশি জনবান্ধব মনে হয়েছে এবং সে কারণেই আমেরিকার সংবিধানের মতো একটি সংবিধান প্রণয়ন করাটাই তার কাছে বেশি যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। তিনি কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন সেটা বোঝার জন্য তার লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক-

'বাংলাদেশের বর্তমান শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নিজেই আইনপ্রণেতা এবং নিজেই সরকারপ্রধান। অর্থাৎ তিনি চাইলে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হতো যে, প্রেসিডেন্ট নিজে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবেন না; আইন প্রণয়ন করবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা এবং ঐ আইন মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্ট নিজে যা ইচ্ছে করতে পারবেন না; তাকে আইন মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে এবং আইনকে কঠোরভাবে পাহারা দিবে সংসদ। প্রেসিডেন্ট কোনো ডুল করলে সংসদ তার "গলা টিপে" ধরবে। এরকম ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা থাকলে দেশে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা হবার কোনোই সুযোগ থাকে না। এবং আইন যদি থাকে যে, 'বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তার জীবদ্দশায় ২ মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবে না; তাহলে ফ্যাসিবাদ কায়ম হবার সম্ভাবনা শতভাগ কমে যাবে।' তিনি আরো বলেছেন, 'বাংলাদেশের আইনকানুন সবই একজন রাজা কর্তৃক প্রজা শাসনব্যবস্থা মাত্র; যেখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।'

বাংলাদেশের অর্থনীতি, গণমানুষের অধিকার, পুলিশের ক্ষমতা ও ব্যবহার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, আইন আদালত, কূটনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চারশোরও বেশি পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে রয়েছে ট্রান্সজেন্ডার নিয়েও অসামান্য একটি লেখা। এমনকি বইটিতে আছে 'মাথা উঁচু করে থাকা একজন শেখ মুজিব' নামের একটি নিবন্ধও। শেখ মুজিবুর রহমানকে এতে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হিসেবে চিত্রায়িত করা হলেও শাসক শেখ মুজিবের ভুল-ত্রুটির বিবরণও তিনি দিয়েছেন।

বইটিতে থাকা তার বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন সময়ে লেখার কারণে বেশকিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আশা করি, পরের সংস্করণে তিনি সেসব ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করবেন। তবে, তার গদ্য স্বাদু ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায় পড়তে মন্দ লাগেনি। বইটি পড়তে পড়তে এও মনে হয়েছে, বদলে যাওয়ার এ সুযোগ কি আমরা সত্যিই কাজে লাগাতে পারবো? নাকি আমরা আবারও জড়িয়ে যাবো- আগেরই মতো, ফ্যাসিবাদের পুরোনো চক্রব্যূহেই। সময়ই তা বলে দেবে।

তৌফিকুল ইসলাম পিয়াসকে অভিনন্দন, এমন একটি সময়োপযোগী গ্রন্থ উপহার দেয়ার জন্য।

তার বইয়ের শিরোনাম ধার করেই বলি- জাগো বাংলাদেশ! বদলে যাওয়ার, বদলে দেয়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ।

ইতিবাচক বার্তা পৌঁছানো দরকার

মাসুমা হক প্রিয়াংকা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম হয়ে উঠেছিল। দেশজুড়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান এবং অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা শুধু ছাত্রসমাজ নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আন্দোলনটি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এটি নেতৃত্ব, সংগঠনগত কাঠামো এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অভাবসহ একাধিক সমস্যা জর্জরিত। এই মুহূর্তে সঠিক দিকনির্দেশনা ও আত্মসমালোচনাই আন্দোলনের পথ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা সারজিস আলম দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়ে যে বার্তা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃত্ব কেবল ক্ষমতা ধরে রাখার নয়, বরং নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ারও ব্যাপার। সারজিস আলমের ফেসবুক পোস্টে তাঁর স্বীকারোক্তি এবং সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সংগঠনে দায় স্বীকার এবং স্বচ্ছতার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটি একটি ইতিবাচক বার্তা দেয় যে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্বে থেকেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা উচিত এবং প্রয়োজনে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার পথ তৈরি করা উচিত। তবে এই ইতিবাচক উদাহরণ যখন সংঘর্ষ, নেতৃত্বের বিভাজন এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পটভূমিতে ঘটছে, তখন এটি পুরো সংগঠনের একটি অস্থিতিশীল চিত্রকেই উপস্থাপন করে নাকি?

সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর বাংলামোটরে সংগঠনের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এবং চট্টগ্রামে সমন্বয়ক রাক্ষির ওপর হামলার ঘটনা ইঙ্গিত দেয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। মতপার্থক্য, নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ এবং দায়িত্বের সমন্বয়হীনতা সংগঠনের কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। এ ধরনের ঘটনাগুলো শুধু সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করে না, বরং সাধারণ জনগণের আস্থা হারানোর অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষত, সংঘর্ষের ঘটনাগুলোর দ্রুত সমাধান এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া পরিস্থিতিতে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন প্রথম শুরু হয়েছিল, তখন মানুষের মধ্যে নতুন এক আশার আলোর বালকানি দেখা গিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বার্তা, সুশৃঙ্খল

আন্দোলন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত মনোভাব তাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে নেতৃত্বের বিভক্তি, আদর্শচ্যুতি এবং অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ আন্দোলনটির শক্তিশালী ভিত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যদি সংগঠনটি অবিলম্বে এ সমস্যাগুলোর সমাধান না করে, তাহলে তাদের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে ক্ষয় হবে এবং অন্য দল বা গোষ্ঠী এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের জায়গা দখল করতে পারে।

সারজিস আলমের পদত্যাগ একটি ইতিবাচক বার্তা দিলেও এ ধরনের সংকট বারবার ঘটা ঠিক নয়। নেতৃত্ব যেন ক্ষমতার লড়াইয়ের চক্রে না আবর্তিত হয়, সে জন্য সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সমন্বয়কেরা দায়িত্ব ও ক্ষমতার সুযম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারেন।

দলীয় নীতি এবং আদর্শের বাইরে গিয়ে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি সদস্যদের মাঝে সংলাপ এবং মতবিনিময়ের পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রস্তুত করতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক গ্রুপগুলোর মধ্যে সমন্বয় আরও উন্নত করতে কার্যকর প্রশিক্ষণ ও গাইডলাইন থাকা জরুরি।

কোনো আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে জনগণের সমর্থনের ওপর। নেতাদের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ নয়, বরং জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা। তাদের সামাজিক প্রকল্পগুলোর ওপর ফোকাস বাড়িয়ে জনগণের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছানো দরকার। সংঘর্ষ ও সহিংসতার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে সাংগঠনিক বিষয়ে স্থিতিশীলতা আনা জরুরি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরি করেছিল। এটি তারুণ্যের শক্তি এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর চেতনায় একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সংকট, নেতৃত্বের বিভাজন এবং সংঘর্ষ আন্দোলনের সেই অর্জনে ক্ষয় করেছে।

এ মুহূর্তে সঠিক দিকনির্দেশনা, নেতৃত্বের স্বচ্ছতা এবং সংহতি পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সংগঠনটির গৌরবের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব। এটি শুধু নেতৃত্ব এবং কর্মীদের ওপর নয়, বরং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইটস ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

➤ আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট

➤ আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না

➤ আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি

➤ আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান

➤ আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে

আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange App.

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



**দেখায়ে স্বাদ
নবান্নেই**

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
- সুসজ্জিত হলে বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH Uber Eats GRUBHUB

www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718 734 6000



LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)



ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

মেক্সিকো-এক সমৃদ্ধ সভ্যতার দেশ

পূর্ববর্তী সংখ্যার পৃষ্ঠার পর

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত। এই বিপ্লব মেক্সিকোর জনগণকে অধিকার এবং সমতার পথে অগ্রসর হতে আজও প্রেরণা দেয়। ঐতিহাসিক বিপ্লবই আধুনিক মেক্সিকোর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মেক্সিকো বিপ্লব ১৯১০ সাল থেকে শুরু হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২০ সালে শেষ হয়। এটি মোট দশ বছর ধরে স্থায়ী ছিল। যদিও এই সময়কালেই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলো ঘটে, কিন্তু বিপ্লবের প্রভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতা আরও অনেক বছর ধরে চলতে থাকে। এর জের এখনও চলমান। বিপ্লব পরবর্তী মাদেরো প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু, তাঁর শাসন সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। ভূমি সংস্কার ও কৃষকদের অধিকার নিয়ে জোরালো কিছু পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে তিনি সমালোচিত হন। ১৯১৩ সালে জেনারেল ভিক্টোরিয়ানো ছয়ের্তা একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মাদেরোকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। ভিক্টোরিয়ানো ছয়ের্তা দ্রুতই স্বৈরশাসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পাশ্চাত্য ভিয়া, এমিলিয়ানো জাপাতা ও ভেনুস্তিয়ানো কারাঞ্জার মতো বিপ্লবী নেতারা ছয়ের্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৯১৪ সালে ছয়ের্তা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ছয়ের্তার পতনের পর বিভিন্ন বিপ্লবী নেতা ক্ষমতার জন্য লড়াই শুরু করেন। কারাঞ্জা, ভিয়া ও জাপাতার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই সময়ে কারাঞ্জা ক্রমশ শক্তিশালী হন এবং ১৯১৭ সালে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পাশেই মেক্সিকো দেশটির বর্তমান রাজনীতিও আবর্তিত হচ্ছে গত শতাব্দীর বিপ্লবের জের ধরেই। বিপ্লবীরা বিভক্ত হয়েছেন, সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছে বহু বার, নির্বাচিত লোকজনের মেয়াদ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যদিও থামেনি অস্থিরতা। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। নীতিহীন রাজনীতিবিদ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার সংকট এখনও জোরালো।

মেক্সিকোর বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জটিল ও বহুমুখী। ২০২৪ সালে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার আনুমানিক ২ দশমিক ১-২ দশমিক ৫ শতাংশ হতে পারে। কোভিড-১৯ সময়ে মেক্সিকো অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধার লক্ষণীয়। তবে, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা বাধা হিসেবে কাজ করেছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে মেক্সিকোর সক্ষমতা সীমিত। দেশটির দুর্বল অবকাঠামো ও নিরাপত্তার ঘাটতিকে এ কারণে বলে মনে করা হয়।

মেক্সিকোর রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল ও ক্যাটেল-সংক্রান্ত সহিংসতা দেশের বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। মাদক পাচার, বিশেষ করে ফেন্টানিল ও অভিবাসন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কও জটিল রূপ নিয়েছে। গণতন্ত্রের অবনতি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশটির স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

মেক্সিকো সিটির পথে হাঁটলে সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে কথা বললে উদ্বেগ ও অসন্তোষের কথাই উঠে আসে। নিজেকে এ লোকগুলোর খুব কাছাকাছি মনে হয়। লক্ষ্য যখন এক হয়, তখন নিজেদের মধ্যে বিরোধ লাগে কেন? - ওলিনাকে এক বার জিজ্ঞেস করেছিলাম।

মিশরে বাম আন্দোলন করে ব্যর্থ কমরেড মোবারকের উত্তর,

: লক্ষ্য অর্জনে পদ্ধতিগত পার্থক্য, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অভিল্যষ ও দুঃভিঙ্গির অস্পষ্টতা অন্যতম কারণ। এ ছাড়া, যখন একাধিক ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে চায়, তখন লক্ষ্য যতই অস্পষ্ট হোক না কেন, কর্তৃত্বের লড়াই থেকে বিরোধ দেখা দেয়। কেউ কেউ মনে করে, অন্যদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি সফল হবে না বা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট কার্যকর নয়। এই অনাস্থা থেকেও মতবিরোধ হয়।

- সামাজিক সাম্যের লড়াইয়ের একজন আজন্ম কর্মি হিসেবে কমরেড মোবারকের কথাগুলো মনে পড়ে।

‘রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন গণতান্ত্রিক আদর্শকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসন করে, তখনই সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়। সামাজিক অবিশ্বাস ও বিভাজন সৃষ্টির পেছনে বঞ্চনাই প্রধান কারণ।’

- মেক্সিকো সিটির বিমূর্ত কোলাহলে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুধু কানেই বাজছে, এমন নয়। বুকেও লাগছে।

নগরকেন্দ্রের বিশাল স্বাধীনতা চত্বরে প্রতিবাদী জনতার সাথে হাত উঠাই! অধিকার হারা মানুষের চিৎকার সর্বত্রই যে এক।

সময়, সামর্থ, সুযোগ, সংযোগ আর সঙ্গী - এসব ‘স’-এর সম্মিলন হওয়া খুব কঠিন। কোথাও বেড়তে গেলে এসব কথা খুব মনে লাগে। জীবনের যাত্রাপথ খুব সংক্ষিপ্ত। সত্যিকার অর্থে কিছুই পর্যাপ্ত দেখা ও জানার অবকাশটা কোথায়? হচ্ছে করলেই বেরিয়ে পড়া যায় না। জীবন সংসারের জটিল বেড়াঙ্কাল আমাদের। বিচরণ করতে গিয়ে দেখা যায়, সূর্য হেলে পড়েছে বেশ আগেই!

মেক্সিকো নগরকেন্দ্র থেকে উত্তরে, মাইল পঞ্চাশেক দূরত্ব। মেক্সিকোর পিরামিড প্রাচীন মেসোআমেরিকান সভ্যতার প্রতীক। মানব ইতিহাসের সৃজনশীলতাকে উদযাপনের এক অনন্য নিদর্শন। এই পিরামিডগুলো নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক যুগের আগ পর্যন্ত। এগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় স্থাপনা ছিল না, বরং জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক এক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহৃত হত।

পায়ে হাটা পথ। মাইল খানেক হাঁটলেই টের পাই কতোটা শারীরিক অক্ষমতা এরমধ্যেই পেয়ে বসেছে। কড়া রোদে মরুভূমিসম এলাকা। ক্যাকটাস গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে গারিসারি।



বিভিন্ন দেশের ২০ জনের একটি দলের সাথে পিরামিড দেখার ও এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করছিলাম আমরা। সফরসঙ্গী সাংবাদিক হেলাল উদ্দিন রানা। ধরে নিয়েছিলাম কাগড়াবাঁটি হবে। অত্যন্ত কেয়ারিং মানুষটি। ধন্যবাদ দিয়ে রাখি এখানে। এসব কষ্টকর অভিযাত্রা একা একদমই সম্ভব নয়।

পিরামিড দর্শনে সফরসঙ্গী দুই সুন্দরী নারী। তাঁরা এসেছেন চিলি থেকে। যেসব দেশের মানুষ এতো সুন্দর হয়, দেশটা নিশ্চয়ই আরও কতো সুন্দর। অল্প ইংরেজি জানা এমেলিয়া নিজের নাম পরিচয় দিয়ে আলাপ শুরু করে দিলেন। গাশেরজনকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন নিজের স্ত্রী বলে। বছর পাঁচেকের প্রেমের পর সম্প্রতি তাঁরা বিয়ে করেছেন। দুই সুন্দরী নারীর দাম্পত্য পশ্চিমা সমাজে এখন আলাদা কোন আলোচনারই অবকাশ রাখে না। তাদের অভিবাদ জানিয়ে সমকামীদের দাম্পত্য সঙ্গ উপভোগ করার জন্য হেলাল উদ্দিন রানাকে আমন্ত্রণ জানাই। পরিচয় করিয়ে দেই।

মিশরের পিরামিড নিয়ে আমাদের অনেকেরই বিস্তর জানাশেনা। এসবের নির্মাণ নিয়ে এখনও গবেষণা চলমান। মানুষের হাতে নির্মিত এসব স্তাপত্য নিয়ে মিথসহ সাংঘর্ষিক ইতিহাসও রয়েছে।

মেক্সিকোর টুর গাইড এভেলা বেশ কৌশলে মিথটির উল্লেখ করলেন। হাজার হাজার বছর আগে প্রযুক্তিবিহীন সমাজে মানুষের পক্ষে এসব নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। এলিয়েনরা এসে এসব নির্মাণ করেছে বলে এখনও লোকজন বিশ্বাস করে।

মেক্সিকোর পিরামিডগুলো সাধারণত সিঁড়ি-ধাঁচের স্থাপত্যে নির্মিত। এগুলোই নকশায় ধর্মীয় ভাবধারা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি মানুষের গভীর আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে। তেওতিষ্য়াকান - সূর্য ও চাঁদের পিরামিড। মেক্সিকো সিটি থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে। সূর্য পিরামিড তেওতিষ্য়াকানের বৃহত্তম কাঠামো ও মেক্সিকোর দ্বিতীয় বৃহত্তম পিরামিড। নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল মাটি ও পাথরের মিশ্রণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিখুঁত জ্ঞান রহস্যময়তার এক নকশা করা হয়েছিল। ১০০-২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এর নির্মাণকাল বলে মনে করা হয়। পিরামিড নির্মাণে রশি, কপিকল ও ভার উত্তোলনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন মেসোআমেরিকানরা চাকা বা ধাতব যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করেও এই বিশাল কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সিঁড়ি-আকৃতির নকশা, যা দেবতাদের প্রতি মানুষের আরাধনার

প্রতীক। পিরামিডের শীর্ষে মন্দির বা ধর্মীয় স্থান। এগুলোর অবস্থান এমনভাবে নির্ধারিত হত যে তা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত।

মেক্সিকোর পিরামিডগুলো মূলত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল। পিরামিডের শীর্ষে দেবতাদের আরাধনার জন্য মন্দির থাকত। কিছু পিরামিডে বলি প্রদানের স্থান পাওয়া গেছে। এটি দেবতাদের প্রতি আনুগত্য ও ফসলের সমৃদ্ধির প্রার্থনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত। স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকরা মেক্সিকো দখল করার পর প্রাচীন পিরামিডগুলো অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক পিরামিডের পাথর ব্যবহার করা হয় ঔপনিবেশিক ভবন নির্মাণে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় স্প্যানিশরা পিরামিডগুলোর উপরের মন্দিরগুলো ভেঙে দেয়। মেক্সিকোর পিরামিড কেবল প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন নয়, বরং এটি একটি সভ্যতার সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির চিহ্ন। পিরামিডগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, মানবজাতির সৃষ্টিশীলতা ও প্রকৃতির প্রতি সম্মান কিভাবে যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে থাকে। মেক্সিকোর পিরামিড আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে প্রাচীন জ্ঞানকে সংরক্ষণ করতে এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে তার সেতুবন্ধন তৈরি করতে।

চন্দ্র ও সূর্য পিরামিডের মাঝ পথ দিয়ে হাঁটছিলাম। ইতিহাসের হাজার হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস পাঠ করা যায়। পিরামিড চত্বরের বিশাল দরবার ময়দানে দাঁড়িয়ে ধাতস্ত হওয়ার চেষ্টা করি, অনুভব করার চেষ্টা করি। স্তাপত্য আর রহস্যময়তার এক অবগুণ্ণীয় আবহ। ইতিহাসের অজানা সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে এক অসহায় ক্ষুদ্র মানুষই মনে হয়।

মেক্সিকো সিটি সেন্টার রোববারে উৎসবমুখর মানুষের মুখ দেখি। উৎসবপ্রিয় মেক্সিকোর মানুষ। সারা বছর ধরে বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়। এর মধ্যে ডে অব দ্য ডেড বা মৃতদের স্মরণে উদ্‌যাপন সবচেয়ে বিখ্যাত। ওলিনার কাছ থেকেই এ উৎসবের কথা প্রথম জানতে পারি। পশ্চিমা অনেক দেশে মেক্সিকোর এ উৎসবেরা আমাদের হেলোইন উৎসবকে গুলিয়ে ফেলা হয়। এ দুই উৎসব কাছাকাছি সময়ে হয় বলেই এমন বিভ্রান্তি। ডে অব দ্য ডেড একান্তই মেক্সিকোর ঐতিহ্যবাহী উৎসব। অন্যতম প্রাচীন উৎসব। এটি জীবিত ও মৃতদের মধ্যে সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবটি জীবনের ক্ষণস্থায়ীতাকে উদ্‌যাপন করে এবং মারা যাওয়া প্রিয়জনদের স্মরণ করা হয় বেশ ঘটা করে। অধিকাংশ মেক্সিকোতে মৃতদের জন্য

দিবসটি দুই দিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়। ১ নভেম্বর শিশুদের স্মরণে উদ্‌যাপিত হয়, যা ‘ডায়া ডি লস অ্যাঞ্জেলিস’ (ছোট দেবদূতদের দিন) নামে পরিচিত। ২ নভেম্বর প্রাপ্তবয়স্কদের স্মরণে উদ্‌যাপন করা হয়। এটিই প্রকৃত ডে অব দ্য ডেড।

ডে অব দ্য ডেড-এর শিকড় প্রাচীন অ্যাজটেক, মায়া ও মেসোআমেরিকান সংস্কৃতিতে। তারা মৃত্যুকে জীবনের একটি অংশ হিসেবে দেখত ও বিশ্বাস করত আত্মা মর্ত্যে ফিরে আসে। স্প্যানিশ ঔপনিবেশের সময় এটি ক্যাথলিক ‘ডল সোলস ডে’ ও ‘অল সেন্টস ডে’-র সঙ্গে একীভূত হয়। ফলে, আজকের এই উৎসব গড়ে ওঠে।

অফ্রেন্দা সাজানো হয়। অফ্রেন্দা হল একটি বিশেষ বেদি, যেখানে মৃত প্রিয়জনদের ছবি, প্রিয় খাবার, পানীয়, ফুল ও স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয়। ম্যারিগোল্ড ফুল ‘মৃতদের ফুল’ বলে পরিচিত। এর সুবাস আত্মাদের পথ দেখায়। মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করা হয় আবার পথ আলোকিত করতে ব্যবহৃত হয়। চিনি দিয়ে তৈরি মানুষের মাথার খুলি তৈরি করা হয়, যা মৃত্যু ও জীবনের মধুর স্মৃতিকে প্রতীকায়িত করে। পান দে মুয়ের্তো (মৃতদের রুচি); যা বিশেষত এই উৎসবের ভোজ্য দেয়া হয়।

শবে বরাতের সময় আসলে আমাদের দেশে এ কাজটি করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে কবরস্থানে গিয়ে তাদের প্রিয়জনদের কবর পরিষ্কার করা হয়। নানা সাজে সজ্জিত করা হয় মারা যাওয়া প্রিয়জনের কবর। দিয়া দি লস দিবসে মেক্সিকানরা প্রিয়জনদের স্মরণে গান গায়, প্রার্থনা করে ও খাবার ভাগাভাগি করে। কঙ্কালকে নানা রঙে সাজিয়ে ‘ক্যালাকা’ তৈরি করা হয়। কঙ্কালের এ রঙিন অবস্থাকে জীবনের অস্থায়ীতার আনন্দকে স্মরণ করাইয়ে দেয় বলে মেক্সিকানরা মনে করে। লা ক্যাটরিনা নামের ধনী নারীর পোশাক পরা একটি কঙ্কালের প্রতীক এ উৎসবে ব্যবহার করা হয়।

‘ডে অব দ্য ডেড’ কোন শোকের দিন নয়। এটি মারা যাওয়া প্রিয়জনদের জীবনকে জীবিতদের উদ্‌যাপন এবং তাঁদের সঙ্গে আত্মিক সংযোগের একটি উপলক্ষ্য। উৎসবটি মৃত্যু থেকে ভয়ের পরিবর্তে আনন্দ ও শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগ্রত করে। ২০০৮ সালে, ইউনেস্কো এই উৎসবকে ‘মানবতার মৌখিক ও অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৭ সালের চলচ্চিত্র ‘কোকো’ এই উৎসবের ধারণার ভিত্তির উপর নির্মিত। এর পর থেকে সারা বিশ্বে পরিচিতি পায় ‘ডে অব দ্য ডেড’ উৎসব।

এক সপ্তাহে একটি দেশের গভীরে ঢোকা হয়তো সম্ভব নয়। তবে সেই সময়টুকুতেও দেশটির

সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে দূর থেকে পাঠ করা যায়, মানুষের সাথে কথোপকথনের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। মেক্সিকো শহরে কাটানো এক সপ্তাহ নতুন করে ভাবিয়েছে- পৃথিবীর বিভাজন, মানবজীবনের সংগ্রাম এবং সবকিছুর মাঝে মানুষের অদম্য চেতনা।

মেক্সিকো সিটির প্রাণবন্ত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রাচীন অ্যাজটেক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি আর ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো এক নতুন জগতের দরজা খুলে দেয়। তবে, ঐতিহাসিক স্থাপত্য কিংবা সংগ্রহশালার নিদর্শন দেখার বাইরেও, সেখানে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা ছিল ভ্রমণের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। এক কফি দোকানের কর্মচারীরা হাসি, মেট্রোতে সহযাত্রীদের আড্ডা কিংবা পথে পথিকের আন্তরিক সাহায্য-সবকিছুর মাঝে বারবার উপলব্ধি করেছে, মানুষ সর্বত্র এক। তবুও, এই মানুষগুলোর মাঝে সীমান্ত, ধর্ম, জাতপাত দিয়ে যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে, তার প্রভাবও অধীকার করা যায় না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভ্রমণ করেও এক সত্য বারবার চোখে পড়ে; শাসকগোষ্ঠী কৌশলে মানুষকে বিভক্ত করে রাখে। কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও জাতপাতের নামে, কোথাও আবার জাতীয়তাবাদের মোড়কে। এই বিভাজন কেবল তাদের নিয়ন্ত্রণকেই শোক্ত করেছে, আর সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে এক চিরন্তন সংগ্রাম।

মেক্সিকোতে থাকার সময় আমি এক দিকে দেখেছি, জীবনের উজ্জ্বল রূপ- উৎসবের আলো, খাবারের সমৃদ্ধি, সংস্কৃতির গভীরতা। আবার অন্যদিকে, অনুভব করেছি সেই চাপা দুঃখ, ক্ষোভ ও বঞ্চনা; যা সমাজের আরও বৃহৎ অংশকে বয়ে বেড়াতে হয়। এই বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতা কেবল মেক্সিকোতেই নয়, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই কম-বেশি একই রকম।

আমাদের বিশ্বায়িত পৃথিবী যতই ছোট হোক, সীমানাগুলো অদৃশ্য হতে চায় না। ভ্রমণ, সংযোগ আর সংলাপের মধ্য দিয়ে বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। বিভিন্ন দেশে হাঁটতে গিয়ে আমি প্রতিবারই একটি নতুন উপলব্ধি নিয়ে ফিরি- মানুষের বিভক্তি আর বিভাজন আরোপিত। আর সেই আরোপিত বিভাজনকে অতিক্রম করার শক্তি মানুষের মধ্যেই বিরাজমান।

মেক্সিকো ভ্রমণের শেষ দিনে আমি এই ভাবনা নিয়েই ফিরে আসি। হয়তো আমরা সবাই ভিন্ন, কিন্তু আমাদের সংগ্রাম এক। চলমান এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ সত্যিকারের মানবতার জয়গানে মুখরিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করে।



তুঁহ-তুঁহ

শঙ্খশুভ্র পাত্র

সেই তো 'নয়ন'-এ এসে ছোটোদের ভালবাসা চের
হৃদয়ে লালিত হল। বাখরাবাদে এসে সংকেত
ফোনাল্যাপে সাক্ষা অথচ সংগীতপ্রীতি আমাদের
চিরকালই। কালী। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অভিপ্রেত
ব্যক্ত করি। বক্তা সাজি। যেন মন পণ্ডিতপ্রবর!
ওই যে 'শ্রীম'-র বিমা, সীমাহীন, ভক্তিপ্রদ, শুভ...
গঙ্গাতীরে সংঘারাম, তোতাপুরী, আশ্চর্য খবরা
নরেনেই নান্দনিক— শিকাগো, স্বীকার করি, ধ্রুবা

'নয়ন', আশ্চর্য, চর্যা— বয়নে সে ফুল্ল, কুসুমিত।
চয়নে কোমল, সাধু শয়নে, শ্রী, স্বপ্নাধিক ডানা।
তুল্যমূল্য ভুলে গিয়ে একান্তে সহজ হও, প্রীতা
সাধনার সিদ্ধি এই— আত্মানং বিদ্ধি, মহারানা।
পাথের, পৃথিবী, প্রাণ— পরিগতি, প্রণয়, প্রণাম
তৃতীয় নয়ন জানে— 'তুঁহ-তুঁহ', ভুলেছি 'স্বনাম'।

ধর্ম বাহক

পিনাকী রঞ্জন মিত্র

প্রলুব্ধ আশায় ধর্মের নাম দিয়ে কঠোর বিধি নিষেধ গুলো
পায়ে বেড়ির মতো মনে বেড়ি পরিয়ে রাখার জন্য
গারদের চেয়েও শক্তিশালী।
ধর্ম যদি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার রাস্তা হয়
আর ঈশ্বর যদি বন্ধনের মুক্তি হয়
তবে বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে এতো বিধি নিষেধ
এতো বেড়ি পরিয়ে রাখার ব্যবস্থা আর এতো
গোঁড়ামি ও এতো লড়াই কেন?
সাদা পৃথিবী জুড়ে ঈশ্বরের পথ আর
ধর্মের বিধি নিষেধ গুলো পরস্পর বিরোধিতায়
সদায় যুদ্ধে ব্যস্ত
ধর্মের দোহাই দিয়ে গোঁড়ামিকে হাতিয়ার করে
আর কতদিন ঈশ্বরকে দূরে রাখবে -
হে, ধর্ম বাণীবাহক?

পথ ও নদী

শেখর ভট্টাচার্য

পথেরা অতস্ত্র, দিগন্তের শেষ সীমান্তে দেখা যায় পথের
শেষ রেখা
বৃক্ষ, তরুলাতা, আকাশ কাঁঠালচাঁপা, কখনো বা নদী
সঙ্গী হয় পথের।
বুকে সুগন্ধী, সতেজ স্রোত, বাড়ের উদ্যম নিয়ে দূর
দিগন্ত রেখায়
আকাশের সাথে মিশে যায় নদী। পথ ও নদী, বালি
আর জলকণা।
সূর্যরশ্মি গিলে খায় জলকণা, জলের অন্তরে স্বপ্নীল
নক্ষত্র বাগান
মাটির অন্তরে ঘর, নৈঃশব্দ্য পিয়াসী, হৃদয় কোঠারে
নৈঃশব্দ্য বাইরে পদধ্বনি
সরব পথ এগিয়ে যায় ধামাইলের অপূর্ব ছন্দে, জ্বলন্ত
সূর্য, চাঁদ, মেঘ
নক্ষত্রের রাত জাগা গল্প শুনে পৌছে যায় পথ দৃষ্টি
সীমানার বাইরে।
তারা জ্বলা রাত, চাঁদের সৌন্দর্যের হাহাকাহ, বৃষ্টিকে
আলিঙ্গন করে
গন্তব্যরেখা অদৃশ্য হতে হতে দৃশ্য পট থেকে উবে যায়
কল্লোলিনী নদী,
পথ ও নদী, জলকনা বালি, উবে গেলেও মত্ত হয়
আলিঙ্গনে মাটির গভীরে।

কেমন আছি

সুশান্ত হালদার

জানতে চেয়েছ, কেমন আছি?
আকাশে মেঘ, বৃষ্টি নাই
খড়খড়ে মাটি, এমনই দিনে কি করে বলি
সবুজ শ্যামলীমায় ভরে ওঠেছে আমারই জন্মভূমি?

মরণের ফাঁদ সাথে নিয়ে ঘুরি
নদী বিস্তৃত এই যে হরিহরদিয়া চর, মেন্দিপুর, সুতালডা
জন্মেই ত দেখেছি ভরা যৌবন নিয়ে ছল্লারিত পদ্মা নদী
যার বুকে বুক রেখে কতদিন বলেছি
'বিন্দাস আছি.'
ওগো কালো মেঘের স্নেহ-শুভ্র শ্রাবণ দিনের অভিমানী
কুমারী-সাতচল্লিশ রেখে গেলে, বাহাম দেখনি
কি করে বলি
অর্জিত স্বাধীনতায় এখনও ঘাসেটির 'পলাশী'?

জানতে চেয়েছ, কেমন আছি?
সুদীর্ঘ কাল যেখানে নদী বয়ে যায় সমুদ্র অভিমুখী
মায়ের মতো জননী যদি হয় 'জন্মভূমি'
তবে শত মরণেও জেনে রেখ....
'ভালো আছি' ওগো অভিমানী স্নেহশুভ্র কুমারী!

দ্বিকোষ

কোমল দাস

গুণির স্বভাবও হয়ে গেছে অবচয়,
অচেল জ্ঞানীও চলে গেছে অবতলে।
সাধুরও এখন বিনা দোষে সাজা হয়,
হযবরলতে যেন সবকিছু চলে।

বনমোরগের পদধ্বনির নাদে,
কাচের বোতলে দেহত্যাগ করে হাওয়া।
ভয় দেখিয়েও না হেসে ভূতরা কাদে,
সুখতারা করে চাঁদের উপরে ধাওয়া।

মাছেরা জানে না কত ধানে কত চাল,
চিংকার ছাড়ে থাকবে না আর জলে।
তীরে উঠে বলে টেনে পিপীলিকা হাল,
ভেজা জমিতেও এখন লাঙল চলে।

একদিন স্কুল শেষ হওয়ার পর সুবর্ণা ম্যাম বাসায়
ফেরার পথে ফুল খুঁজছিলেন। কারণ আজ তাঁদের
বিবাহ বার্ষিকী। তাই তিনি মহারাজকে ফুল উপহার
দিবেন।
হঠাৎ, দেখতে পেলেন, একটি শিশু, বয়স
আনুমানিক দশ হবে, পথে ফুল বিক্রি করছে। কিছুটা
দূর থেকে তিনি ডাকলেন, 'এই মেয়ে শোন।'
মেয়েটি ফুল হাতে নিয়ে বটগাছের নিচে ম্যামের
কাছে এগিয়ে আসলো। ম্যাম রজনী আর গোলাপ
নিলেন। টাকা দিতে গিয়ে বললেন, 'এই মেয়ে তোমার
নাম কী?'

সে বললো, 'ফুলকুঁড়ি।'
ম্যাম শুনে বললেন, 'তাই বুঝি তুমি ফুল বিক্রি
করো?'

ফুলকুঁড়ি বললো, 'না আপা! আমার আত্মা
বলছেন তাই বিক্রি করি।'
'তুমি রোজ ফুল বিক্রি করো? আর কোথায় যাও'
'কোনদিন রাস্তায়, কোনদিন পার্কে। নদীর ধারেও
যাই ফুল বেচতে।'

ম্যাম এর জানার আগ্রহ হলো তাই তিনি
জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাবা কি করেন?'
ফুলকুঁড়ি বললো, 'বাবার অসুখ কাজ করেন না।'
'তোমার বড় ভাই বা বোন নেই?'
'একটা বোন আছে তিন বছরের আর ভাইয়া
হোটলে কাজ করে। কিন্তু টাকা দেয়না। শুধু ভাই
খাওয়ায়।'

কথাগুলো শুনে সুবর্ণা ম্যামের মন খারাপ হলো।
তাই তিনি কৌতুহলবশত আবার জিজ্ঞাসা করলেন,
'তোমার পড়তে ইচ্ছা করেনা?'
ফুল বললো 'হ-করে। খুব করে। কিন্তু



আমরাতো গরিব।'
এ কথা শুনে তিনি ভাবলেন, আমি তো
আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, চাইলেই আমি ফুলকুঁড়িকে
পড়াতে পারি!
তিনি ফুলকুঁড়িকে বললেন, 'আগামীকাল দশটায়
আমি এখানেই তোমার সাথে দেখা করবো। এসো
কিন্তু।'
ফুলকুঁড়ি বললো, 'আচ্ছা আপা,' বলেই চলে
গেল।
পরেরদিন দশটায় ফুলকুঁড়ি চলে এলো একই
জায়গায়। তারপর ম্যাম তার সাথে তার বাসায়
গেলেন। ফুলকুঁড়ির বাবা মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে
বললেন, 'আমি ওকে পড়াতে চাই। সব খরচ আমি
দেবো।'

এই সব দিনযাপন

আইনাল হক

রোজ গ্লাসে ঢেলে নিরাপদ রাত্রি পান করি
বারান্দায় ঘুমদের অবোধ পায়চারি আর
ঘুমাতে দেয় না।
মধুর সমস্যার মুখোমুখি
নাগরিক জীবন ঠাই দাঁড়িয়ে থাকে গাছের মতন,
সার্জিক্যাল টেবিলে চেতনার ক্ষতবিক্ষত মৃত দেহ
দুর্বিষহ স্থির চিত্রের প্রদর্শনী রূপে উপস্থাপন করে;
ঘটনাচক্রে সময় হয়ে ওঠে কিসকর্তব্যবিমূঢ় সৈনিক।
এক ঢুক অপেক্ষা কালের সাক্ষী হয়ে
আর কত গলায় আটকে থাকবে?

অন্তর্ধান

শ্যামল বণিক অঞ্জন

এই ধুলোমাখা নির্জন মোঠোপথ ধরেই একদিন
চলে যাবো অন্তর্ধানে -
ফিরবো না আর কস্মিনকালেও তোমাদের অভিজাত রঙ্গশালায়।
চাকচিক্যময় আলো রোশনাই হাসি আনন্দ হৈ-ছল্লোড়ে-
আর কখনোই থাকবে না বিবর্ণ ম্যাডম্যাডে নিস্ত্রস্ত উপস্থিতি।

মানুষের জীবনটা বড় বৈচিত্র্যময় -
ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় শত সহস্রবার।
তোমার আমার মতো -
ভাঙা-গড়ার খেলায় কেউ জয়ী, কেউ-বা পরাজিত,
তবুও থেমে থাকে না জীবন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত,
চলতে হয় ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।
তেমনি করে চলতে চলতে আজ আমি বড় ক্লান্ত
পরিশ্রান্ত এক পথিক,
তারপরেও চলতে হবে শেষ গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য।

কোনো একদিন চির নিদ্রায় শায়িত হবে আমি-
ছায়া সুনিবিড় শান্তির ওই নীড়ে হিজল গাছের তলে।

হিউয়েন সাঙ

মারুফ আহমেদ নয়ন

প্রিয়তমা পাখির ঠোঁট মনে পড়ে। বিস্ময়কর
রজনীতে মছয়া অরণ্যে টুরিস্তি আমি। মদের
সাগরে সাঁতার কাটি। রচনা করি ফুগুর আয়ু।
বলো, কি লাভ হয়েছে মানুষ জন্ম পেয়ে। মন
সাদা হাদ্রর হয়ে হেসে ওঠে। আমার পাখিজন্ম
সারসের ভঙ্গিমায় জলে শিকার খোঁজে। মাছের
পোনা চঞ্চুতে নিয়ে ফিরে যাবে ঘরে। তোমাকে
হৃদয়ে আশ্রয় দিয়ে সেজেছি এক পরিত্রাজক।
বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তির পাশে স্থির দাঁড়িয়ে থাকি।
পামির মালভূমিতে দেখছি হিন্দুকুশ পর্বতমালা।
মনে পড়ে, বন্ধুবর হিউয়েন সাঙ তাম্রলিঙ্গির
পথে চলিয়া গিয়েছেন। আমি কোথায় যাবো,
কর্ণসুবর্ণ। আমার শরীর মাটিতে মিশে গেছে।

ফুলকুঁড়ির মা কিছুটা বিচলিত হলেন। বললেন,
'ও স্কুলে গেলে আমাগো সংসার চলবে কি কইরা?'
ম্যাম বললেন, 'প্রতি মাসে আমি আপনাদের তিন
হাজার করে টাকা দেবো। আর ফুলকুঁড়ির পড়াশোনার
সব খরচ দিব। আপনি আমার বাসায় সপ্তাহে তিন দিন
কাজ করে দিবেন।'
ফুলকুঁড়ি ও তার পরিবার রাজি হলো, খুশীতে
কেঁদে ফেললো ফুলকুঁড়ির মা।
এরপর অনেকগুলো বছর পেরিয়েছে। আজ সেই
ফুলকুঁড়ির গোলাপের সৌরভ ছড়িয়েছে। আজ সে
ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে আর টিউশনি করে নিজের ও
তার পরিবারের হাল ধরেছে।
বাইরে ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে। সুবর্ণা ম্যাম
'জানলার বাইরে তাকিয়ে ভাবছেন, 'আমরা যদি সবাই
নিজদের স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে একবার অন্তত অন্যের
দিকে হাত বাড়াই, তাহলে হয়তো পৃথিবীটা আরও
সুন্দর একটা জায়গা হয়ে উঠতে পারে।'
ফুলকুঁড়ির চোখের আনন্দমাখা মুখটা বারবার
ভেসে উঠছে তার মনের পর্দায়। ফুলকুঁড়ির মায়ের
হতাশ চোখের পরিবর্তে আজ সেই চোখে নতুন স্বপ্নের
আলো।
সুবর্ণা ম্যাম ভাবেন, 'মানুষ তো অর্থ, সম্পদ, আর
ক্ষমতার জন্য সারাজীবন ছুটছে। কিন্তু অন্যের জীবনে
কিছু পরিবর্তন আনতে পারার মধ্যে যে সুখ, তা হয়তো
আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনা। গোলাপ, বেলি আর
জুঁই নয়, হাজারো কোমল শিশু -কুঁড়ির মতো সমাজে
অঝোরে ঝরে পড়ছে শুধু একটু সুযোগের অভাবে।'
সুবর্ণা ম্যাম ভাবেন, এই পরিবর্তন শুধু এক
পরিবারের নয়; এটি সমাজে আশা ও পরিবর্তনের বীজ
বপন করার সূচনা।



NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT
MLTC CONTACT



সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396



CALL US NOW:

718-516-3425

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suit C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416



M & N HOME CARE

Best pay rate in the industry

**CDPAP
PCA
HHA**

\$ 23.99



SNAP BENIFITS



HOUSING Assistance



CASH Assistance

Upto \$ 21.282.68

Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001



PARKCHESTER MEDICAL

পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

WE WELCOME WALK INS



1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

Parkchester + Medical

INTERNAL MEDICINE **ASTHMA DIABETES CENTER** **CARDIOLOGY** **PHYSICAL THERAPY** **UROLOGY**

GYNECOLOGY **PODIATRY** **GASTRO-ENTEROLOGY** **ORTHO-PEDICS** **HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY**

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	--	---------------------------

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.



আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
---	--	---

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র



ABRAMS LAW GROUP আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED? WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consultation



WE ALSO HANDLE

- ✓ CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- ✓ TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- ✓ TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- ✓ UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- ✓ DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ✓ ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ✓ ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- ✓ VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- ✓ FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- ✓ FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- ✓ EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- ✓ UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY! 718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

[abramslawgroupny.com](https://www.abramslawgroupny.com)

<https://g.co/kgs/iC36XA>

[abramslawgrouppe](#)

[abramslawgrouppe](#)

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

